ঝয়ঝরা

আবুল ফজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ম্বরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ম্বরা

আবুল ফজল

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা/এ ৮১০

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৭৭
ফাল্গুন, ১৩৮৩

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদশিল্পী
আবুল বারক আলভী

মূল্য ঃ ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈফিয়ৎ

আমার প্রায় সবগুলো ক্ষুদ্রাকার নাটক-নাটিকার সংকলন হিসেবে 'স্বয়ম্বরা' প্রকাশিত হলো। 'স্বয়ম্বরা' আর বাদ বাকি লেখাগুলোর মাঝখানে কালের ব্যবধান সুদীর্ঘ। 'স্বয়ম্বরা' এ শতকের ষষ্ঠ আর বাকিগুলি তিন দশকে রচিত—প্রকাশিতও। রচনাগুলোর গায়ে কাল-ব্যবধানের প্রেক্ষিত আর পরিচয়-চিহ্ন সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি না এড়াবারই কথা।

ত্রিশের সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ আমাদের ছিল না বটে, তবে পরোক্ষ প্রভাব, সজাগ পাঠক হিসেবে আমরাও এড়াতে পারিনি। সে আন্দোলনের এক বড় লক্ষণ ঃ চলতি সব কিছুকে ব্যঙ্গ কৌতুকে বিদ্ধ করা আর সব কিছুর প্রতি একটা উন্নাসিক তির্যক ভঙ্গিতে তাকানো। মনের ঐ আবহাওয়া আর পরিবেশে আমি কয়েকটি একাঙ্কিকা লিখেছিলাম—পরে সেগুলি 'একটি সকাল' আর 'আলোক লতা' নামে দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু একাঙ্কিকা নয় মনের ঐ অবস্থায় কিছু সংখ্যক গল্পও লিখেছিলাম আমি। তার একটির নাম 'সাহসিকা'—ওটারই নাট্যরূপ 'প্রগতি'। 'প্রগতি'ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে চালুছিল দীর্ঘকাল।

এখন থেকে 'একটি সকাল', 'আলোক লতা' আর 'প্রগতি' স্বতন্ত্র বই আকারে আর প্রকাশিত হবে না। 'একটি সকাল' এ নাম-লেখাটি ছাড়া ঐ তিন বইর বাকি সব লেখাই 'স্বয়ম্বরা'য় দেখতে পাওয়া যাবে। 'একটি সকাল' ইতিপূর্বে স্থানান্তরিত হয়েছে আমার 'সপ্তপর্ণা নামক বইতে। তাই এ বইতে ওটা আর পুনর্মুদ্রিত হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনা যায় এখন পাঠকেরা ছোট বইতে খুশী নন্। বেশী দাম দিয়ে হলেও পেতে চান মোটা বই অর্থাৎ শুধু মন নয় হাতটাও না ভরলে টাকাটার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের মনে সন্দেহ থেকে যায়। মানের চেয়ে ওজনের দাম এখন অনেক বেশী! আমার ছোট বইগুলির অস্তিত্ব বিলোপের এও একটি কৈফিয়ৎ। লেখকও অন্নজীবী বলে পাঠকের রুচির কাছে তাঁরও আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই। সাহিত্যও এক হিসেবে ইতিহাস—কালের যেমন তেমনি মনেরও। সে ইতিহাসের বহু বাঁক, এসব বাঁক লাফ মেরে ডিঙিয়ে বা পাশ কেটে যাওয়ার উপায় নেই। এক এক করে পেরিয়েই এগুতে হয় লেখককেও। তেমন একটা বাঁক-উত্তরণের স্বাক্ষর হয়তো রয়েছে আমার এ লেখা-গুলোয়। কালের ইতিহাসের মতো লেখকের মনের ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। নাটক নাটিকার চাহিদা আমাদের দেশে আজও আশানুরূপ বাড়েনি, বিক্রয় হয় খুবই কম। তবুও বন্ধু মোহাম্মদ নাসির আলী সাহেব যে আমার এ 'অপ্রিয়' লেখাগুলো প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন এ তাঁর সহজাত সাহিত্য-প্রীতিরই আর একটি পরিচয়।

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৭৩

আবুল ফজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা

এ বইর অন্তর্গত লেখাগুলি, লেখকের এক বয়সে, এবং একই মেজাজে লেখা হয়নি। বয়স আর সময়ের স্বাক্ষর প্রায় সব ক'টি লেখাতেই অসন্দিগ্ধ। কালের পথ-যাত্রায় লেখকও একজন পথিক মাত্র, যে পথিকের মনের চোখ সব সময় খোলা থাকে। তাই অনেক কিছুই তিনি দেখেন, অনেক কিছুই তাঁর মনকে দেয় নাড়া। তার খণ্ডাংশেরই পরিচয় এলেখাগুলি। প্রতিপাদ্য আর কুশীলবেরা কাল্পনিক হলেও তা কোন অংশেই কাল কিম্বা সমাজ পটভূমি বিচ্ছিন্ন নয়। সংস্কারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কোন কোন ব্যাপারে আধুনিক সমাজের দ্বারপ্রান্তে পদক্ষেপের চিহ্নও হয়তো এসব রচনার কোন কোনটায় খুঁজে পাওয়া যাবে। লেখা মাত্রই কালের সাক্ষী।

যে কোন রচনার দেশ, কাল ও সমাজের পটভূমিতে বিচারও মূল্যায়ন না হলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। পাঠকের কাছে লেখকের এটিই প্রত্যাশা। এ শতাব্দীর তিন দশকে 'একটি সকাল' ও 'আলোকলতা' নামে অনেক খানি বিপরীত মেজাজে লেখা আমার দু'টি একাঙ্কিকা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ দুই সংকলনের লেখাগুলিও এবইর অন্তর্ভুক্ত হলো। 'সাহসিকা' নামে আমার কিছুটা ব্যঙ্গার্থক একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস আছে, তারই নাট্যরূপ 'প্রগতি'। সেটিও সে যুগে স্বতন্ত্র আকারে হয়েছিল মুদ্রিত। এখন এ তিনটি বইর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকছে না। এক মাত্র স্বয়ম্বরা'ই পাকিস্তান আমলে রচিত এবং অধুনালুপ্ত 'পূরবী' মাসিকে প্রথম প্রকাশিত। পরে 'স্বয়ম্বরা'-এ শিরোনামে, উপরে উল্লেখিত তিনটি বইয়ের রচনাবলীসহ, এক সঙ্গে 'নওরোজ কিতাবিস্তান' বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিপূর্বে মাঝখানে চট্টগ্রামের 'বই ঘর' 'আলোকলতা' নাম দিয়ে 'আলোকলতা' আর 'একটি সকালের' একটি যুক্ত সংকলনও বের করেছিল। ঐ দুই বই এখন নিঃশেষিত। তাই নতুন সংস্করণের প্রয়োজন। এ সংকলনে ঐ দুই বইর সব রচনাই দেখতে পাওয়া যাবে। সুখের বিষয় এটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে বাংলা একাডেমি। একাডেমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৮৩

আবুল ফজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

স্বয়ম্বরা	১
মেয়েলোক	৫৭
মধুরেণ	৭৫
শেষপথ	৮৭
কবির বিড়ম্বনা	১১১
নেতা	১২১
ভাই ভাই	১৩৩
তা'ত হবেই	১৪৭
বোরকা	১৫৯
প্রগতি	১৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ম্বরা

কাহিনীর পটভূমি

[মিঃ হোসেন মাহমুদ এ যুগের সফল মানুষদের অন্যতম। তিনি প্রায় বলে থাকেনঃ Nothing succeeds like success (কথাটা তাঁর ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে আয়নার ফ্রেমে বাঁধাই করে টাঙ্গিয়েও রাখা হয়েছে) এবং তাঁর ধারণা এ বিষয়ে তাঁর নিজের জীবনই তো একটা আস্ত নজীর। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরেরও একধাপ নিচে তাঁর জন্ম। কিন্তু নিজের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও নির্ভুল তৈল প্রয়োগের ফলে তিনি চাকুরি জীবনে তাঁর বিভাগের সর্বোচ্চ ধাপে পেঁাছেছিলেন। এ কারণে সমাজেরও শীর্ষদেশে স্থান পেতে তাঁর কোন বেগ পেতে হয়নি। ইদানিং ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সূত্রে সমাজের উচ্চস্তরে তাঁর আসন প্রায় কায়েমি হয়ে গেছে। নিজের মোটা পেনশন আর ছেলেদের উপার্জন এ নিয়ে এখন তিনি নির্ভাবনায় অবসর-জীবন যাপন করছেন। তাঁর তিন ছেলে দু'মেয়ে—মেয়ে দু'টির ভালো বরে ও ভালো ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। বড়ছেলে আজমল মাহমুদকে বি-কম পড়িয়ে নিজে চাকুরিতে থাকতেই ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মোটামোটি এখন ভালই রোজগার করছে ও। দ্বিতীয় ছেলে আকমল মাহমুদ রীতিমতো এম. এ. এল. এল. বি. হয়ে ওকালতী আর রাজনীতি দু'ই এক সঙ্গে পেশা হিসেবে নিয়েছে।

তৃতীয় ছেলে আফজল মাহমুদ ছাত্র হিসেবে ডাকসাইটে। ম্যাট্রিক থেকে এম. এ. পর্যন্ত ও কোনদিন দ্বিতীয় হয়নি। সরকারী বৃত্তি নিয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ও অক্সফোর্ড থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট নিয়ে বছর তিনেক আগে ফিরেছে। ফলে মাত্র কয়েক মাস লেকচারার হিসেবে কাজ করার পর ও স্থায়ীভাবে রীডারশীপ পেয়ে গেছে।

বড় ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন বড় ও জাতব্যবসায়ীর ঘর দেখে। ব্যবসার সুবিধে হবে বলে মেয়ের চেহারা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। মেয়েটি কালো শুধু নয়; চেহারার গড়নটিও প্রায় মঙ্গোলীয়, নাকটার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নজরেই পড়ে না এবং খোঁপা বাঁধতে হয় আলগা চুল দিয়ে। দেহে মেদ-মাংসের বালাই নেই। দেখলেই মনে হয় ও যেন প্রাচুর্য্যের মাঝখানে এক মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয় বৌ সরকারী উকিলের মেয়ে। বড় বৌ তালপাতার সেপাই তাই দ্বিতীয় বৌ আনার সময় পার্থিব লাভ লোকসানের সাথে সাথে মেয়ের স্বাস্থ্যটাও ভালো কিনা তা তিনি দেখে নিয়েছিলেন, কিন্তু মেজ বৌও তাঁর পরিকল্পনাকে ঘায়েল না করে ছাড়ে নি। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হওয়ার পর মেজ বৌয়ের এমন দৈহিক বিবর্তন শুরু হল যে পাছে নতুন ডিজাইনে নতুন তৈয়ারী ঘরের দেয়াল ভেঙে চৌকাঠ বদলাতে হয় ভেবে মাহমুদ সাহেব রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে আছেন। তিনি নিজে কিন্তু প্রমাণ সাইজের ভক্ত। অথচ তাঁর দুই বৌয়ের কোনটাই প্রমাণ সাইজের নয়—এমন কি দুয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফলটাও প্রমাণ সাইজের হবে কিনা এ বিষয়ে মিঃ মাহমুদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ দুঃখের উপরও দুঃখ হচ্ছে মিসেস রাবেয়া মাহমুদকেও আর কিছুতেই প্রমাণ সাইজ বলা যায় না। প্রমাণ সাইজকে ছাড়িয়ে তিনিও এখন হয়ে পড়েছেন অনেকটা বেসাইজ। তাই আফজলের বৌ সম্বন্ধে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে তিনি আর প্রতারিত হতে রাজী নন। মেয়ে প্রমাণ সাইজ কিনা, শুধু মেয়ে না, মেয়ের মাও তাই কিনা দেখে-শুনে—কারণ দেখা গেছে মেয়েরা সাধারণত বেশির ভাগ মা'র গড়ন আর ধরন ধারণই পেয়ে থাকে—তবেই তিনি ছোট ছেলে আফজলের বৌ আনবেন আফজল বিলেত থেকে ফিরে আসার আগে থেকে মনে মনে এ পরিকল্পনা তিনি করে রেখেছেন। অবশ্য সাইজের সঙ্গে মেয়ের রূপগুণ, মেয়ের মা'র গড়ন গাড়ন, বাপের পদ, পদবী ও সামাজিক মর্যাদারও মিল হলে তবেই তাঁর মতে তা হচ্ছে আদর্শ প্রমাণ সাইজ। আফজলের মত আইডিয়েল ছেলের জন্য ও রকম আইডিয়াল মেয়ে ছাড়া তিনি ভাবতেই পারেন না। কিন্তু মুশকিল, এ তিন বছর ধরে একরকম গরু খোঁজা করেও তিনি তাঁর পছন্দ মতো প্রমাণ সাইজের মেয়ে খুঁজে পাননি একটিও। ফলে এবার তিনি একই সঙ্গে ছেলে আর দেশের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ছেলের উপর এ কারণে যে—ও বিলেত থেকে একটা বৌ নিয়ে এলো না কেন, তা হলে তো তাঁকে এভাবে গরু খোঁজার দায়ে পড়তে হত না। মেম সাহেব ত ফর্সা হতই আর মেম সাহেবের জাতকুল নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়? মেম সাহেবের জীবনমানের দোহাই দিয়ে মোটা চাকুরিও জুটে যেত সহজে, সরকারী না হক, বড় বড় বিলেতী ফার্মে তো বটেই। এক লাফে সমাজের মাথায় চড়ে বসার এমন সুবর্ণ সুযোগটাই কিনা আহম্মকটা ছেড়ে দিলে। বেটা শুধু পরীক্ষা পাশের ঢেঁকি।

আর দেশের উপর চটবার কারণ—দেশ এমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলের জন্ম দিয়েছে অথচ তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনীর জন্ম দেয়নি একটিও। এমন অপদার্থ দেশে ভাল ছেলে জন্মানোই তো বিড়ম্বনা। সকালে নিজের সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসে পাইপ টানতে টানতে মিঃ মাহমুদ এ সব কথাই ভাবছিলেন। সব সময় পাইপ টানা তাঁর এক প্রিয় ব্যসন—চাকুরি জীবনের এ অভ্যাসটি অবসর জীবনেও ছাড়তে পারেন নি তিনি। হঠাৎ একগাল জর্দা কিমাম দেওয়া পান চিবোতে চিবোতে মিসেস্ রাবেয়া মাহমুদ এসে ঢুকলো।]

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

মাহমুদ। নাও, আফজলের চিঠি, পড়তে চাও পড়ো (চেহারায় বিরক্তি নিয়ে টেবিলের উপর রক্ষিত খামটী ঠেলে দিলেন একটুখানি।)

রাবেয়া। (পাশের সোফায় বসে চিঠিটা তুলে নিতে নিতে) কি লিখেছে ও?

মাহমুদ। লিখেছে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। সে একই কথা—তোমরা পছন্দ করে যা ঠিক করবে তাতেই আমি রাজী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবেয়া। সে ত জানি, ভাল করেই জানি। মা বাপের কথার বাইরে যাবে ও আমার তেমন ছেলেই না।

মাহমুদ। এ তিন বছর ধরে কি গরু খোঁজাটাই না খুঁজলাম দেখ দেখি। প্রায় পাগল হয়ে যেতেই বাকি। (থেমে) আশ্চর্য তবু মনের মত একটি বৌ খুঁজে পেলাম না। (থেমে) মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান, মনে হয় এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। (নাক-মুখ কুঞ্চিত)।

রাবেয়া। এমন লক্ষ্মীছাড়া দেশে থেকেই বা কী লাভ? আমার অমন বিদ্বান ছেলেকে মাইনে দিচ্ছে কিনা মাত্র আট'শ (চোখে মুখে বিরক্তি)।

মাহমুদ। অথচ বিশ্বব্যাঙ্ক দিতে চেয়েছিল দু'হাজার, জ্যাক্ এণ্ড ম্যাক্ কোম্পানীও ত অফার করেছিল দেড় হাজার। নিলো না ও-সব চাকুরি, বলে কিনা দেশের ছেলে তৈয়ারী করবেন তিনি, আহাম্মক আর কাকে বলে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম, এ-ত সোজা কথা, সোজা হিসাব। (চেহারায় বিরক্তি আরো বেড়ে যায়)।

রাবেয়া। এলাউন্স ইত্যাদি নিয়ে ও কুল্লে পাচ্ছে কিনা মাত্র আট শ'। কোথায় দু'হাজার আর কোথায় আট শ'! কোথায় চন্দ্রনাথ পাহাড় আর কোথায় ছাগলে খায় ঘাস, এ দেখছি তাই।

মাহমুদ। (হো হো করে হেসে উঠে) ইউ আর রাইট মিসেস মাহমুদ। কথাটা চমৎকার বলেছো। সারা দেশটাই আহাম্মকে ভরা (চোখে মুখে বিরক্তি)।

রাবেয়া। চাকুরির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, মনের মতো একটা বৌ পর্যন্ত মিলে না এ দেশে!

মাহমুদ। পছন্দ মতো বৌয়ের মা-ই মিল্লো না। মা মিল্লে তবেই তো মেয়ে মিলবে!

রাবেয়া। উপযুক্ত ছেলের জন্য একটা উপযুক্ত মেয়ে মেলে না যে দেশে সে দেশেও মানুষ থাকে? ভেবে আমার ত কাঁদতেই ইচ্ছা হয়।

মাহমুদ। আমার কি ইচ্ছা হয় জানো? তোমার ঠিক বিপরীত। আমার হাসতে ইচ্ছা হয়। হা হা হা—এ আমাদের দেশ! (থেমে) আমাদের আবার শিক্ষা—সভ্যতার বড়াইও আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবেয়া। অথচ আমরা ত আসমানের চাঁদ চাই না, চাই না বেহেস্তের হুরপরী।

মাহমুদ। মোটেও না, শুধু চাই প্রমাণ সাইজের একটা মেয়ে। হতভাগা দেশ তাও দিতে পারে না। চুলোয় যাক এমন দেশ।

রাবেয়া। বছর বছর এদেশ পানিতে ডুববে না ত কোন্ দেশ ডুববে বল? একেবারে ডুবে গেলেই বাঁচতাম।

[সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদের এককালের সহকর্মী অবসরপ্রাপ্ত এস. ডি. ও. তাহেরুদ্দিন আহমদ ওরফে টি. আহমদ এসে ঢুকলো—সঙ্গে মেয়ে মেহেরুন্নেসা। মেহের এবার আই. এ. পাশ করেছে, দেখতে দীর্ঘদেহী, দেহগঠন একহারা, তবে রংটা কিছু ময়লা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল—চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে। টি. আহমদকে ওর অন্তরঙ্গরা শুধু টি-ই ডাকে। ঢুকেই বলে উঠলো—]

টি। কি ডুবে গেলে বাঁচতেন ভাবী?

[মেহের বাপের পেছনে পেছনে ঢুকে মাহমুদ আর রাবেয়াকে পা ছুঁয়ে সালাম করলো।]

রাবেয়া। বলছিলাম এ দেশটা ডুবে গেলেই ভাল হতো। যে দেশে একটা পছন্দসই মেয়ে জোটে না সে দেশ না ডুবে ভেসে থাকার কোন মানে হয়? (মেহেরের উপরে চোখ পড়তেই একটু যেন বিব্রত বোধ করলো।)

টি। (হাসতে হাসতে) আপনার বদ-দোওয়াই লাগলো বুঝি। বুড়ী গঙ্গার পাড় ডিঙিয়ে এবার পানি নাকি ঢাকা শহরেও ঢুকে পড়েছে। কোন্ দিন আস্ত শহরটাই একেবারে ডুব মারে কে জানে। তখন সবাইকে এক সঙ্গে মরতে হবে।

রাবেয়া। ডুবুক, ডুবুক একেবারে তলিয়ে যাক। মেয়েগুলো আগে ডুবুক (মেহেরকে দেখে আবার বিব্রত বোধ করল।)

টি। মেয়েরাই তো আগে ডুববে। পানি বাড়তে দেখলে বাঁদর ছেলেরা এক লাফে সব গাছের মাথায় চড়ে বসবে। মেয়েগুলোর কি হল না হলো একবার তাকিয়েও দেখবে না। এখনকার ছেলেরা শিভাল্‌রির অর্থই তো জানে না।

মেহের। (মৃদু হাসির সঙ্গে) আফজল ভাই সাঁতার জানেন তো চাচী আম্মা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবেয়া। জীবনে ও কোন দিন পুকুরেই নামেনি, কলের জলেই মানুষ।

মাহমুদ। আমার বিশ্বাস বিলেতী ম্যাগাজিনে ছাড়া ও সাঁতার চোখেও দেখেনি। সাঁতার কেটেছে ও বড় বড় বইতে—ইতিহাসের অকুল সমুদ্রে।

মেহের। তবেই ত সেরেছেন (ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঝিলিক)।

রাবেয়া। কেন? এরোপ্লেন হেলিকাপটার আছে কি জন্য? তেমন দিন যদি দয়া করে আসে এরোপ্লেনে চড়ে আমরা অন্য কোন দেশে পাড়ি দেব। (চোখে মুখে বিরক্তি, টি'র দিকে তাকিয়ে) একবার ভেবে দেখুন অবস্থাটা। তিন বছর ধরে এত চেষ্টা করেও একটা উপযুক্ত বৌ জুটাতে পারলাম না।

টি। You are right, ভাবী। যে দেশে উপযুক্ত ছেলের উপযুক্ত বৌ মেলে না সে দেশে না থাকাই উচিত। (ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।)

রাবেয়া। (কিছুটা তন্ময় ভাবে) আমাদের মনের দুঃখ আপনি হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন মিঃটি।

মাহমুদ। (পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে) আমাদের সম্বন্ধে কত জনে কত কথাই না রটাচ্ছে, সবই আমার কানে আসে। কেউ বলছে আমরা নাকি হুরপরী চাই, কেউ বলছে আমরা উর্বশী তালাশ করছি, কেউ বলছে আমরা রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব চাচ্ছি। এমনি যত সব উদ্ভট কথা। টি, তুমি তো জানো তোমাকে কত বারই তো বলেছি আমরা শুধু একটা প্রমাণ সাইজ মেয়ে পেলেই খুশী।

টি। মুস্কিল তো এখানে। বড় পাওয়া যায়, ছোট পাওয়া যায়, লম্বা পাওয়া যায়, বেঁটে পাওয়া যায়, মোটা মেয়ে ত দেদার, সরু মেয়েরও কোন অভাব নেই কিন্তু প্রমাণ সাইজ মেয়ে লাখে না মিলে এক। (ঠোঁটে তির্যক হাসি)

মাহমুদ। কোন কোন আহাম্মক আবার প্রমাণ সাইজ চাওয়াটাকেও দোষের মনে করে। বাজারে গিয়ে প্রমাণ সাইজ জামা জুতা চাও কেউ-ই দোষের ভাবে না। অথচ জামাজুতা মানায় যখন খুশি ইচ্ছামতো বদলাতে পারে কিন্তু বৌ তো আর ঘড়ি ঘড়ি বদলানো যায় না। কাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব দিক দেখেশুনে পছন্দ করেই বৌ আনতে হয়। আশ্চর্য, এ-ও নাকি দোষের! (পাইপে দু'এক টান দিয়ে) আমাদের বিপদটা একবার ভেবে দেখ—এযাবৎ যত মেয়ে দেখলাম হয় বেজায় মোটা নয়ত বেজায় হ্যাংলা (বলে একবারু স্ত্রীর দিকে তাকালো) দেশে যেন প্রমাণ সাইজ মেয়ের দুর্ভিক্ষ লেগেছে। (কিছুটা নির্বিকার ভাবে) মেয়েদেরই বা দোষ কি, মেয়েদের মা গুলিও যা হচ্ছেন দিন দিন। তোমার ভাবীকেই দেখ না, দিন দিন খালি চৌড়াচ্ছেন, (চেহারায় বিরক্তি) খেয়েদেয়ে কাজ নেই খালি চৌড়াচ্ছেন (চোখে মুখে বিরক্তি)।

রাবেয়া। ওমা, আমি বুঝি খুব মোটা? মিঃ টি. বলুন ত আমি কি মিসেস টি'য়ের চেয়েও মোটা? কি বল মেহের, তোমার মা আমার চেয়ে অনেক বেশি মোটা না?

টি। দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তাতে আপনাদের দু'জনকে দু'দিকে বসিয়ে ওজন নিতে পারলে একটা তৌল হয়তো পাওয়া যেত। তবে একথা ঠিক যে আপনারা কেউই কারো চেয়ে কম না। ফেদারওয়েট কেউ নন্।

মাহমুদ। শোন। একদিন ক্লাবে এক বন্ধুর কাছে তার বৌ কেমন আছে জানতে চেয়েছিলাম, বুঝতেই পারছ মামুলি প্রশ্ন। বন্ধুটিত প্রথমে তেড়ে উঠলো : বৌ বল কারে? পরে হতাশ কণ্ঠে বল্লে : আরে ভাই, আমাদের বৌরা কি আর এখন বৌ আছে? সব বব্বু হয়ে গেছে, একদম বব্বু।

টি। ভদ্রলোকের বাড়ি বোধ করি চাটগাঁ। ওখানেই ত আপা বা দিদিকে বব্বু বলে।

মাহমুদ। হাঁ, আমার দেশতুতো ভাই—খাঁটি আর নির্ভেজাল চাটগাঁয়ে। পোলাও কোর্মা কাবাব মুরগী মুসল্লাম যতই দাও সঙ্গে একটু শুঁটকি না হলে ওর মনই ওঠে না। অথচ লোকটা আস্ত একটা পি. এচ. ডি।

টি। (চট্ করে) শুঁটকিটাও বোধ হয় পিঁয়াজ দিয়েই খান তিনি?

মাহমুদ। শুঁটকি-খোর হলে কি হবে? কথাটা বলেছে কিন্তু খাঁটি। আমার তো মাঝে মাঝে তোমার ভাবীকেই.....

রাবেয়া। (চট্ করে) চুপ কর। একটা মেয়ে রয়েছে সামনে লজ্জা করে তোমার না ওসব মুখে আস্তে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। হাঁচা কথায় কিসের লজ্জা ?

টি। শেষকালে আপনিও চাটগেঁয়ে জবান ব্যবহার করতে শুরু করলেন ? চাকুরিতে যখন ছিলেন তখন ত আপনি চাটগাঁর ভাষাকে...

মাহমুদ। মগের ভাষাই বলতাম, তাই না ? দেখ চাকুরি আর বেকারী দু'য়েতে আসমান জমিন তফাৎ, দু'য়ের ভাষাও আলাদা। এ বোধটা গোড়া থেকে আমার ছিল বলেই তো...

টি। আপনি তর তর করে উপরে উঠে গেলেন আর আমরা মাঝ পথে আটকা যে পড়লাম, পড়েই রইলাম।

মাহমুদ। আলবৎ। দেখনি হঠাৎ কেউ যদি মন্ত্রী বা ওরকম একটা বড় পদ পেয়ে বসে তখন কি ভাবে তাঁর মুখের জবান, মন মেজাজ সব বদলে যায় মুহূর্তে ? চেনা মানুষকেও তখন তিনি আর চিনতে পারেন না !

টি। কিন্তু মন্ত্রিত্ব যখন খসে যায় তখন তাঁরা আবার স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতোই কথা বলতে শুরু করেন ! এমন কি তখন অচেনা মানুষও চেনা হয়ে পড়ে। মন্ত্রী আর প্রাক্তন মন্ত্রী যে একই মানুষ তখন বুঝতেই পারা যায় না। কিছু দিন আগে এ লোকটাই যে হাত পা ছুঁড়ে প্রলাপ বকেছিল তা আন্দাজ করাই তখন একদম অসম্ভব।

মাহমুদ। (টি-কে শেষ করতে না দিয়ে) আসল কথা ক্ষমতা, পদ বা মন্ত্রিত্ব যাই বলো আসল তো পাওয়ার। ক্ষমতার চরিত্রই আলাদা। ওটা যারা বুঝতে পারে তারা তর তর করে উপরে উঠে যায়, যারা পারে না তারা নীচে পড়ে থাকে। টি, ক্ষমতাসীন আর ক্ষমতাহীনের ভাষা কখনো এক হতে পারে না, কখনো এক ছিলই না।

টি। চাকুরিতে থাকতে আপনি তো বাংলা প্রায় বলতেনই না।

মাহমুদ। (বিষণ্ন মুখে) আর এখন আমাকে মাঝে মাঝে চাটগেঁয়েও বলতে হচ্ছে। কি করি, রাজমিস্ত্রী সুতোর মিস্ত্রী ড্রাইভার বাবুর্চি এ ওর সঙ্গে এক আধ কথা বলতে বলতে দিন দিন রপ্তও হয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় থাকতে আমার কথা শুনে কেউ তো বুঝতেই পারতো না আমি, 'বাঙাল', পার্টিশনের পর যখন ঢাকায় এলাম তখনো ত কেউ ধরতে পারেনি আমার বাড়ি চাটগাঁ। ঘরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনদিন চাটগেঁয়ে ভাষায় কথা বলি না। এমন কি তোমার ভাষীর সঙ্গেও কোনদিন ভুলেও (ডানে বাঁয়ে ঘাড় দোলানো।)

রাবেয়া। (চট করে) মিথ্যা কথা বলো না (থেমে) মনে করে দেখ... ঘুমোবার আগে...কত দিন ঘন্টার পর ঘন্টা...(মাহমুদের সঙ্গে চটুল হাসি আর দৃষ্টি বিনিময়।)

মাহমুদ। ওঃ শোবার ঘরের কথা? সে ত আলাদা ব্যাপার। যেখানে পোশাক ছাড়তে হয় সেখানে পোশাকী ভাষা ব্যবহারের কোন্ মানে হয়? (রাবেয়ার সঙ্গে বাঁকা হাসি বিনিময়। মেহের মাথা নীচু করলো, টি, হাসি লুকোতে গিয়ে একটা কাশি দিয়ে মুখে রুমাল গুঁজল।)

রাবেয়া। (বিব্রত ভাব কাটাবার জন্যই বোধ করি চট্ করে দাঁড়িয়ে) দেখি চা দিতে এত দেরি করছে কেন? চাকর বাকরগুলোও দিন দিন যা হচ্ছে। (বলে ভিতরের দিকে পা বাড়াল।)

টি। শুনছি আকমল মিয়া নাকি এবার দাঁড়াচ্ছে?

মাহমুদ। কি করবে, যুগটাই হয়েছে এমন, কৌন্সিলে ঢুকে মন্ত্রী বা কিছু একটা না হতে পারলে তোমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না, এমন কি মানুষ বলেই করে না গণ্য। এম. পি. এ'দের দাপট দেখনি?

টি। ওর মত এম. এ. এল. এল. বি সরকারী দলে কয়টা আছে? আমার বিশ্বাস ও নির্ঘাৎ মন্ত্রী হবেই...।

মাহমুদ। তুমিও যা। আছো কোথায়? মন্ত্রী হতে হলে পাশটাশ ডিগ্রী-ডিপ্লোমার কোন দরকার আছে নাকি? ও সব দরকার কেরানী হতে। মাস্টার হতে। মন্ত্রিত্বের মজা তো ঐখানে, কোন কোয়ালিফিকেশনেরই দরকার পড়ে না।

টি। শুনছি চরিত্র, সততা ইত্যাদিরও...।

মাহমুদ। চুপ, চুপ, ওসব বে-আইনী কথা বলতে নেই। আমি অন্তত বলতে পারব না। দেখ আইন মেনে আর মানিয়ে আমি ডেপুটি থেকে কমিশনার হয়েছি, ওসব কথা দিলে এলেও মুখে আনতে আমি অভ্যস্ত নই। দেওয়ালের শুধু নয় এখন আসবাবপত্রেরও কান গজিয়েছে।

টি। আমাদের আকমলের মন্ত্রী হওয়া কিন্তু চাই-ই...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। তুমিও তো নাকি এখন ছেলেদের দিয়ে কিছু কিছু ব্যবসা করাচ্ছ ?

টি। ও কিছু না, নাম মাত্র। জানেন ত গতবার ওর মামা মিনিস্টার থাকতে থাকতে ওকে এক রকম জোর করেই কিছু লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। ক্যাবিনেট বানচাল না হলে এতদিনে হয়তো ও মানুষ হতে পারতো। আমার মতে আকমল মিয়ার মন্ত্রী হলে কমার্স মন্ত্রী হওয়াই উচিত।

মাহমুদ। আমার বড় বেয়াইরও তাই মত। আমার মেজ বেয়াই অবশ্য মাঝে মাঝে শিক্ষার কথা বলেন।

টি। না না—শিক্ষামন্ত্রী হয়ে লাভ কি ? ছাত্র আর মাস্টারদের জিন্দাবাদ শুনে আর গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে ত আর পেট ভরবে না !

মাহমুদ। আমারও তাই মত, ওরও ইচ্ছা এক রকম তাই। কিন্তু সব ত নির্ভর করছে দলের উপর, পার্টির উপর। আজকাল আবার প্রচুর টাকা খরচ করতে না পারলে নমিনেশন মিলে না।

টি। ও কোন্ দলের টিকেটে দাঁড়াবে ভাবছে ?

মাহমুদ। এখনো তা ঠিক করে নি কিছু, আমি বলেছি, ভাল করে দেখ হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে বইছে বা বইতে পারে।

টি। অবশ্যই। যে সব দল পাওয়ারে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে সব দলে যোগ দিয়ে লাভ কি ? খামকা প্রণ্ডশ্রম ! স্রেফ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

মাহমুদ। আমরাও তাই বলছি।

[সঙ্গে সঙ্গে আজমলের প্রবেশ] এলে ? (টি-কে আদাব করে আজমল পাশের সোফায় বসে পড়লো। ড্রাইভার এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে বিছানার ফোলডার নিয়ে ভিতরে ঢুকলো।)

টি। ও কোত্থেকে আসছে ?

মাহমুদ। ঢাকা থেকে। আর বলো না—খেয়ে দেয়ে আমাদের কি আর কোন কাজ আছে ? (বিরক্তির সঙ্গে) যেমনি আমাদের তেমনি ছেলে দু'টারও হয়রানির একশেষ। যেখানে একটা ভালো মেয়ের খবর পাচ্ছি সেখানেই একে না ওকে পাঠাচ্ছি। যেখানে পারি নিজেই যাই। সেদিন শুনলাম রাষ্ট্রদূত ওসমানীর মেয়ে মামার ওখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াতে আসছে। নিজেই ছুটতে ছুটতে গেলাম স্টেশনে। গাড়ী আসার কথা রাত ন'টায়। সে গাড়ী তশরিফ আনলো রাত সাড়ে এগারোটায়...বসে দাঁড়িয়ে পায়চারি করে, ঝিমিয়ে হাই তুলে কোন রকমে কাটালাম এ দীর্ঘ সময়।

টি। বুঝেন না কেন, আজাদী মানেই ত সময়ে না পেঁাছানো, সময়ে কিছু না করা, সব ব্যাপারে লেট হওয়া, পিছিয়ে পড়া। সময়ের গোলামি যদি করতে হয় তাহলে আজাদীর কোন মানেই তো থাকে না (ঠোঁটে মৃদু হাসি) শুনতে ত পাচ্ছেন ছেলেদের শ্লোগান হচ্ছে পরীক্ষা পিছাও, নেতাদের শ্লোগান হচ্ছে ইলেকশন পিছাও—যে-দিকেই তাকান শুধু পিছাও, পিছাও, পিছাও। সারাদেশব্যাপী এ ত একমাত্র আওয়াজ। বেচারা ইঞ্জিন ড্রাইভারকে দোষ দিয়ে কি লাভ ?

মাহমুদ। (গম্ভীর মুখে) হুঁ। রোজ রোজ কাগজ খুল্লে তাই ত দেখতে পাই।

টি। আরো মজার ব্যাপার—কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন পিছুতে পিছুতে আমাদের একেবারে 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' যুগে চলে যেতে হবে। যাক্ রাষ্ট্রদূতের মেয়ে কেমন দেখলেন তাই বলুন।

মাহমুদ। যাকে বলে একদম তালপাতার সেপাই। এক তালপাতার সেপাই নিয়ে বাঁচি না। আর এক তাল পাতার সেপাই দিয়ে কি করব ? (আজমলের দিকে চেয়ে) দেখতে পারলে ?

আজমল। দেখেছি। (চোখে মুখে নৈরাশ্য,) বেজায় খাটো, সে অনুপাতে আবার বেজায় মোটা। মাথার খোঁপাটি যেন ঔষধের বড়ি।

রাবেয়া। (ঢুকতে ঢুকতে) অর্থাৎ মাথায় চুল নেই এক ফোঁটাও। (ছেলেকে লক্ষ্য করে) কোন অসুবিধা হয়নি তো ? ছিলে কোথায় ?

আজমল। অসুবিধা হবে কেন ? কন্টিনেন্টালেই ছিলাম।

মেহের। মেয়েটা আস্ত বোকা তো আজমল ভাই। (মৃদু হাসি) মাথায় আঁচলটা তোলা থাকলে তো আপনি ওর খোঁপাটা দেখতেই পেতেন না।

টি। কার মেয়ে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। জাস্টিস্ রফিউদ্দীনের। মেয়েটা ইতিহাসে এম. এ পড়ছে। ছেলের কাজে লাগতে পারে মনে করে দেখতে পাঠিয়েছিলাম।

টি। ইতিহাসের ছাত্রী মানে তো আফজলেরই ছাত্রী? মেয়ে কেমন ও-ই তো ভালো বলতে পারার কথা।

রাবেয়া। ও আমার তেমন ছেলেই না। মেয়েদের দিকে একবার চোখ তুলে চায়ও না তো কোনদিন।

মাহমুদ। ভাল ছেলে হওয়ার ঐ এক ঝকমারি।

টি। ভালো ছেলের মা-বাপ হওয়ার ঝকমারিও কম নাকি? আপনারাও তো কম হয়রানিটাই ভোগ করছেন না। (চোখে মুখে হাসির আভা।)

মাহমুদ। কপাল। কপাল। (বার দুই কপালে ডান হাত ঠেকালেন। আজমলকে লক্ষ্য করে) যে মেয়েটা পর পর তিন বছর ধরে রাইফেল সুটিঙে ফাস্ট হয়েছে ওটাকেও অমনি দেখে এলি না কেন? খবর নিয়েছিস্ কার মেয়ে?

আজমল। ওটাও দেখে এসেছি, ডাক্তার ওয়াহেদ আলীর মেয়ে। আমার চেয়ে ফুট খানেক লম্বা। য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়নে কি এক সভায় এর বক্তৃতাও শুনে এলাম। আওয়াজ ত নয় যেন গরুর গাড়ীর চাকার আর্তনাদ। দেখলাম ছেলেদের কেউ কেউ কানে আঙুল দিয়েও হাঁ করে শুনছে। মেয়েটি দেখতে কিন্তু ভালোই।

টি। শুনছে, না দেখছে বলো। মেয়েদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা—এক ধরনের ছেলেদের ঐ স্বভাব। ক্লাসেও শুনেছি তাই হয়।

রাবেয়া। আমার ছেলেদের কিন্তু কারো ঐ রকম বদ স্বভাব নয়। (একটু থেমে) আমার ত বিশ্বাস ঐ মেয়ের নিশ্চয়ই নাক ডাকে।

মাহমুদ। দোহাই দোহাই। তা হলে আমি তো ঘুমাতেই পারবো না।

রাবেয়া। আফজলই বা ঘুমাবে কি করে? সে ত রেডিয়ো গ্রামোফোন পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। সালাম বাবা, হাজার বার সালাম তেমন মেয়ে আর তেমন মেয়ের মা বাপকে। (বলেই কপালে হাত ঠেকালে। আজমলকে লক্ষ্য করে) তুমি গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়গে। আর বয়কে বলো চা'টা তাড়াতাড়ি দিয়ে যেতে। (আজমলের ভিতরে প্রবেশ) দেখি আকমল কি খবর আনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টি। ও আবার কোথায় গেছে ?

মাহমুদ। সিলেট। সৈয়দ সদর আলীর মেয়েটিকে দেখতে পাঠিয়েছি। শুনেছি মেয়েটি বেশ সুন্দরী, রং নাকি টকটকে ফর্সা। দেখতেও নাকি প্রমাণ সাইজের কাছাকাছি।

টি। অর্থাৎ বেশী মোটাও না, বেশী সরুও না। আবার তেমন লম্বাও না তেমন খাটোও না।

মাহমুদ। রিপোর্ট তাই। মেয়েটি ইংরেজি অনার্সে নাকি ফার্স্ট হয়েছিল। এখন এম. এ. পড়ছে। ইতিহাস হলেই ভালো হতো। সময় মতো ওকে এটা ওটার রেফারেন্স খুঁজে দিয়ে সাহায্য করতে পারতো, পারতো টিউটোরিয়ালের খাতাগুলো দেখে রাখতে। আজকাল ত ইচ্ছা করলে পরীক্ষার খাতা দেখেই অনেক টাকা রোজগার করা যায়, অত খাতা একা দেখে ওঠা সম্ভব নয়। বৌটা কোয়ালিফাইড্ থাকলে এধরনের আর্ধেক কাজ ত বৌ-ই করে রাখতে পারে। আজকাল অনেক অধ্যাপকই নাকি এভাবে দু'জনে মিলে টুপাইস রোজগার করছে।

রাবেয়া। ওদের খুব আগ্রহ মেয়ে দেওয়ার। এক আত্মীয়কে দিয়ে আমাদের কাছে খবরও পাঠিয়েছিল।

মাহমুদ। কিন্তু...(মাথা চুলকানো)

টি। কিন্তু কেন ? মেয়ে যদি পছন্দ হয়, ঐটিই ঠিক করে ফেলুন, কাঁহাতক আর খুঁজে বেড়াবেন ?

মাহমুদ। কিন্তু...কথা হচ্ছে...(আবার কপাল চুলকাতে লাগলেন)।

টি। কিন্তু টিন্তু রেখে দিন। মেয়ে কোয়ালিফাইড, বংশও ভালো—সৈয়দ। আর ওদেরও যখন আগ্রহ, আর কথা কি ? ডেপুটি সেক্রেটারী হিসেবেই বোধকরি সদর আলী সাহেব রিটায়ার করেছেন ?

মাহমুদ। সব কিন্তুর মূলে ত সে কথা ! একটা ডেপুটি সেক্রেটারীর মেয়ে কি করে আনি ? যার জন্য আনবো তাকেও দেখতে হবে তো ?

টি। হাঁ অক্সফোর্ডের নামকরা ডক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট....।

মাহমুদ। তার উপর আমার আগের দুই বেয়াইর অবস্থা তো জানই। প্রত্যেক ছেলের আলাদা আলাদা বাড়ী রয়েছে, গাড়ী রয়েছে। বেয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেয়ানও থাকে আলাদা বাড়ীতে। সদর আলী কোন রকমে বাড়ী একটা করেছে শুনেছি।

টি। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারির পক্ষে গাড়ী রাখা তো সম্ভব নয়।

মাহমুদ। এ অবস্থায় ছেলে শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে গেলে যে রিক্সা ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না। দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখ। অক্সফোর্ডের ডক্টর, একটা ডিপার্টমেণ্টের হেড, রিক্সা চড়ে বৌ নিয়ে এ বাসা থেকে ও বাসা যাওয়া আসা করছে। স্কেণ্ডেলাস, অদ্ভুত, হাস্যাস্পদ! (নাক উঁচু করে বিরক্তি প্রকাশ)

রাবেয়া। আর মিসেস আলীকে দেখেছেন ত, একদম হোঁৎকা। বেয়ান ভাবতেই তো আমার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

টি। আচ্ছা নবাব বাড়ীতে খবর নিয়েছেন? অনেক সি. এস. পি. আজকাল তো ওখানে...।

মাহমুদ। বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এ সীমার মধ্যে যেখানে যত নবাব, নবাবজাদা, মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, রাষ্টদূত, হাইকোর্টের জজ, শিল্পপতি, টি গার্ডেনের মালিক আছে ঢুঁ মারতে কোথাও বাকি রাখিনি। ওসব ঘরের মেয়েরা আরো বেশী বে-সাইজ। এই করে তিনটা বছর ত কেটে গেল।

টি। এ দুই বৌয়ের সঙ্গে তাল রেখে, সমান ঘর থেকে তৃতীয়টিও আনতে হবে ত। না হয় মানাবে কেন?

মাহমুদ। সেটাই তো বড় বিপদ।

রাবেয়া। বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে, বেয়ানে বেয়ানে, বৌয়ে বৌয়ে মানানওতো চাই? (বিরক্তির সঙ্গে) তবে রীতিমতো হাতী পোষা। শেষ হয়ে গেলাম মিঃ টি। সাধারণ ঘরোয়া ব্যবহারের জন্যও এক শ টাকা গজের কাপড় না হলে তেনারা মুখ ভার করে থাকেন। আর থাকেন ত দিনরাত বিছানায় শুয়ে। এক গাড়ীতে দু'জন কখনো বেরুবেন না—দু'জনের দু'গাড়ী চাই। আজও দু'জন এ সাত সকালেই চা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। ছেলেটা পাঁচ ছ'দিন পরে ঘরে ফিরেছে, অথচ দেখুন বৌটা ঘরে নেই। বড় বৌ জানে আজমল আজ ফিরবে, স্টেশনে গাড়ী পাঠানো হয়েছে। তবু বাপের বাড়ী থেকে গাড়ী একটা আনিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, দেখেই বোধকরি মেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌ স্ট্যান্ড থেকে টেক্সি ডাকিয়ে এনে তাতেই রওয়ানা দিয়েছেন কোন্ চুলোয় কে জানে ?

মাহমুদ। কাজকর্ম কিছুই না, শুধু এ বাসা থেকে ও বাসা পই পই করে বেড়ানো।

রাবেয়া। এতো অবস্হা ? লোকে মনে করে আমরা খুব সুখী।

মাহমুদ। (বিরক্ত মুখে) শ্বেত হস্তী ! এক একটা আস্ত শ্বেত হস্তী ! আগে আমরা ইংরেজদের বলতাম White Elephant, এখন আমাদের ঘরের বৌ-রা হয়েছে তাই।

টি। তবুও তো আর একটা শ্বেত হস্তীর জন্য সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন।

মাহমুদ। (নির্বিকার ঔদাসিন্যের সঙ্গে) উপায় নেই, উপায় নেই মিঃ টি. আহমদ। সামাজিক মান মর্যাদা রক্ষা না করে ত উপায় নেই। ঐ জোয়ালে একবার মাথা গলালে আর নিস্তার নেই কারো। এরই নাম Standard of life.

রাবেয়া। খাওয়ার বেলায়ও একটা হাতী আর একটা বাঘ। একজন নিরামিষ ছাড়া কিছুই হজম করতে পারে না আর অন্যজনের মাংস ছাড়া কিছুই মুখে রোচে না।

মেহের। (ও এতক্ষণ ধরে পাশের টেবিলে রক্ষিত সচিত্র ইংরেজী ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল—হঠাৎ চোখ তুলে বললে) তাহলে ত একটার জন্য কিছু কলাগাছ লাগালে আর একটার জন্য কয়েকটা ছাগল পুষলেই চুকে যায় চাচী আম্মা ! (বলে হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে)।

টি। (মেহেরের কথাকে আমল না দিয়ে) বৌ খুঁজতে পশ্চিম বঙ্গেও গিয়েছিলেন নাকি সেখানেও...।

মাহমুদ। (ডানে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে) মেয়ে দূরে থাক, পছন্দ মতো মেয়ের একটি ম্যাও ত সেখানে নজরে পড়ল না, যাকে বেয়ান ডেকে মনে একটু সান্ত্বনা পেতে পারি (আড়চোখে রাবেয়ার দিকে চেয়ে) মেয়েদের কি দোষ দেব, মেয়েদের মাগুলিরই তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোমার ভাবীর কথাটাই ধর না কেন ?...

রাবেয়া। ভাবী আবার কি দোষ করল ? (অবাক হয়ে চেয়ে থাকে)

মাহমুদ। শতবার, হাজার বার দোষ করেছো।

রাবেয়া। বাঃ, না বললে বুঝব কি করে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। টি'র সামনে আবার শুনতে চাও নাকি কথাটা ?

টি। (উৎসুক কণ্ঠে) কি কথা ?

রাবেয়া। বল, কি বলবে ? (মাহমুদের দিকে বক্র দৃষ্টি হেনে।

মাহমুদ। (টি'র দিকে তাকিয়ে) তোমরা তো সবাই জানো আমার জীবনটাই আগাগোড়া প্ল্যান করা, আমার কোন প্ল্যানই এ যাবৎ ফেল করে নি। ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেও আমার প্ল্যান ছিল, তিনটা ছেলে আর একটা মেয়ে, (রাবেয়ার দিকে চেয়ে) দু'টা মেয়ে হল কেন ? তোমার দোষ না তো কার দোষ ? কোন এক সাহিত্যিক যে লিখেছেন Man proposes woman disposes একি অবিকল তা নয় ?

রাবেয়া। ছেলেমেয়ের জন্য মা-ই বুঝি একা দায়ী ?

মাহমুদ। আলবৎ, হাজার বার। ছেলে না হয়ে শুধু মেয়ে হয়েছে আর শুদ্ধ লোক জানে ছেলেরা পেয়ে থাকে বাপের ধরন আর মেয়েরা মায়ের !

রাবেয়া। মেয়ে হলেই বুঝি মায়ের দোষ ?

মাহমুদ। আলবৎ, হাজার বার। ছেলে না হয়ে শুধু মেয়ে হয়েছে আর হচ্ছে বলে কত স্বামী কত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে তার খবর রাখ ? আর তুমি বলছ মেয়ে হলে মায়েদের কোন দোষ নেই !

রাবেয়া। মিঃ টি, এটা কি রকম যুক্তি বলুন ত ?

টি। ভাবী, বাঘের যুক্তি আর মেষের যুক্তি কখনও এক হতে পারে না। এ ত জানেনই। পুরুষ হল বাঘ।

রাবেয়া। শুধু ঘরের বিবিদের কাছেই বোধ করি ?

[চা'র ট্রে হাতে চাকরের প্রবেশ। ট্রে-টা টেবিলের উপর রাখতেই কেউ কিছু বলার আগে মেহের উঠে চা বানাতে শুরু করল।]

মেহের। (মাহমুদের দিকে তাকিয়ে) চাচা তো খাবেনই, চাচী আম্মার জন্যও করি এক কাপ ?

রাবেয়া। (মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো) কর। তবে চিনি দু'চামচের বেশী দিয়ো না।

মাহমুদ। (চার কাপে চুমুক দিয়ে) আমার প্ল্যানটা যেভাবে ঘায়েল করে দিয়েছেন তিনি (রাবেয়ার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনে)—সে কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে চা-টা পর্যন্ত আমার কাছে বিস্বাদ ঠেকে (আর এক চুমুক চা পান)।

টি। মাহমুদ সাহেব অতীতকে অতীত হতে দিন—লেট বাই গঅন বি বাই গঅন।

মাহমুদ। টি, জীবনটা প্ল্যান করা ছিল বলেই জীবনে আমাকে অকৃতকার্যতার মুখ দেখতে হয় নি। Nothing succeeds like success —ছেলেদের ত বলে থাকি এ বিষয়ে আমার নিজের জীবনটাই তো এক বড় নজীর। (আঙুল দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ফটোটা দেখিয়ে) চোখের সামনে যে ওটা বাঁধিয়ে রেখেছি সে শুধু চোখ শোভার জন্য নয়, আর শুধু আমার মুখের কথাও নয় (বুকে টোকা মেরে) দিলের কথা, মনের কথা।

টি। আপনাকে যারা চেনে তারা সবাই ও কথাটুকুও জানে। যাক্, আমি যেজন্য এসেছিলাম—আফজল এবার ছুটিতে বাড়ী আসে নি বুঝি ?

রাবেয়া। ওর কি মরবার ফুরসৎ আছে যে আসবে ?

মাহমুদ। দেশে কোয়ালিফাইড লোক ত নেই একটাও—তাকেও পেয়েছে বোকা। বেদম খাটিয়ে নিচ্ছে। যেখানে কোন কমিটি সেখানে ও, যেখানে কোন কমিশন সেখানে ও—আজ দিল্লী, কাল বম্বে, পরশু লণ্ডন, তরশু জাপান, জার্মান ইত্যাদি করেই ত আছে।

রাবেয়া। এ করেই ত চলছে ওর দিন। গতবার ত ঈদেও বাড়ী আসতে পারে নি।

মাহমুদ। তোমার কোন দরকার ছিল নাকি ওর সঙ্গে ?

টি। জানেন তো এ (মেহেরকে নির্দেশ করে) এবার আই. এ. পাশ করেছে। য়ুনিভার্সিটিতে অনার্স পড়তে চায়। কোন্ সাব্জেক্টে পড়লে ভালো ক্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা, য়ুনিভার্সিটি থেকে কিছু হেলপ পাওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি বিষয় একটু খোঁজ খবর নিতে চেয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। তাই মেহেরও সঙ্গে এসেছে। ইতিহাসে ওর বেশ ঝোঁক।

রাবেয়া। বেশ বেশ পড় মা, পড়। ও যে কখন আসবে বলা যায় না। এলেই খবর দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। তোমার ফোন নাম্বারটা রেখে যাও—এলেই ফোনে জানিয়ে দেয়া হবে।

টি। আমাদের ত ফোন নেই। আমি নিজে এসেই খবর নিয়ে যাবো।

মাহমুদ। তোমার বাসায় ফোন নেই! বল কি...! (বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন)।

টি। (উঠে পড়ে) আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে। (রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে) আদাব ভাবী (মাহমুদের দিকে চেয়ে)। আদাব ভাই সাহেব। (মেহের উভয়ের পা ছুঁয়ে সালাম করলো, টি. আর মেহেরের প্রস্থান)।

মাহমুদ। (পাইপ টানতে টানতে, ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে) এই সাত সকালে হঠাৎ টি-য়ের উদয় হওয়ার কারণটা বুঝতে পারলে ত?

রাবেয়া। (মৃদু হাসির সঙ্গে) তা আর বুঝিনি? মেয়েটি আই. এ. পাশ করেছে, অনার্স পড়তে চায় এই ছুতায় নতুন করে মেয়েকে আমাদের চোখে, সম্ভব হলে আফজলেরও—ফেলতে চায়। এ আর কে না বুঝে বল?

মাহমুদ। (পাইপ মুখে উঠে পায়চারী করতে করতে) হা হা টি আমাদের মনে করেছে বোকা। তিন তিনটা সাক্সেসফুল ছেলের বাবা-মাকে ওর মতো সামান্য রিটায়ার্ড এস. ডি. ও. কিনা বোকা বানাতে চায়। বোকা বানাতে চায় একটা কালো মেয়েকে দিয়ে। অত বোকা হলে কমিশনার হিসাবে রিটায়ারানা করে ওর মতো আমিও এস. ডি. ও-ই থেকে যেতাম সারাটা জীবন। অথচ চাকুরি তো দু'জনের এক সঙ্গেই শুরু! (থেমে) ওর মেয়েকে দেখে ভুলবে আফজল? তেমন ছেলে ও? হা হা।

রাবেয়া। (এক চিমটি দোক্তা মুখে ফেলে) আফজল আমার তেমন ছেলেই না।

মাহমুদ। একটা ফোন পর্যন্ত যার বাড়ীতে নেই...সে হবে আফজলের শ্বশুর আর আমার বেয়াই! (বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেল্লেন)।

রাবেয়া। বিলাত যাওয়ার আগে ও কি বলেছিল মনে নেই?—বাপের আদেশে হজরত ইসমাইল যদি জান কোরবানী দিতে পারেন আমি কি মা-বাপের ইচ্ছা মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ। আমার ছেলের উপযুক্ত কথা। (কণ্ঠে আত্মসন্তুষ্টির সুর) মনে নেই ঐ একই কথা আজমল, আকমলও বলেছিল।

রাবেয়া। (গর্বোৎফুল্ল কণ্ঠে) আমার ছেলে বাবা! (মৃদু হাসির সঙ্গে) তুমি নিজে কিন্তু...মনে পড়ে?

মাহমুদ। আমাদের কথা ছাড়ান দাও। আমাদের বাপ-মা-ই বা কি ছিলেন? না জানতেন তেমন লেখাপড়া, না বুঝতেন সামাজিক মানমর্যাদা। গাঁয়ের মানুষ, উপযুক্ত ছেলের বৌ সম্বন্ধেও ওঁদের ধারণা একদম গেঁয়োই তো ছিল...(হাসতে হাসতে) আর...তখন তুমিও দেখতে যা ছিলে! দেখে ও বয়সে মাথা ঠিক থাকার কথা? তোমাদের স্কুলের সামনে একদিন দেখেই তো মাথা আমার বিগড়ে গেল।

রাবেয়া। (মৃদু হাসির সঙ্গে) তুমি তো নাকি বিষ খেতে চেয়েছিলে?

মাহমুদ। অশিক্ষিত মা-বাপকে ঐ ভাবেই ভয় দেখাতে হয়। না হয় ওঁরা রাজী হতেন নাকি?

রাবেয়া। ওঁরা রাজি না হলে তুমি সত্যি সত্যি বিষ খেতে? (চোখ কপালে উঠল)।

মাহমুদ। তুমিও যা। বিয়ের জন্য কেউ কি সত্যি সত্যি বিষ খায় নাকি? সাধারণ মা-বাপ বিষের নাম শুনলেই ত ভড়কে যায়। বি. এ. পাশ তো তখন আর ঘরে ঘরে ছিল না—তার উপর ডাইরেক্ট ডেপুটি, সোজা কথা? রোজগেরে ছেলের কাছে এমনই তো মা বাপ কাবু হয়ে থাকে। বিয়ের কথাটা তো ফালতু।

রাবেয়া। আমার ছেলেরা কিন্তু ওরকম হয় নি। আল্লার মর্জি এটাও হবে না।

মাহমুদ। (প্রায় মুখ ভেঙ্‌চি দিয়ে) না ম্যাডাম, আল্লার মর্জি না। আমার মর্জি। আমি আমার ছেলেদের তো ঐ ভাবে মানুষ করি নি। এক একটি ছেলের পেছনে কয় হাজার করে টাকা খরচ করেছি ভেবে দেখ।

রাবেয়া। (মাহমুদের কথা শেষ না হতেই) তোমার টি-র কান্ড দেখেই-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আমি অবাক ! একটা আস্তা কালো কুশ্রী মেয়েকে নিয়ে তিনি ডাক্তার আফজলের মতো ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন !

মাহমুদ। (ভেঙচি দিয়ে) ডাক্তার না, ডক্টর। ওকি ম্যালেরিয়ার ডাক্তার ? (গর্বের সঙ্গে) বিদ্যার ডক্টর। এক্স-কমিশনারের মেমসাহেব ডক্টর উচ্চারণ করতে পারেন না। ছি ছি স্কেণ্ডেলাস ! রীতিমতো স্কেণ্ডেলাস। (হতাশ কণ্ঠে) তুমি দেখছি ওকে কোন দিন কবিরাজ না বানিয়ে বসো !

রাবেয়া। (অনুতপ্ত কণ্ঠে) কি করি আমার মনেই থাকে না যে।

মাহমুদ। (শাসানো কণ্ঠে) বয়স থাকলে তোমাকে তিন তালাক দিয়ে আমি একটা বি. এ. এম. এ পাশ মেয়েই বিয়ে করে ফেলতাম। যেমন আজকাল অনেকেই করছে।

রাবেয়া। (কানে, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে) চুপ্ চুপ্—পাশের ঘরে আজমল রয়েছে, শুনতে পাবে—চুপ্ চুপ্।

মাহমুদ। ডক্টরের মা হয়ে ডক্টরই উচ্চারণ করতে পারো না। স্কেণ্ডেলাস ! জানো এক বাঘা মন্ত্রী তার বাপকে প্রায়ই এ বলে শাসাতো : তুমি আমার বাপ হওয়ারই যোগ্য নও। শেষের দিকে ও নাকি বাপকে বাপ ডাকাই ছেড়ে দিয়েছিল। এমন কি মন্ত্রী হওয়ার পর সে যে হাল-ফ্যাসনের নতুন বাড়ী করেছে তাতে বাপ বেচারাকে উঠতেই দেয়নি।

রাবেয়া। বল কি ! বুড়ো বাপকে আলাদা করে দিলে ?

মাহমুদ। হ্যাঁ লাল দীঘির ময়দান আর পল্টনের মাঠ যেমন ঐতিহাসিক একথাও তেমনি ঐতিহাসিক । আছো কোথায় ? মা বাপ যেমন উপযুক্ত ছেলেমেয়ে চায় তেমনি ছেলেমেয়েরাও চায় উপযুক্ত মা বাপ। এতে ছেলেমেয়েদের দোষ দেওয়া যায় না। ডক্টর বলতে পারো না জানলে একদিন হয়তো আফজল তোমাকে মা ডাকাই ছেড়ে দেবে, তার বাসায়ও হয়তো দেবে না তোমাকে ঢুকতে। এমন কি আমার অবর্তমানে আলাদা করে দিতেও পারে।

রাবেয়া। যখন দেয় তখন দেখা যাবে। (হাসির সঙ্গে) আমি কিন্তু তোমার টি-এর কাণ্ড দেখে হেসেই বাঁচি না। ব্যাপারটা একবার ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছ ? বলে কিনা মেয়ের ইতিহাসে ঝোঁক আছে, হা হা।

মাহমুদ। আফজাল যখন ইতিহাসের অধ্যাপক ঝোঁক না থাকলেও থাকতে হবে বৈ কি। কমিশনারের বেয়াই হতে চায় এস. ডি. ও. হা হা। তোমার সে চমৎকার উপমাটি আবার মনে পড়ছে ঃ কোথায় চন্দ্রনাথ পাহাড় আর কোথায় ছাগলে ঘাস খায়—হা হা (অট্টহাসি, পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে) তুমি বোধ হয় একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ্য করনি। খুবই সূক্ষ্ম এবং খুবই নাজুক ইশারা...(বাবেয়ার জিজ্ঞাসু চোখ), ও যাওয়ার সময় আজ হঠাৎ আমাকে ভাই সাহেব ডাকলো লক্ষ্য করনি ? আমি ত শুনে বেয়াই সাহেব বল্ল বলে আঁৎকে উঠেছিলাম ! (কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকা) ওর আক্কেলটা দেখলে ! তোমাকে গোড়া থেকে ভাবী ডাকে না হয় ডাকুক কিন্তু আমাকে...(টাই না থাকলেও টাই টানার ভঙ্গী করলে) এক রিটায়ার্ড এস. ডি. ও. এক রিটায়ার্ড কমিশনারকে বিনা দ্বিধায় ভাই সাহেব ডেকে বসলো ? (থেমে) দেখছো দুনিয়াটা দিন দিন কিভাবে পাল্টাচ্ছে ? কিভাবে রসাতলে যাচ্ছে...? (বিস্ময়ে প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার দশা। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নেমে আসা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারেই তহরুনদের বাসা। ক্লাসের ফাঁকে একদল বান্ধবীসহ ও ওর পড়ার ঘরে বসে আড্‌ডা দিচ্ছে। বাপ অফিসে, ভাই বোনেরা স্কুলে, মা উপরে ঘুমিয়ে। নির্বিবাদে চলেছে ওদের আড্‌ডা। খদিজা ঘর্মাক্ত কলেবরে আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে ঢুকে হাতের বই পত্রের বোঝা টেবিলের উপর ছুঁড়ে মেরে বল্লে]

খদিজা। তহরুন, তেষ্টায় মারা গেলুম ভাই, তেষ্টায় মারা গেলুম, শিগ্‌গীর এক কাপ চা, না হয় এক গেলাস কোল্ড ডিরিঙ্ক... উ (জোরে আঁচল ঘুরাতে লাগল)।

আতিয়া। (তহরুন সাড়া দেওয়ার আগে) একঘন্টা ধরে ডাব জল খেয়ে এলি তাতেও তোর তেষ্টা মিটলো না ? আশ্চর্য মেয়ে !

মনোয়ারা। (চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে) তাই নাকি খদিজা ? কোথায় পেলি অত ডাব ?

আতিয়া। জান না বুঝি ওর যে ডক্টর ডাবজলের সঙ্গে ক্লাস ছিল এখন ?

[বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাট্টা করে কাকে যে নেপথ্যে ডক্টর ডাবজল বলে তো সবারই জানা। এমন কি অধ্যাপকদেরও তা অজানা নয়।]

মনোয়ারা। ও, তাই বলো ! (ঠোঁটে মৃদু হাসি)

নুরুন্নাহার। ইতিহাস নিলে ঐ এক মস্ত বড় সুবিধা। রোজ অন্তত এক ঘন্টা ধরে বিনা পয়সায় ডাবজল খাওয়া যায় ! (তার ঠোঁটে মৃদু হাসি)।

আতিয়া। খদিজা, বেশী খেয়ো না কিন্তু। বেশী খেলেই সর্দি। আর আজকাল সর্দি মানে একদম ফ্লু।

খদিজা। লোভ হচ্ছে বুঝি ?

মনোয়ারা। শুনেছি ডক্টর আফজল পড়ান ভালো।

খদিজা। আধ-মরা করে ছাড়েন। শুধু নোট, নোট টোক আর এক গাদা রেফারেন্স—লাইব্রেরীতে গিয়ে এবার খোঁজ বসে বসে। এখন দেখছি ইতিহাস না নিলেই ভালো হতো অন্তত ডঃ আফজলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতাম। (খাদিজার কথার মাঝখানে এক গাদা বই বুকে চেপে মেহেরুন্নেসা এসে ঢুকলো)

মেহেরুন্নেসা। রোজ রোজ আফজল ভাই ছাড়া আলাপের আর কোন বিষয়ই কি তোমরা খুঁজে পাও না খাদিজা আপা? (ওর সবে মাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ার, তাই ও ওর সিনিয়রদের আপা ডাকে) আমি কিন্তু বলে দেবো, তখন টিউটোরিয়ালেই মেরে দেবেন। (বলতে বলতে বই গুলি টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে, আঁচল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে খালি চেয়ার একটায় বসে পড়ল)।

মনোয়ারা। খাদিজার তো এবার ফাইনেল। পরীক্ষার খাতায়ও মেরে দিতে পারেন, তখন নির্ঘাত ১১১।

আতিয়া। তা হলে খাদিজাকে সি. এস. বি'র স্বপ্ন দেখতে হবে না —লেকচারার কি ডেপুটি নিয়েই থাকতে হবে খুশী (ঠোঁটে বক্র হাসি)।

আতিয়া। জান না বুঝি এক আস্ত সি. এস. বি. ওর পরীক্ষার ফলের অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে যে।

তহরুন্নেসা। তাহলে ডাবজলে কি আর ওর তেষ্টা মিটবে? খাদিজা যাও যাও পরীক্ষার পড়ায় ভালো করে তেল দাওগে (দরজার দিকে ইশারা করলো) অবশ্য ডাবজলকেও খুশী রাখতে হবে, না হয় পরীক্ষার খাতায় তিনি তোমার সি. এস. বি.-কে একদম মাছিমারা কেরানী বানিয়ে ছাড়বেন, তখন বাটনা বেটে আর কুটনা কুটেই সংসারের ঠেলা-গাড়ী ঠেলতে হবে।

মেহের। তহরুন্নেসা আপা আপনার কথার ইঙ্গিতটা তো বুঝতে পারলাম না।

তহরুন্নেসা। ও, তুমি আবার যাকে বলে নবাগতা কিনা। তাই বুঝতে দেরী হচ্ছে। খাদিজার মহামান্য সি. এস. বি-টি নাকি শর্ত দিয়েছেন অন্তত সেকেণ্ড ক্লাস পেতেই হবে—তার নিচে হলে সাহেব রাজি নেই।

আতিয়া। জানোই তো সি. এস. বি-দের ক্লাস ডিস্টিংসন অত্যন্ত টনটনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহের। তা হলে সি. এস. বি. সাহেব খদিজা আপাকে বিয়ে করছেন না, বিয়ে করছেন খদিজা আপার ক্লাসকে। (ঠোঁটে ব্যঙ্গ হাসি)

তহরুন। তাই তো খদিজা আপাকে বলছি এরিস্টোক্রেট থেকে প্রোলেটেরিয়েটে যদি নেমে আসতে না চাও, তা হলে আমাদের সঙ্গে আড্‌ডা দিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করো না। (ওঠার জন্য খদিজাকে আর একটা ঠেলা দিলে) আড্‌ডা দিতে হয় রেফারেন্সের নাম করে ডাঃ ডাবজলের কাছে গিয়েই দাওগে, আখেরে ফায়দা হবে।

আতিয়া। ওঁদের হাতেই তো পরীক্ষার কলকাঠি। তাই দেখ না প্রফেসরদের পেছনে পেছনে ছেলেরা কেমন হন্যে হয়ে ঘোরে।

নাহার। শুধু ছেলেরা বুঝি? শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না আতি! হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো?

আতিয়া। (যেন আকাশ থেকে পড়লো) ওমা! আমার আবার হাঁড়ি কোথায় পেলে যে ভাঙবে।

নাহার। জানি, জানি সব। কে কে ডুবে ডুবে পানি খায় আর কোন ঘাটে খায় সবই আমার (বুদ্ধাঙ্গুলটা উঁচিয়ে) এ নখদর্পণে।

মেহের। হাঁড়িটা ভাঙো নুরু আপা, দেখি ওর থেকে সাপ বেরোয় না কেঁচো? না বিড়াল বাচ্চা?

নাহার। তুমি তো এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কচি খুকী। সবে এ বছর ত এলে। ওসব কথা তোমার শুনতে নেই।

তহরুন। আচ্ছা, ও না হয় নাই শুনল। আমরা ত শুনি আতি কোথায় ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে।

নাহার। বলব আতি? তহরুন চা করতে বলে দিয়েছে, তুমি মিষ্টিটা আনাও। না হয় এই বল্লাম...।

আতিয়া। বল বল, আমার বাবা ক্লীন্ কন্‌সান্স্।

নাহার। টিউটোরিয়ালের নাম করে ডক্টর হামিদের বাসায় সপ্তাহে কয়বার করে যাওয়া হয় শুনি!

আতিয়া। (মুহূর্তে মুখ লাল হয়ে উঠলো) ও ঐটুকু হাঁড়ি? টাস্ক দেখাতে যাবো না? ওঁর সঙ্গে যে আমার টিউটোরিয়াল ক্লাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওতেই তুমি একটা আরব্য উপন্যাস আঁচ করে নিয়েছ! আর তুমি যে?

নাহার। আমি কি?

আতিয়া। তুমি তো পড় ইংরেজি, খাতা একটা হাতে নিয়ে ডাবজলের কাছে অত ঘন ঘন যাও কেন? ডুবে ডুবে কে পানি খায় এখন বোঝ। ডাবজল তরল হলে কি হবে আসলে Hard nut ভাঙবার নয়। (উপস্থিত সবাই এক সঙ্গে) তাই নাকি? (বিস্ময়ে সকলের চক্ষু ছানাবড়া)

নাহার। ইংরেজি সাহিত্যে ইতিহাসের কত রকম রেফারেন্স যে ছড়িয়ে আছে তা তো তোমরা বোকারা খবরই রাখ না। বিশেষ করে গ্রীক রোমান ইতিহাসের খুঁটিনাটি না জানলে ইংরেজি সাহিত্যটা তো বোঝাই যায় না। মাঝে মাঝে ঐ সব রেফারেন্স্ বুঝিয়ে নেওয়ার জন্যে...।

আতিয়া। (নাহারের কথা শেষ না হতেই) ইংরেজির প্রফেসারেরা বুঝি তা বোঝাতে পারেন না? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ না?

খদিজা। নাহার, মেহেরের মতো আমরা সব খুকী নই। তুমি তাহলে ডুবং ডুবং জল পানং। (এক সঙ্গে অনেকেই) বুঝেছি বুঝেছি তাহলে ডুবং ডুবং জলপানং।

মনোয়ারা। নুরু, শেষকালে তুমিও?

মেহের। মজার ব্যাপার ত। আফজল ভাইকে ত একবার জিজ্ঞেস করতে হয়।

মনোয়ারা। ডাবজল তোমার আবার ভাই হয় কি করে? তোমার পলিসিটা তো নাহারের চেয়েও আর এক ডিগ্রী সরেস দেখছি! ব্যাচেলার প্রফেসারদের সঙ্গে ভাই পাতাতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখী। বি. এ. আর বিয়ে। বুদ্ধিটাও বেশ!

মনোয়ারা। (মাথা দুলিয়ে) ওর ইতিহাসে অনার্স নেওয়ার রহস্য এতদিনে বোঝা গেল।

তহরুন। ওমা! তুমিও তলে তলে? সেদিনকার খুকী, আই. এ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ করে সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মারাতে না মারাতেই ব্যাচেলার প্রফেসারদের সঙ্গে ভাই পাতাতে শুরু করে দিয়েছ?

আতিয়া। (নির্বিকার কণ্ঠে) ভাই টাই পাতানো মন্দ না, একদিন না একদিন কাজে লেগে যেতে পারে। ভাই থেকে বরে প্রমোশন তেমন কোন বিরল ঘটনা নয়।

মনোয়ারা। শুনি তোমার বাড়ী কুমিল্লা আর ওঁর বাড়ী চাটগাঁ, ভাই হয় কি করে? আদম-হাওয়ার সুবাদে বোধ করি? ভালো ভালো। কচি খুকীটি হলে কি হবে? বুদ্ধিতে মেহের দেখছি (অন্যদের দিকে তাকিয়ে) আমাদের দাদী নানীকেও হার মানাতে পারে।

তহরুন। মেহের হচ্ছে খাঁটি আধুনিকা, যুগটাই যে সাইনবোর্ডের যুগ, দেখছি সকলের আগে মেহেরই এ কথাটা ভাল করে বুঝতে পেরেছে। সাইনবোর্ডটা যে ও ভালই টাঙিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

মেহের। সব কিছুকেই যদি তোমরা এ ভাবে টুইস্ট কর তা'হলে আমি লাচার। ওঁর বাবা আর আমার বাবা বন্ধু, কাজ করেছেন একই লাইনে। এক সঙ্গে আমরা বহু জেলায় রয়েছি। ছোটকাল থেকে ওঁকে আফজল ভাই বলে ডেকে এসেছি। আমার ভাইদের কাজ-কর্মের সুবিধা হবে বলে রিটায়ারের পর বাবা বাড়ী করেছেন চাটগাঁ —আমরা ত এখন ওখানেই সেটেল্‌ড্‌। এ সোজা জিনিসটাকে না বাঁকালে যদি তোমাদের পেটের ভাত হজম না হয় তবে বাঁকাও ইচ্ছা মতো। (অভিমানে ছোট্ট মেয়ের মতো ওর ঠোঁট দু'টো যেন ফুলে উঠলো)।

মনোয়ারা। বেশ বেশ। তা হলে তুমি ত অনেক খবর, আই মীন ভেতরের খবর জানো। তোমার ডাবজল ভাইয়ের এদ্দিন ধরে বিয়ে থা হচ্ছে না কেন? লভ্‌টবের ব্যাপার নয় ত?

মেহের। না না ওসব কিচ্ছু না— আফজল ভাই লাভ্‌টবের ধার ধারে না, হয়তো বোঝেও না ও সব জিনিস। উনি হচ্ছেন নির্ভেজাল ভালো ছেলে, একদম কাটখোট্টা মানুষ। কিন্তু ওঁর মা বাপ চান একটি প্রমাণ সাইজ বৌ, সবদিকে প্রমাণ সাইজ—লম্বায় চৌড়ায়...

তহরুন। রূপে গুণে, ধনে মানে, ইজ্জতে হুরমতে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতিয়া। গাড়ী-ঘোড়ায়, ঘরে বাড়ীতে, টেবিল-সোফায়, খাট-পালঙ্কে শাড়ী-ব্লাউজে...

মনোয়ারা। ওজনেও বোধ করি। কত ওজন হলে প্রমাণ ওজন হয় মেহের? দেড় মণ, না দু'মণ, না তিন? (সকলের হাসি) নুরু (খোঁচা দেওয়ার ভংগিতে) এবার যখন রেফারেন্স বুঝতে যাবে, মেহেরের আফজল ভায়ের কাছ থেকে প্রমাণ সাইজের একটা মাপ নিয়ে এসো। দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমাণ সাইজের মেয়ে মেলে কিনা।

তহরুন। লম্বায় পাঁচ ফুট, না সাড়ে পাঁচ? না ছয়? কোন্‌টা প্রমাণ সাইজের মাপ?

খদিজা। ছাতির বেড়াটা ত্রিশ না পঁয়ত্রিশ? না চল্লিশ? কোনটা প্রমাণ সাইজের বেড় ভালো করে জেনে এসো নুরু।

আতিয়া। কোমর আর ছাতির বেড় সমান হলে, না কোমর সরু আর ছাতিটা চৌড়া হলে প্রমাণ সাইজ ধরা হবে তাও ভাল করে জেনে খাতায় টুকে নিয়ে এসো।

মনোয়ারা। প্রমাণ সাইজের রং কোন্‌টা? আতিয়ার রং না খদিজার?

নাহার। বোধ করি মেহেরের...!

আতিয়া। ঠিক বলেছ, বাঙালী মেয়ের পক্ষে মেহেরের রং-ই হচ্ছে আসল ও খাঁটি প্রমাণ বর্ণ।

মেহের। (চাপা ক্রোধের সঙ্গে) তোমরা ত আর সমরখন্দ কি বোখারা থেকে আসনি? তোমাদের তুলনায় আমার রং-টা না হয় একটু বেশী ময়লা। বেশী ময়লাটা প্রমাণ বর্ণ হতে যাবে কেন? খদিজা আপার ধবধবে রং-টা বুঝি তোমাদের চোখে পড়ছে না? (খোঁচা দেওয়ার ভংগিতে) চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে ধবধবে রং কিভাবে গলে গলে পড়ছে (খদিজার মুখের পুরু পাউডারের প্রলেপ ঘামের সঙ্গে গলে গলে পড়ছিল, আসলে ওর রংও মেহেরের চেয়ে খুব ফর্সা নয়) আতিয়া আপার রংটা এমন মন্দ কি?

আতিয়া। মেহের, তুমি একটু বেশী করে পাউডার টাউডার মাখ না কেন? তোমার নাক মুখ যে রকম দোরস্ত, প্রসাধনটা একটু ভালো করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে চাই কি তুমি নিজেই পড়ে যেতে পারো তোমার ডাবজল ভাই-য়ের চোখে। ভাই থেকে শুরু করে প্রমোশন পেতে পেতে অনেকে যে ভাইয়ের বৌ হয়ে পড়েছে এমন দৃষ্টান্ত বহু। যুগটাই ভাই ডাকার যুগ কিনা। আগে বল্লাম না ভাই থেকে বর ফাঁকটা তেমন কিছু দূস্তর না।

মেহের। হয়েছে। আমার কথা রেখে দাও—খোদার উপর খোদকারি আমি করতে চাই না। আফজল ভাইয়ের চোখে পড়ার হলে বহু আগেই পড়ে যেতাম। তিনি তো আমাকে ছোটকাল থেকেই দেখে আসছেন।

মনোয়ারা। তোমার আফজল ভাই নিজে ত খোদার উপর খোদকারি কম করেন না। য়ুনিভার্সিটিতে আসার সময় পাউডার মেখে ঘাড়টা ত একদম সাদা করেই আসেন আর মুখে স্নো-পাউডার যা মাখেন তাতে দেওয়ালের পলাস্তারাও হার মানার কথা।

আতিয়া। (মেহেরকে লক্ষ্য করে) তোমাকেও চমৎকার মানাবে। ডক্টরের নিজের রং-ই বা তোমার চেয়ে এমন কি সরেস ? মাখো মাখো—এক-দিন বরাত খুলে যেতেও ত পারে। কি বলিস খদিজা ? তখন পাতানো ভায়ের ওখানেই একদম কায়েমী ভাবে পাত পেতে বসে যেতে পারবে সহজে।

নাহার। শুধু বসে কেন ? শুয়ে পড়তেও...

তহরুন। চুপ চুপ চাকর রয়েছে (পাশের রুমের দিকে ইংগিত)

মনোয়ারা। মেহের, ভাইয়ের সাইনবোর্ডের ভূমিকা তো তোমার করাই আছে, অতএব শুভস্য শীঘ্রং।

আতিয়া। দেখ বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর দু'টা ঘরেরই একচেটিয়া মালি-কানা পেয়ে থাকে। এক শোয়ার ঘরের দ্বিতীয় রান্নাঘরের। ভাইয়ের ব্যাকডোর দিয়ে মেহের অনায়াসে ডক্টর আফজলের এ দু'ঘরে ঢুকে তার মালিক হয়ে বসতে পারে। মেহের বাক্ আপ (সকলের উচ্চ হাসি)।

নাহার। কুটবার সময় কই মাছকে ছাই মাখায় দেখেছ ? ভারী চমৎকার দেখায় না ? ভালো করে পাউডার মাখালে আমার বিশ্বাস মেহেরকেও অবিকল তাই দেখাবে। দেখে তোমার ডাবজল ভাইয়ের মাথা ঘুরে না যায় তো বলেছি ! (চাপা হলেও বিদ্রূপের খোঁচা সকলেই বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারল। মেহেরের মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের বইগুলি নিয়ে ও ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।)

তহরুন। (চেঁচিয়ে) আরে চা খেয়ে যা, চা খেয়ে যা। ঠাট্টাও বুঝে না।

নাহার। একদম জংলী।

আতিয়া। চাটগেঁয়ে ভূত কি না। (মেহের পেছন দিকে একবার ফিরেও তাকালো না—হন্ হন্ করে হেঁটে চললো য়ুনিভার্সিটির দিকে)

খদিজা। ওর নামটা যিনি রেখেছিলেন তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞানের তারিফ করা যায় বৈ কি!

আতিয়া। শুধু সৌন্দর্যজ্ঞানের কেন, ইতিহাস জ্ঞানেরও বলো। মেহেরুন্নেসা না রেখে এক চোটে নূরজাহান রেখে দিলে না কেন তাই ভাবছি।

নাহার। ভবিষ্যতে যে ওর জাহাঁগীর হবে তার জন্যই হয়তো ঐটুকু রেখে দেওয়া হয়েছে।

মনোয়ারা। একেই বলে 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।'

নাহার। যে মেয়ের গায়ের গন্ধে ভুত পালায় সে মেয়ের নাম আতরজান দেখনি বুঝি?

আতিয়া। বলা যায় না আফজল ভাই-ই হয়তো একদিন ওর জাহাঁগীর হয়ে বসবে, দেখে নিয়ো।

মনোয়ার। সে গুড়ে বালি। সে হলে ডক্টর আফজল আর তাঁর আত্মীয়রা বৌয়ের খোঁজে এভাবে সারা দেশ চষে বেড়াতেন না।

তহরুন। শুনছি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন মেয়ে নেই যার সম্বন্ধে ওঁরা খোঁজ খবর নেন নি।

নাহার। তাই তো শুনি। তবে তোমার আমার নয়। সব উচ্চস্তরের জীবদের অর্থাৎ বড় লোকদের দুলালীদের। মাঝে মাঝে ওঁর বাবা এসে ওঁর ঘরের দরজায় ওৎ পেতে বসে থাকেন দেখনি? পাইপ মুখে চেয়ে থাকেন করিডর বেয়ে মেয়েদের আনাগোনার পানে মিট মিট চোখে। ওটা নিছক ওঁর বিদ্যোৎসাহিতা নয় বড় জোর বধূ-সাহিতা বলা যায়।

আতিয়া। মজা মন্দ না। শুনছি মেয়ে ওঁর পছন্দ হয়ত ওঁর বাবার হয় না, বাবার হয়তো মা'র হয় না, মা'র যদি বা হয় ভাইদের হয় না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তহরুন। আবার মেয়ে যদি বা কোন রকমে উৎরেও যায়, মেয়ের মা'কে ওঁর মা মনে করেন না তাঁর বেয়ান হওয়ার উপযুক্ত। এ-কয় বছর নাকি এ করেই কেটেছে ওঁদের।

মনোয়ারা। (হঠাৎ মাথায় যেন কি এক দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। কিছুটা চাপা স্বরে) চল এক কাজ করি। (সকলে উৎকর্ণ হয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর সবাই মিলে কানে কানে কি সব যেন পরামর্শ করলো।)

খদিজা। কিছু কিছু ছেলেকেও কিন্তু দলে ভেড়াতে হবে। রাত থাকতে...দেওয়ালে...এসব আমরা মেয়েরা পারবো না তো।

সকলে। (সমস্বরে) হাঁ, হাঁ...। (খুশীতে সকলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চা'র ট্রে হাতে চাকরের প্রবেশ। সবাই এক এক কাপ তুলে নিলে।)

মনোয়ারা। চল আজ আমরা ডক্টর আফজলের স্বাস্থ্য পান করি।

আতিয়া। লং লীভ ডক্টর আফজল (সমস্বরে বলতে বলতে একজনের পেয়ালা অন্যের পেয়ালার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে ওরা ডঃ আফজলের স্বাস্থ্যপান করলো। পেয়ালা রেখে সবাই যাওয়ার জন্য এবার ওঠে দাঁড়াল।)

মনোয়ারা। (হঠাৎ) থ্রি চিয়ার্স ফর ডক্টর আফজল এন্ড হিজ্ প্রমাণ সাইজ ব্রাইড্।

সকলে। (সমস্বরে) হিপ্ হিপ্ হুররে...ডাবজল কত খাবি খা রে। (বলতে বলতে হুড়াহুড়ি করে ঘর থেকে নির্গমন—সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নেমে আসা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় দৃশ্য

[কয়েক দিন পর কোন এক ছুটির দিন। ডাক্তার আফজলের বাসা। সকাল বেলা ড্রইং রুমে বসে আফজল দিনের খবরী কাগজটা ওল্টাচ্ছিল। তখন ওর কয়েক-জন সহকর্মী এসে ঢুকল। এরা এখন সহকর্মী বটে কিন্তু ছাত্রজীবনে অনেকেই ছিল সহপাঠী। প্রায় ছুটির দিন ব্যাচেলার আফজলকে ওদের উপদ্রব সইতে হয়। আজও ঢুকে সমস্বরে দাবী জানালো ওরা—খাওয়াও।]

সবাই প্রায় এক সঙ্গে। খাওয়াও, ডক্টর। (বলে উঠল)

মামুন। (বসতে বসতে) ডক্টর, আজ ভাল করে খাওয়াতে হবে কিন্তু।

আফজল। (কাগজটা এক পাশে রেখে দিয়ে) আরে বসো বসো আগে। (সবাইর আসন গ্রহণ। টেবিলের উপরে রক্ষিত প্যাকেট থেকে সিগা-রেট নিয়ে সবাইর ধূমপান)

মামুন। শুধু এক কাপ চা আর দু'খানা করে বিস্কিট দিয়ে নমো নমো করে ভিখিরি বিদায় চলবে না আজ, আগেই বলে রাখলাম।

জাঁহাগীর। খেতে খেতেই আলাপ করা যাবে, টাকা বের করো দেখি—রজমান, (ডাক দিলে রান্নাঘর লক্ষ্য করে। আফজলের চাকরের নাম ওদের সবারই জানা)

রমজান। জি হুজুর (বলে ছুটে এসে চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়ালো।)

জাঁহাগীর। (আফজলের দিকে চেয়ে) তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও ভাই, ও এক দৌড়ে নিয়ে আসুক কিছু মিষ্টি।

রহিম। (কৃত্রিম মিনতির সঙ্গে) ঝটপট দিয়ে দাও ভাই। ওকে অনর্থক দাঁড় করে রেখে কোন ফায়দা নেই। স্রেফ্ একখানা পাঁচ টাকার নোট হলেই চলবে।

জাঁহাগীর। (রহিমকে ধমকে দিয়ে) এ বিদ্যে নিয়ে ইকনমিক্সের প্রফেসারী কর? পাঁচ টাকায় কিছুই হবে না। নিউমার্কেট থেকে রমজানের আসতে যেতে রিক্সা ভাড়াই তো লেগে যাবে বারো আনা। পান সিগারেট ধর টাকা দেড়েক আর থাকে কত? বল দেখি অঙ্কের হাফ্ ডক্টর মামুন (মামুন অঙ্কে ডক্টরেটের জন্য বিলেত গিয়ে দু'বছর কাটিয়ে এসেছে। ডক্টরেট পায়নি, শুধু দেশী এম. এ-র উপর আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বিলেতী এম. এ. যোগ করে ফিরে এসেছে। তাই বন্ধুরা ওকে ডাকে হাফ ডক্টর)

মামুন। কমপক্ষে একখানা দশ টাকার নোট না হলে কারো জিভও ভিজবে না। তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার আর অক্সফোর্ডের ডক্টরের চক্ষুলজ্জাও তো আছে। পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে উঠবেই বা কি করে ?

জাঁহাগীর। হাঁ হাঁ। রীডার আর হেডের একটা আলাদা স্টেটাস্‌ও তো রয়েছে। সেটাও আমরা ইগ্‌নোর করতে পারি না। ওর নিজের মান ও চায় তো বুড়ীগঙ্গায় ডুবিয়ে দিক কিন্তু আমাদের আলমা মেটারএ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার আর হেডের মান আমরা কিছুতেই অবনত হতে দিতে পারি না। অতএব ডক্টর মানে মানে ফেলে দাও স্রেফ একখানা দশটাকার নোট।

আফজল। ও সব হবে-টবে না আজ। মাসের শেষ বুঝতে পারছ না ?

[ইচ্ছা করেই আজ ও কিছুটা গম্ভীর হতে চাইল]

মামুন। খুব পারছি। শেষ মানেই তো আবার শুরু। অতএব ঋণাং কৃত্তাঃ ঘৃতাং পিবেৎ।

জাঁহাগীর। বাস্তবিক সংস্কৃত হচ্ছে জীবন-রসিকের ভাষা। (আফজলকে লক্ষ্য করে) ডক্টর, কিছু রসজ্ঞানের পরিচয় দাও।

মামুন। অর্থাৎ মিস্টরসের।

আফজল। স্রেফ এক এক কাপ চা পেতে পারো আর বড় জোর এক খিলি করে পান।

জাঁহাগীর। (ইতিহাসের লেকচারার তমিজকে লক্ষ্য করে) কি বে-তমিজ, তোমার বিভাগীয় কর্তার কাণ্ডজ্ঞান তথা রস-জ্ঞানের অভাব দেখে একেবারে বেকুব বনে গেলে নাকি ? চুপ মেরে আছ কেন ? টাকা বের করতে বল তোমার বড় সাহবকে। (তমিজকে ওরা ঠাট্টা করে বেতমিজই বলে)

তমিজ। সামনে স্যারের বিয়ে কিনা। টাকা পয়সা এখন থেকে কিছু কিছু জমাতে হচ্ছে যে।

[শুনে সকলে সমস্বরে হা হা করে হেসে উঠল।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাঁহাগীর। (আর এক চোট হেসে নিয়ে) বিয়ে বিয়ে—ডক্টর আফজলের বিয়ে। তিন বছর ধরেই এঁকি কথাই তো শুনছি। এ তিন বছরে—তিন শ' পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করলে যত হয় আমাদের জিভ্ ততবার ভিজে ফের শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তিন ত্রিশ নব্বই বার ওর বিয়ে হতে হতে হয়নি।

মামুন। হলেও আফজলের টাকার কোন অভাব আছে নাকি? ওর বাবা পান মোটা পেনশন, বড় দু'ভাই শুনেছি মেলা টাকাই রোজগার করেন আর ওর নিজের মাইনেও ত কম নয়। আসল কথা শুধু টাকায় বিয়ে হয় না, বিয়ের জন্য আলাদা গার্টস চাই, বুকের পাটা চাই। (বলে বুক ঠুকলে কয়েকবার)

রহিম। বিয়ে যখন হয় হবে, তখন দেখা যাবে। টাকার অভাবে ডক্টর আফজলের বিয়ে হচ্ছে না দেখলে আমরা কি চুপ করে থাকব? আমরা কি বসে থাকব? (উৎসাহে চেয়ার থেকে উঠে) আমরা চাঁদা করব। লোন ফ্লোট করব, দরকার হয় A. D. B. থেকে লোন নেব...

তমিজ। A. D. B. মানে? Agricultural Devlopment Bank?

রহিম। হাঁ হাঁ—বিয়েও এক রকম Agriculture (ছাড়া আর কি?) কাজেই বিয়ের জন্যও A. D. B. লোন দিতে বাধ্য। কি বল বেতমিজ, তুমি ত নাকি তলে তলে ল'-ও পাশ করে রেখেছ।

তমিজ। না দেয় হাইকোর্টে একটা রীট পিটিশন করলেই হবে। Agriculture -এর ব্যাখ্যা হাইকোর্টই করে দিক। বিয়েতে কি ফসল ফলে না?

রহিম। A. D. B. না দেয় World Bank আছে, আমরা না হয় World Bank -এর কাছেই দরখাস্ত করব। World Bank ত ডঃ আফজলকে চেনে—ওরা নাকি ওকে একটা বড়চাকুরিও অফার করেছিল একবার। যাক ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতে এখন ঃ

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক। বুঝেছ?

জাঁহাগীর। অর্থাৎ যতটুকু পারা যায় দশটাকা দিয়ে সে ফাঁকটুকু আজই পূরণ করে নিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন। তার চেয়েও বড় কথা, এখন আমাদের দলে ও-ই একমাত্র ব্যাচেলার, কাজেই ওর পার্সের উপর আমাদের কিছুটা দাবী আছে বৈ কি।

রহিম। আমাদের মত ওর ত আর বৌয়ের শাড়ী ব্লাউজ কিনতে হয় না, বৌকে দেখাতে হয় না হপ্তায় হপ্তায় সিনেমা বায়স্কোপ, হয় না শালী-শালাজকে কিনে দিতে এটা ওটা, ভাবনা নেই ছেলেমেয়ের জামা-কাপড়ের...

মামুন। জোগাতে হয় না ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচা, ডাক্তারের ফি, ঔষধ-পথ্যের দাম! পোয়াতে হয় না আরো হাজারো ঝামেলা।

জাঁহাগীর। তাই ওর উপর সোসেল বীইং হিসেবে আমাদের একটা সামাজিক ও নৈতিক দাবী আছে বৈ কি। ওর উপর মানে ওর পার্সের উপর। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর।

তমিজ। আধ্যাত্মিক দাবীটা আর বাকী রাখো কেন?

জাঁহাগীর। ঐ একই কথা। আধ্যাত্মিক দাবীর দৌড়ও পার্স পর্যন্তই। দেখনি পীর সাহেবেরও নজর থাকে মুরিদের পার্সের দিকে— যার পার্স যত মোটা তাঁর নজরটাও পড়ে তার দিকে বেশী। যে মুরিদ গাড়ী বাড়ি আর অঢেল টাকার মালিক শেষকালে সে মুরিদই তো হয় পীর সাহেবের পেয়ারা খলিফা। জাগতিক কি পারলৌকিক সব কিছুর মূলে ঐ পার্স, বুঝলে? যে দিক থেকেই বিচার করে দেখো ডক্টর আফজলের পার্সের উপর আমাদের একটা ন্যায়সঙ্গত দাবী আছেই।

রহিম। নিঃসন্দেহে, বেশক্। আমরা রোজ রোজ বৌ ছেলেমেয়ের খোরপোষ চালিয়ে এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করছি—আর আফজল যখন সে দায়িত্ব পালন করছে না তখন আমাদেরকে ভালো করে নাস্তা করালেই ওর সেই দায়িত্ব অন্তত পরোক্ষভাবে হলেও আংশিক পালন করা হবে। এতো অতি সরল সহজ ও সোজা লজিক। আই. এ. ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরাও তো এ লজিক বোঝে।

মামুন। আশ্চর্য! অক্সফোর্ডের একটা ডক্টরকে তা বুঝাতে আমরা গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাঁহাগীর। আর ভেবে দেখ ডাক্তার কত সস্তায় তুমি এমন একটা মহৎ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে যাচ্ছো! স্রেফ দশ টাকায়!

মামুন। আমাদের যেখানে মাসে মাসে চার পাঁচ শ' লেগে যাচ্ছে; সেখানে তোমার লেগে যাচ্ছে মাত্র দশটি টাকা।

রহিম। রমজান দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাই, তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। না হয় মনে কর তুমি একটা সামাজিক কর্তব্যই পালন করছ—তা হলে এ দশ টাকার শোক ভুলতে তোমার দশ মিনিটও লাগবে না।

জাঁহাগীর। (মাইকের সুরে) এ সুযোগ হেলায় হারাইলে আর পাইবে না।

মামুন। (জাঁহাগীরের অনুকরণে) হে আহাম্মক, হে বেওকুফ, হে জাহেল, তুমি কি যে সুবর্ণ সুযোগ হারাইতেছ তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছ না।

আফজল। সত্যি আব্বা এবার যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন, মনে হচ্ছে বিয়ে এবার হবে-ই। কাজেই প্রচুর টাকা চাই।

রহিম। কেন? বিয়ের জন্য? এক আস্ত আহাম্মক ছাড়া টাকা খরচ করে এখন কে বিয়ে করে শুনি? আজকাল কোন শিক্ষিত কালচার্ড ছেলে তা করে বলে ত আমি শুনিনি।

মামুন। এক মাত্র পাড়াগাঁর অশিক্ষিত ছেলেরাই এখনও টাকা খরচ করে বিয়ে করে থাকে! তোমার মত উচ্চ শিক্ষিত কালচার্ড ছেলে তা করতে যাবে কোন দুঃখে শুনি?

জাঁহাগীর। (আফজলকে লক্ষ্য করে) বরং বিয়েতে তুমি যা পাবে তাতে আগামী দশ বছর তোমাকে বৌয়ের জন্য শাড়ী কিনতে হবে না, কিনতে হবে না ড্রইং রুমের সোফা সেট, শোবার ঘরের খাট-পালং।

রহিম। ইচ্ছা করলে বিয়ের পর অন্তত পঁচিশটা মেয়ের সঙ্গে তুমি আংটি বদল করতে পারবে।

মামুন। ডজনখানেক ঘড়ি আর আধা ডজন রেডিও তো পাবেই।

তমিজ। মওকা মতো ঢুঁ মারতে পারলে চাই কি দু'এক খানা গাড়ীও পেয়ে যাবে।

মামুন। গাড়ী বাড়ি দেবে না কেন শুনি? ডাক্তার আফজলের মতো জামাই পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় কি? প্রাইমারী থেকে এম. এ. পর্যন্ত যে কোনদিন দ্বিতীয় হয়নি, গোল্ড মেডালিস্ট, গবর্নমেণ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কলার, অক্সফোর্ডের ডক্টর, এখনি ত আট শ' টাকা মাইনে। এমন জামাইর শ্বশুর হতে হলে মেয়ের বাপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়—দিতে তিনি ন্যায়ত বাধ্য।

রহিম। ভদ্রলোককে মেয়ের বাপ হওয়ার মজা টের পাইয়ে দেওয়ার এই ত একমাত্র সুযোগ? আল্লার মর্জি আর খুব ভাগ্যবান না হলে এমন সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না।

জাঁহাগীর। (আফজলকে) অতএব ডক্টর, এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করো না।

মামুন। আমার ত মনে হয় (আফজলের দিকে চেয়ে) তোমার ওজনে মেয়ের সঙ্গে সোনা দিলেও তোমার উপযুক্ত মূল্য হয় না।

রহিম। সোনা না দিলে সুবর্ণ সুযোগ কথাটার কোন মানেই ত থাকে না।

তমিজ। বেকায়দা কথা বলে লাভ কি? আসল কথা ওঁর মতো ভালো ছেলের উপযুক্ত মূল্য দিতে আমাদের কমবক্ত সমাজ আর বদ্‌বক্ত দেশ এখনো শেখেনি। তবে হাঁ আমার মতে গাড়ী বা বাড়ির কমে কোন মেয়ে সম্বন্ধেই ওঁর রাজী হওয়া আদৌ উচিত নয়। এর কমে রাজী হওয়া মানে নিজেই নিজের মানহানি করা।

জাঁহাগীর। (গম্ভীর মুখে) জ্ঞানীরা ত বলেছেন—জিনিয়াসের একটা লক্ষণ হচ্ছে নিজের মূল্য সম্বন্ধে মূল্যবোধ থাকা।

রহিম। জ্ঞানের চরম কথা know thyself—নিজেকে জানো অর্থাৎ নিজের মূল্য নিজে বুঝতে শেখ। কাজেই তোমার বাজার-মূল্য তুমি ছাড়বে কেন?

জাঁহাগীর। (আফজলকে) তুমি যে জিনিয়াস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে? উপস্থিত আমাদের কারো মনে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। (সকলে সমস্বরে। নেই, নেই, নেই—কোন সন্দেহই নেই।)

[আফজল যেন কিছুটা খুশী হয়ে উঠল এবার। মানিবেগ বের করে দশ টাকার নোট একখানা ছুঁড়ে দিলে রমজানের দিকে]

আফজল। (কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে) যত সব নাছোড়বান্দা এসে জুটেছে (হাসতে হাসতে রমজানকে) যা, নিয়ে আয় কিছু। (রমজানের প্রস্থান)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন। (কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে) দেখ দুনিয়ায় টাকার চেয়ে সিরিয়াস বস্তু আর কিছু নেই, সেই সিরিয়াস বস্তুই যখন ডক্টর আফজল দিয়ে দিয়েছে তখন আমাদেরও সিরিয়াস হওয়া উচিত। (মুখটাকে গম্ভীর করে—আফজলের দিকে তাকিয়ে) ডক্টর, seriously speaking সত্যি সত্যি বিয়ে করছ নাকি ?

আফজল। বিয়ে ত করছি সে বিলেত থেকে আসার পর থেকেই। বিয়ে হচ্ছে কই !

জাঁহাগীর। করলেই হয়। করছ না বলেই হচ্ছে না।

রহিম। বীরবল ঠিকই বলেছেন, বিয়ে আমরা করি না, বিয়ে আমাদের হয়। ডাক্তার আফজল নিজেই তো তার জলজ্যান্ত নজির।

আফজল। কি করি বল ? যা তা মেয়ে আর যেখানে সেখানে ত করতে পারি না।

রহিম। তা করতে কে তোমাকে বলছে ? তোমার উপযুক্ত দেখেই তুমি কর। তোমার বাবা কোন্ এক রাষ্ট্রদূতের মেয়ে নাকি দেখেছেন শুনছিলাম, তার কি হল ?

আফজল। হাড়গিলে একটা আস্তো হাড়গিলে, গলার হাড়গুলো পর্যন্ত গণা যায় ! কাজেই আব্বার পছন্দ হল না।

মামুন। কোন এক শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গেও ত নাকি কথা হচ্ছিল ?

আফজল। বড্ড মোটা, তার উপর কাঁধ আর মাথার দূরত্ব নাকি দু' ইঞ্চিরও কম। মা ত এক নজর দেখেই নাকচ করে দিলেন।

রহিম। নবাব বাড়িতেও নাকি খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছিল।

আফজল। নবাবজাদা শরাফৎ উল্লার মেয়েটা অবশ্য দেখতে প্রায় মেম সাহেবদের মতই ফরসা কিন্তু বেজায় ঢেঙা, মাথায় আমার চেয়েও আধহাত উঁচু।

জাঁহাগীর। নাটোরের এক মেয়ের কথাও তো একবার বলেছিলে।...

আফজল। ও, আলতাফুন্নেসার কথা বলছ ত ? মেয়েটা লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। সাবজেক্টেও আমার সঙ্গে মিল ছিল। কিন্তু দেখে মা বল্লেন : এম. এ. পড়লে কি হবে, পা দু'খানি একদম চাষাড়ে, হয়তো চাষার ঘরেরই মেয়ে। সত্যি খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এদের জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা এখনো নিজের হাতে চাষ করে। তবুও আমি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম রাজী ছিলাম। বাবা শুনে তেড়ে উঠলেন : আমাকে চাষার বেয়াই বানাবার জন্যই কি তোর পেছনে এত টাকা খরচ করলাম ?

[রমজান এসে ঢুকল। সে টেবিল পেতে, প্লেট সাজিয়ে পরিবেশন করতে লাগল। এবার চল্‌ল খেতে খেতে আলাপ।]

মামুন। শুনছি তোমার জন্য তোমার আব্বা আম্মা একটা প্রমাণ সাইজ বৌ-ই খুঁজছেন। সর্বদিকে প্রমাণ সাইজ পাচ্ছেন না বলেই তোমার বিয়ের এত দেরি হচ্ছে।

আফজল। কিছুটা তাই বটে, আব্বা একটা প্রমাণ সাইজ মেয়েই আনতে চান। এখানে না পেয়ে পশ্চিম বঙ্গেও খোঁজ-খবর নিয়েছেন, এখনো নিচ্ছেন। সেখানকার খবরও খুব আশাপ্রদ নয়। জানো ত ওখানকার মেয়েদের সাইজ আরো বেখাপ্পা।

জাঁহাগীর। অর্থাৎ তিনি তোমার জন্য এমন মেয়ে চান যে মেয়ে না লম্বা না খাটো, না মোটা না সরু, ওজনে হাল্কাও না আবার দু'মণী তিনমণীও না। কেমন ?

রহিম। এদিকে মেয়েটি বি. এ. এম. এও হতে হবে, ঐদিকে মেয়ের বাপের উচ্চ-পদবীর সঙ্গে তিনি ছোটখাট একটা খাজাঞ্চীখানারও মালিক হওয়া চাই ! না ?

মামুন। ভাইয়া, ঐ রকম মেয়ে পেতে হলে রীতিমতো নক্‌শা এঁকে ফরমাশ দিতে হবে।

জাঁহাগীর। ফরমাশ ছাড়া প্রমাণ সাইজ বৌ এ দুনিয়াতে ত নয়-ই আখেরাতেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

রহিম। আমার বিশ্বাস বেহেস্তেও ওরকম মেয়ে মিলবে না। মিল্লে শাস্ত্রে কি তার উল্লেখ থাকত না ? মওলানা সাহেবরা ওয়াজ নসিহতে কি তা বয়ান করতেন না ?

জাঁহাগীর। (চ'ার পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে) সে কথা অক্সফোর্ডের ডাক্তার আর অক্সফোর্ডের ডাক্তারের মা-বাপ বুঝবেন কেন ? দেশে যে রকম পাওয়া যায় দেখেশুনে তেমন বৌ আনলে সে ত নেহাত সাধারণ ও আটপৌরে ব্যাপার হয়ে পড়ে। তোমার আমার মতো নেহাত সাধারণ ছেলেরাই ও রকম সাধারণ মেয়ে বিয়ে করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ডাক্তার আফজলের মতো অসাধারণ ছেলেদের জন্য অসাধারণ মেয়ে-ই চাই, না হয় মানাবে কেন? সে হিসাবে ডাক্তার আফজল আর তাঁর মরুব্বিরা আমার মতে কোয়াইট্ রাইট্ (গাম্ভীর্যের আড়ালে শ্লেষ যে লুকিয়ে আছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।)

আফজাল। না, না তোমরা ভুল বুঝছ, প্রমাণ সাইজ মানে আমরা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া মেয়ে বা বেহেস্তের হুর পরি চাই তা ত না, একটু দেখতে শুনতে ভালো, লেখাপড়ায় যাতে আমার সঙ্গে মানায়, আমার দুই ভাবীরা যে রকম ঘর থেকে এসেছে তার সঙ্গেও যাতে একটু মিল থাকে—মোট কথা সবদিকে মানানসই, বলবার যেন কিছু না থাকে (থেমে) তেমন একটা মেয়ে পেলেই আব্বা-আম্মা রাজী হয়ে যাবেন।

রহিম। (অধৈর্য কণ্ঠে) হয়েছে, ঘুরেফিরে ঐ এক কথাই হলো, থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর। তেমন মেয়ের জন্য তুমি বোধ করি সারা জীবন অপেক্ষা করতেও রাজী?

মামুন। বেশ, ও অপেক্ষা করুক, অপেক্ষা করতে থাকুক। ধৈর্য একটা মহৎ গুণ, এ গুণ না থাকলে কিছুতেই নির্ভেজাল ভালো ছেলে হওয়া যায় না।

তমিজ। নির্ভেজাল ভালো ছেলে মানেই তো ডাক্তার আফজল!

রহিম। (সিগারেট টানতে টানতে) খাওয়া দাওয়া তো চুকল, চলো এবার উঠে পড়া যাক। ডাক্তার আফজল বসে বসে সবুর করতে থাকুক—সবুরে যখন মেওয়া ফলে, ওর ভাগ্যেও মেওয়া একদিন ফলবেই ফলবে।

মামুন। মেওয়া ফল্লেও ফলতে পারে কিন্তু মেয়ে ফলে কিনা সেটাই সন্দেহের কথা (হাসতে হাসতে সকলে উঠে দাঁড়াল।)

জাঁহাগীর। (তাড়াতাড়ি) বস, বস, ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। (সকলের উপবেশন) ভালো খাওয়া দাওয়ার পর হোস্টের জন্য দোওয়া করতে হয়। আলেমদের দেখ নি? খাওয়ার মাপে দোওয়াটাও তাঁরা কেমন হ্রস্ব দীর্ঘ করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন। আমার বিশ্বাস দোওয়া করাটা আমাদের একটা নৈতিক এমন কি ধর্মীয় দায়িত্বও।

জাঁহাগীর। হাত তোল, হাত তোল সবাই (সবাই হাত তুলল) হে আল্লাহ, ডাক্তার আফজল আজ আমাদের যা খাওয়ানটা খাওয়ালে তার বদলে তাকে এমন একটা বৌ দাও যে বৌ হবে একাধারে লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, উর্বশী, জোলেখা, লায়লী ও শিঁরির খাঁটি মিক্সার।

সকলে। (আবেগের সুরে) আমিন, আমিন।

মামুন। ও ইতিহাসের অধ্যাপক, ওর বৌ ইতিহাসের নায়িকা আর বীরাঙ্গনাদের মতো না হলে ওর মন উঠবে কেন ?

জাঁহাগীর। তাই ত। হে আল্লাহ্। ঐ মেয়ে যেন একাধারে হেলেন, ক্লিওপেট্রা, এলিজাবেথ, ভিকটোরিয়া, রাজিয়া, চাঁদ সোলতানা, নুর-জাহান, মমতাজ মহলের রূপগুণেরও হয় অধিকারী।

সকলে। (এক সঙ্গে) আমিন ! আমিন।

তমিজ। (চট করে) সকলের উপর ঐ মেয়ে যেন হয় প্রমাণ সাইজ।

সকলে। (আবার) আমিন, আমিন !

রহিম। (দাঁড়িয়ে আবেগের সুরে) বন্ধুগণ, এ যুগ দেব-দেবীর যুগ নয়, সাম্রাজ্ঞীর যুগ নয়, বীরাঙ্গনার যুগও নয়, এমন কি বিদুষীর যুগও নয়। এ হচ্ছে তারকার যুগ।

জাঁহাগীর। ধুত্তুরি, দোওয়াটা আবারও দোহরাতে হচ্ছে দেখছি—সবাই আবার হাত তোল। (সকলে হাত তুলে) হে আল্লাহ ঐ মেয়ে যেন হয় একাধারে নার্গিস, ওয়াহিদা, সুচিত্রা, নিম্মি, নাসিম আর সুমিত্রারও যোগফল।

[সকলের আমিন, আমিন না থামতেই]

আফজল। আমার কিন্তু সাবিহাকেই ভাল লাগে। (বলে লজ্জিত মুখ নিচু করল)।

জাঁহাগীর। (মিনিট খানিক পর) একি শুনি আজি·····(বিস্ময়ে হতবাক)।

রহিম। একি শুনি···নিজের কানকেও যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

মামুন। সত্যি ? (থেমে) খামাখা আমরা ছেলেপিলেদের দোষ দিয়ে থাকি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তমিজ। শেষকালে আমাদের ডাক্তারকেও (বিস্ময়ে কথা হারিয়ে গেল)

রহিম। তারকা রোগে ধরল ? (চোখ ছানাবড়া)

মামুদ। ডাক্তার ডাবজলেরও তা'হলে পছন্দ আছে ! (শ্লেষমিশ্রিত বিস্ময়)

জাঁহাগীর। (আকাশ থেকে পড়ার ভংগীতে) আশ্চর্য, সে পছন্দ একদম তারকালোকে (ছাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে) গিয়ে ঠেকেছে ! চিত্রতারকারাইত এখন সমাজে আকাশ তারা !

সকলে। (সমস্বরে) মারহাবা, মারহাবা !

[সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ দৃশ্য

[তৃতীয় দৃশ্যের সপ্তাহ খানেক পরে। সকালের দিকে যাদের ক্লাশ ছিল তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকেই অবাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে, গেটে—এমন কি কোন কোন ক্লাশ রুমের সামনেও, বিশেষ করে ইতিহাস বিভাগের আশেপাশে লাল, নীল, সবুজ বহু রকম পোস্টার লাগানো। সব পোস্টারে বড় বড় হরফে লেখা ঃ 'প্রমাণ সাইজ বৌ চাই' 'প্রমাণ সাইজ বৌ চাই'। কোন কোন পোস্টারের নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা রয়েছে ঃ বর অক্সফোর্ডের ডক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার, মাসিক বেতন প্রায় আটশ থেকে হাজার, ইত্যাদি। দু'একটা পোস্টারে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে "হযরত ইসমাইল যদি বাপের হুকুমে জান কোরবানী দিতে পারেন, আমি কি মা বাপের পছন্দ মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না ?" —ডঃ ডাবজল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাবজল যে কে তা নেপথ্যে ছাত্র-অধ্যাপক প্রায় সবারই জানা। প্রতি পোস্টারের সামনে ছেলেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মেয়েদের অনেকেই এক নজর দেখে নিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে ক্লাশ বা কমন রুমের দিকে ছুটে চলেছে। প্রথম পিরিয়ডেই ছিল আফজলের ক্লাশ। গেটের সামনের পোস্টারটার উপর চোখ পড়তেই ও থমকে দাঁড়াল। ভিতরে না ঢুকে ফিরে এলো বাসায়—চাকরের হাতে স্লিপ পাঠিয়ে ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দিলে ক্লাশ নেবে না ও আজ। তারপর শোবার ঘরে বসে রইল গুম হয়ে। কাপড় কিছু ছেড়েছে কিছু ছাড়েনি। জুতা খুলেছে কিন্তু মোজা খোলা হয়নি। টাইটা খুলেছে বটে কিন্তু এখনো ঝুলছে কাঁধের উপর। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে মলিন মুখে মেহেরুন এসে ঢুকল—নীরবে হাতের বই-পত্রগুলি রাখল টেবিলের উপর]

মেহের। (বিষণ্ণমুখে আফজলের নিকট এগিয়ে এসে) এটা রেখে দেননি কেন স্যার ? (বলে কাঁধের উপর থেকে টাইটা তুলে নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে রেখে বল্লে) বাঃ জুতা খুলেছেন তা মোজা খোলেন নি কেন ? (টান দিয়ে মোজা জোড়া খুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বল্লে) আপনার চাকরটা কোথায় ?

আফজল। (ঘাড় নেড়ে রান্নাঘরের দিকে ইশারা করলে)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহের। ওর কি নাম না ? (যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করলো)।

আফজল। রমজান। (আফজল সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে মেহেরের দিকে ওর গতিবিধির দিকে এক নজরে)

মেহের। রমজান (ডাকতে ডাকতে ও রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল রমজান রান্নাঘরের দরজায় থ হয়ে বসে আছে) কিহে এখনো রান্নাবান্না চড়াওনি যে ? সাহেব আজ খাবেন না বুঝি ?

রমজান। সাহেব এখনো বাজারের টেকাই দিলেন না ত আমি কি করি ? দু'তিন বার করে চাইলাম, কোন জবাব দেয় না, বাজার না করলে রান্না চড়াই কি কইরা ? (থেমে) য়ুনিভার্সিটি তাইকা হঠাৎ ফিইরা আইলেন, আমি আফিসে একটা কাগজ দিয়াই আইসা পড়ছি। আইসা দেখি শোয়ার ঘরে গুম হইয়া বইসা রইছেন। অসুখ বিসুখ কইরাছে কিনা, ডাক্তার ডাইকমু কি না জিজ্ঞাইলাম, কোন জওয়াবই দিলান না।

মেহের। আচ্ছা তুমি বাজারের থলে নিয়ে এসো। (আফজলের কাছে ফিরে এসে) মানিব্যাগটা কোথায় ? (আফজল সুটকেস নির্দেশ করল) চাবি ? (এবার কোটের পকেট নির্দেশ করল। কোটের পকেট হাতড়িয়ে চাবির গোছা নিয়ে সুটকেস খুলে মানিব্যাগ খুঁজে বার করলে ও। তার থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট চাকরের হাতে দিয়ে বল্লে) সাহেব যা যা খেতে পছন্দ করেন সেভাবে বাজার করে নিয়ে এসগে তাড়াতাড়ি।

রমজান। (হাত পেতে টাকা নিতে নিতে) সাইবের কি কোন অসুখ বিসুখ...।

মেহের। না, না কিচ্ছু হয়নি। তুমি যাও, আমি আছি। আমি ওঁর দেশের মেয়ে। (রমজান বেরিয়ে গেল। আফজলকে লক্ষ্য করে) কাপড় ছাড়ুন (বলে লুঙ্গিটা আলনা থেকে নিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে ও অন্য ঘরে সরে দাঁড়াল। মিনিট দু'য়েক পর ফিরে এসে দেখল আফজল লুঙ্গি পরে গেঞ্জী গায়ে বিছানায় সটান শুয়ে কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে। মেহের প্যাণ্ট আর সার্টটা ভাঁজ করে হ্যাঙ্গারে রেখে দিয়ে বল্লে) এক পেয়ালা চা খান। ভালো লাগবে।

আফজল। (কিছুটা হতাশ ভাবে) রমজান যে বাজারে চলে গেল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহের। তাতে কি হয়েছে? আমি-ই করে আনছি। আমি সব খুঁজে নিতে পারব। (দ্রুত প্রস্থান। আফজল উঠে আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে প্রথমে আঙ্গুল চালিয়ে পরে চিরুনী দিয়ে দ্রুত মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিলে। পদশব্দ শুনে আবার সটান শুয়ে পড়লো। মেহের দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকল।) আমারও এক পেয়ালা চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে...আপনাকে না বলেই... (ঠোঁটে মৃদু হাসি)

আফজল। (মেহেরের কথার মাঝখানে) বাঃ আমাকে বলতে হবে কেন? নিজের হাতে তৈয়ার করেছ as a matter of right, তুমি এক পেয়ালা কেন যত পেয়ালা ইচ্ছা খেতে পারো। তোমার ত এমনিও দাবী চলে তোমার আব্বা আর আমার আব্বা ত বিশেষ বন্ধু...।

মেহের। তা হলে আমরা ত আর বন্ধু না। যাক যাক ও কথা। চা'টার এমন চমৎকার ফ্লেভার বেরিয়েছে লোভ সামলাতে পারলাম না (বলেই সে পেয়ালায় চুমুক লাগাল, সঙ্গে সঙ্গে জিব কেটে) ও! আপনার আগেই খেয়ে নিলাম যে! নিন্ নিন্ (দ্বিতীয় পেয়ালাটা আফজলের হাতে তুলে দিলে)।

আফজল। (চার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) বিস্কুট নাও না ঐ ত টিন রয়েছে (দূরে আলমারির মাথায় টিন নির্দেশ) মাখনও আছে।

মেহের। না, এই ত মাত্র খেয়ে এলাম হল থেকে। আপনারও এখন বিস্কুট খেয়ে দরকার নেই, ক্ষিদেটা মরে যাবে।

আফজল। (লম্বা চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা শেষ করে) আর এক কাপ দাও, সত্যি আজ ফ্লেভারটা চমৎকার হয়েছে। অনেকদিন এমন চা খাইনি। তুমি এমন চমৎকার চা করতে জান? (ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে) চাকরটা সিদ্ধ গরম পানিতে প্রচুর দুধ-চিনি মিশিয়ে মনে করে চা করা হল। বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম, বেটার যদি একটু পরিমাণ বোধ থাকত।

[মেহের উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি আর এক পেয়ালা চা করে নিয়ে এল]

মেহের। বলেন ত আমি রোজ দু'বেলা এসে চা'টা করে দিয়ে যেতে পারি। আমাদের হল থেকে আপনার বাসা তেমন দূর না ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে আমাকেও এক কাপ করে ভাগ দিতে হবে (বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল)।

আফজল। (উৎসাহের সঙ্গে) এক কাপ কেন যত কাপ ইচ্ছা, (থেমে) তবে তোমাকে রোজ দু'বেলা এখানে আসতে দেখলে লোকে...আমি ব্যাচেলার মানুষ কিনা।

মেহের। লোকে নিন্দা করবে বলছেন? করবেই তো। ছাত্ররা যত না করুক ছাত্রীরা করবে তার দশগুণ।

আফজল। তখন?

মেহের। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) ও সব আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। আপনার এখানে আসা মন্দ বলেই যে ওরা নিন্দা করবে তা ত না—ঈর্ষা করেই করবে। (হেসে, থেমে) আপনার মতো অত বড় স্কলারের নামের সঙ্গে আমার নামটাও যদি একটুখানি জড়িয়ে পড়ে পড়ুক না। মন্দ কি? ফেমাস ত জীবনে হতে পারব না, আপনার কল্যাণে যদি দিন কয়েকের জন্য নটোরিয়াস্ হয়ে পড়ি তা ত আমার জন্য গৌরবের কথা। তখন দেখবেন এক কালো মেয়ের ভাগ্য দেখে অনেকের বুকের ভিতর হাতুরি পড়তে থাকবে।

আফজল। সত্যি? (উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ মুখ—চেয়ে রইল অপলক চোখে মেহেরের দিকে) তবে দিন কয়েকের জন্য কেন বলছ?

মেহের। চিরদিন ধরে কেউ কি আর বদনাম করে? নিন্দার সম্পর্ক যখন চিরকালের সম্পর্ক হয়ে পড়ে তখন তা আর নিন্দার বিষয় থাকে না এ বুঝি জানেন না?

আফজল। (আমতা আমতা করে) তবে তাই কেন...(চেয়ে রইল মেহেরের মুখের দিকে)।

মেহের। কি? তাই কেন কি? (বলে নত করল মুখ। আফজল কিন্তু মনে মনে তোল করতে লাগলো বুঝি মেহেরের)

আফজল। য়ুনিভার্সিটিতে গিয়েছিলে?

মেহের। হাঁ।

আফজল। দেখলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহের। হাঁ খবর নিলাম ডিপার্টমেন্টে। বেয়ারা বল্লে—আপনি গেট পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন—জানিয়েছেন আজ ক্লাস নিবেন না। শুনে না এসে...(বাক্য শেষ করতে পারল না। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ওর দু'গণ্ড)

আফজল। (বিরক্তির সঙ্গে) ইন্টলারেবল! জীবনটাই ইন্টলারেবল হয়ে উঠল মেহের। (যেন সহানুভূতি পেতে চাইলেন ওর কাছে। মেহের চুপ। আফজল আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে দিয়ে লাইটারটা জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বার কয়েক। বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঞ্চিত।)

মেহের। দাঁড়ান আমি ম্যাচটা নিয়ে আসি রান্নাঘর থেকে। (ছুটে গিয়ে ম্যাচ হাতে ফিরে এসে কাঠি ঘসে আগুন ধরিয়ে দু'হাতের তালু দিয়ে বাতাস রুখে আফজলের ঠোঁট-ধরা সিগারেটে লাগিয়ে দিল। আফজল নীরবে টানতে লাগল। প্রত্যেকটা টান যেন নতুন ভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠলো।) একটা কথা বলব স্যার ?

আফজল। (হঠাৎ যেন চমকে উঠলো) স্যার টার রাখো, তুমিত ছোটকাল থেকেই আমার জানা...।

মেহের। বাল্য-বান্ধবী বলতে আপত্তি হচ্ছে বুঝি ? (মুখে চটুল হাসি)

আফজল। বান্ধব-বান্ধবী হওয়ার বয়সে ত আমরা কাছাকাছি ছিলাম না।

মেহের। দূর থেকে বুঝি বান্ধব-বান্ধবী হওয়া যায় না ? এখন ত নিকটে...ওঃ আমি যে প্রমাণসাইজ নই !

আফজল। (বিষণ্ন মুখে) তুমিও শুনেছ সে অলক্ষুণে কথা ?

মেহের। শুনব না কেন ? ঢাকায় ভর্তি হতে আসার আগেও ত আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। আপনার বিয়ে সম্বন্ধে চাচা-চাচী আব্বার সঙ্গে কত রকম আলাপই ত করলেন। বসে বসে সব শুনলাম। (একটু থেমে, ঢোক গিলে) আচ্ছা স্যার, আপনি কি রকম মানুষ, অত বড় বিদ্বান, কত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছেন, কত দেখেছেন শুনেছেন পড়াশুনা করেছেন কত। রোমান-গ্রীক-ইন্দো-সারাসিন সব ইতিহাসই ত শুনি আপনার নখদর্পণে ! তবুও একথাটা বুঝতে পারেন না যেটাকে পছন্দ করে বিয়ে করবেন, কালো হোক ফর্সা হোক সেই হবে প্রমাণসাইজ, প্রমাণ সাইজের বাড়া, সব মেয়ের সেরা। প্রমাণ সাইজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন সংজ্ঞা আছে নাকি? আজমল ভাই, আকমল ভাইয়ের বৌরা কি প্রমাণ সাইজ? আপনার আর আমার আম্মারা কি প্রমাণ সাইজ? চ্যান্সেলার কি ভাইস চ্যান্সেলারের বিবিরা কি প্রমাণ সাইজ? অতগুলি প্রভোস্ট-প্রফেসার যে আছেন য়ুনিভার্সিটিতে কা'র বিবি প্রমাণ সাইজ বলুন ত? অথচ যাঁর যাঁর স্বামীর চোখে তাঁরা প্রমাণ সাইজের বড়ো, প্রমাণ সাইজের ঢের বেশী। এঁরা কি কেউ অসুখী? ঐ নিয়ে ওদের কি কোন দুর্ভাবনা আছে না আছে মাথাব্যথা?

আফজল। তাই ত, তাই ত...(ভাবতে লাগল মাথা নীচু করে)।

মেহের। দেখেশুনে, মোটামুটি চলনসই যে কোন মেয়েকে চোখ বন্ধ করে বিয়ে করে ফেলুন, দু'দিনে তিনিই হয়ে যাবেন প্রমাণ সাইজ। আপটার অল স্যার, বিয়ের উদ্দেশ্য ত মিলে-মিশে ঘর করা। বাইরে প্রমাণ সাইজ হলেই যে মনেও মিল হবে তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে?

আফজল। তাই ত, তাইত...(মাথা চুলকাতে লাগল)।

মেহের। সাইজটা ত স্যার বাইরের জিনিস। মনে মিল না হলে বাইরের মিল দিয়ে কি করবেন? বাইরে থেকে দেখতে প্রমাণ সাইজ মনে না হলেও যাকে বিয়ে করবেন, দিনে দিনে তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া হতে হতে, বনিবনাও হবে, মিলমিশ হবে। পরস্পরের কাজে লাগতে লাগতে একজনকে আর একজনের ভালোও লেগে যেতে পারে—সে ভাল লাগা একদিন হয়তো ভালবাসায়ও পরিণত হতে পারে।

আফজল। তুমি দেখি এর মধ্যেই বেশ পাকাপাকা কথা বলতে শিখছ!

মেহের। মেয়েরা ছেলেদের অনেক আগেই পাকে, এ আর এমন নতুন কথা কি? মেয়েদের সংসার জীবন ছেলেদের অনেক আগেই শুরু হয় কিনা। তাই ওদের না পেকে উপায় কি? প্রকৃতিরই এ বিধান।

আফজল। তাই বলে তোমার ত আর সংসার জীবন শুরু হয়নি।

মেহের। নাই বা হল। ষোলর পর সব মেয়েই এসব জানে, বোঝে। (একটু থেমে) এটা ত জানেন স্যার দাম্পত্য-জীবনও একটা শিল্প-কর্ম। দিনে দিনে শুধু নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে ওটাকে গড়ে তুলতে হয়। ঐ ভাবে গড়ে তুলতে পারলে প্রমাণ সাইজের জন্য তখন আর কোন আফসোসই থাকবে না মনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। (গভীর কণ্ঠে) মনে হচ্ছে ইউ আর রাইট।

মেহের। য়ুনিভার্সিটিতে আপনার চোখের সামনে এত মেয়ে রয়েছে, দেখে শুনে পছন্দ করে যে কোন একটাকে বিয়ে করে ফেল্লেই ত চুকে যায়। তা হলে আর এ ভাবে আপনাকে কারো ঠাট্টার পাত্রও হতে হয় না। এত সব পোস্টার লাগিয়ে এমন বাঁদরামি করবার সুযোগই পাবে না তখন কেউ।

আফজল। তা কি হয়? আব্বা-আম্মা রয়েছেন, বড় ভাইরা আছেন...

মেহের। (আফজলকে কথা শেষ করতে না দিয়ে) জানি, জানি। আপনার প্রতি মা বাপের আর ভাইদের যা কর্তব্য তা তাঁরা পুরোপুরিই করেছেন। ও সব আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু বিয়ে করাটা —ঘর বাঁধা বা নীড় রচনা, কবিত্ব করে আরো যাই বলুন না কেন, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার একেলা, একার এক্তেয়ার, আপনার এব্‌-সোলিউট্‌ অধিকার ও দায়িত্ব। ওদের পছন্দ করা বৌ প্রমাণ সাইজ হতে পারে কিন্তু তা যে আপনারও মনের মত হবে তা কি বলতে পারেন? ইতিহাসের বড় বড় ভল্যুমের চাপে নিজের মনটাকেও খতম করে দিয়েছেন নাকি, স্যার?

আফজল। (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) তুমি দেখছি শেষ কালে আমার মাথাটাই খারাপ করে দেবে। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে—
(মেহেরের দিকে তাকিয়ে থাকা)।

মেহের। (মেহের আজ দুঃসাহসী) দেখুন স্যার, পড়াশুনায় আর চাকুরি না হওয়া পর্যন্ত যে সময় গেছে তা না হয় গেল কিন্তু তার পরেও ত আপনি তিন তিনটা বছর অর্থাৎ তিন তিনটা মূল্যবান বসন্ত প্রমাণ সাইজ বন্য হাঁসের পেছনে নষ্ট করেছেন। ছোট মুখে বড় কথা হলেও আমার পরামর্শটা শুনুন স্যার—এখানে যে মেয়েকেই আপনার পছন্দ হয় তাকেই বিয়ে করে ফেলুন। ভালো ডিগ্রী আর ভাল চাকুরি দু-ই আপনার রয়েছে, ফ্যামিলি রাখার মতো কোয়ার্টা-রেরও অভাব নেই। আমার বিশ্বাস উপযুক্ত মেয়ে পেতে আপনার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। চাই কি রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও মিলে যেতে পারে। (ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। য়ুনিভার্সিটিতে কত শত মেয়েই তো রয়েছে কিন্তু আমি তো কোনদিন কোন মেয়ের দিকে ওভাবে তাকিয়ে দেখিনি।

মেহের। (বিদ্রূপের সুরে) অতি উত্তম কথা। বড় ভালো কথা। ভেরি গুড্ স্যার। ছাত্রীদের দিকে ভাবী বধূ হিসেবে কোনদিন তাকান নি আপনার জন্য এর চেয়ে সচ্চরিত্রের বড় সার্টিফিকেট আর হতে পারে না। It goes in your favour Sir ! (থেমে) আমার কিন্তু মনে হয় তাকালেই ভালো হতো, বিয়ের জন্যে তাকালে তেমন দোষের কথা কি? তাকিয়ে পছন্দ করে বিয়ে একটা করে ফেল্লেই আপদ চুকে যেত। চাচা-চাচী আর আজমল ভাইরাও বহু দুর্ভোগ থেকে বেঁচে যেতেন। বাসি ঘটনা আর মৃত মানুষের কাটখোট্টা অধ্যাপক হলে নিজের বয়স আর বাইরের বসন্তকে না হয় বেহুদা কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু মা-বাপের কষ্ট আর দুশ্চিন্তাকে কি করে ভুলে থাকা সম্ভব?

আফজল। (চট করে) ওঁরা নিজেরাই তো রাজি হচ্ছেন না। ওঁদের সামাজিক মান আর রুচির স্টেণ্ডার্ডের সঙ্গে কিছুতেই মিল হচ্ছে না বলেই ত...

মেহের। (চট করে) দূর করুন ওঁদের মান আর স্টেণ্ডার্ড। ওঁদের স্টেণ্ডার্ড মানে তো প্রমাণ সাইজের বন্য হাঁস। আপনি কোন দিন কোন মেয়ের নাম করে বলেছেন—এই মেয়েটি আমার পছন্দ, একেই আমি বিয়ে করব? বলেছেন আপনার মা বাপ বা ভাইদের অথবা ভাবীদের কাকেও? (ওর কণ্ঠে ধমকের সুর)

আফজল। (আমতা আমতা করে) না। তা ত বলিনি...তেমন করে কোন মেয়েকে...।

মেহের। দেখেননি, না? (প্রবল ভাবে ঘাড় দুলিয়ে) এখন থেকে দেখতে শুরু করুন—আজ থেকে, এ মুহূর্ত থেকেই।

[আফজল তার দু'চোখ মেহেরের উপর ন্যস্ত করলো। উভয়ের চোখে চোখে মিলন ঘটল]

আফজল। (হঠাৎ) ইউ আর রাইট।

মেহের। বেশ। তা যদি সত্যি হয়, তা হলে এখন থেকেই মেয়ে দেখতে শুরু করে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল। (মেহেরের মুখের দিকে তাকিয়ে) দেখছি...দেখছি, দেখে যেন (স্বগত উক্তির মতো) ভাল লাগছে...পছন্দ হচ্ছে...

মেহের। তা হলে আর ভাবনা কি? এবার তা হলে আলাপ আলোচনা চালান যাক।

আফজাল। (ধীরে ধীরে) আব্বা-আম্মাকে জানাই তা হলে!

মেহের। (ধমক ও বিরক্তির সঙ্গে) ধুত্তুর। আবার আব্বা-আম্মা, সারা রাত রামায়ণ পড়ার পর বলে কিনা সীতা কার বাপ! আব্বা-আম্মা! ওঁরা পরে শুনবেন। আমি বলছি, শুনে ওঁরা যে শুধু খুশী হবেন তা নয়—নিশ্চিন্ত হবেন, ভালো করে ঘুমোতে পারবেন, চাচার ব্লাড প্রেসার নির্ঘাৎ কমতে শুরু করবে। তাঁরা দু'হাত তুলে আপনাকে দোওয়া করবেন। (থেমে) আচ্ছা এবার বলুন ত মেয়েটি কে? আমি-ই তাকে রাজি করাবার ভার নিচ্ছি।

আফজল। তুমি ভার নেবে...?

মেহের। হাঁ।

আফজল। মেহের...(আবেগে ওর কণ্ঠ একবার কেঁপে উঠল)।

মেহের। বলুন।

আফজল। বলুন নয়...বল, বলতে পার না?

মেহের। (মৃদু হাসির সঙ্গে) আপনি যে আমার স্যার।

আফজল। আমি আর স্যার থাকতে চাই না। (মাথা চুলকানো)

মেহের। বেশ, তা হলে আগের মতো ভাই-ই ডাকব।

আফজল। না, না। ও লেজুড়ও খসাতে হবে। ও সব আর এখন মোটেও ভালো শোনায় না। ছোটকালেই মানাতো ওসব ভাইটাই দাদা ইত্যাদি।

মেহের। আপনি কি যে বলেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

আফজল। পারো—বুঝতে পারছ। তুমি নিজেই ত কিছুক্ষণ আগে বলেছ মেয়েরা ছেলেদের অনেক আগেই এ সব কথা বুঝতে পারে। (মেহের চুপ) মেহের, আমার মনের দুঃখ মনে হয় একমাত্র তুমিই কিছুটা বুঝতে পেরেছ।

মেহের। বুঝে আমি কি করতে পারি বলুন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। পারো। অনেক কিছুই করতে পারো। ইচ্ছা করলে একমাত্র তুমি-ই আমাকে এ বেড়াজাল থেকে...(বলেই মেহেরের ডান হাতটা তুলে নিলে নিজের হাতে)

মেহের। আমি তো কোনদিক দিয়েই প্রমাণ সাইজ নই—আকারে প্রকারে, রূপে গুণে, রঙে, গঠনে কোন দিক দিয়েই তো আপনার...।

আফজল। না, তুমি প্রমাণ সাইজ নও, তবে তার অনেক বেশী।

মেহের। ঠাট্টা রাখুন। কালো বলেই বুঝি ঠাট্টা করছেন। (মুহূর্তে ও গম্ভীর হয়ে গেল)

আফজল। না না, কে বলে তুমি কালো?...তুমি শুধু মেহেরুন্নেসা নও...(আবেগের সঙ্গে) তুমি নূরজাঁহান...আজ থেকে তুমি আমার নূরজাঁহান। (বলতে বলতে সাগ্রহে মেহেরের দু'হাত জড়িয়ে ধরলে)

মেহের। বিদ্যাবুদ্ধি আর পদগৌরবে আপনি নিজেকে জাঁহাগীর মনে করলেও করতে পারেন কিন্তু আমি তো সামান্য এক মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে...নূরজাঁহান হওয়ার দুঃস্বপ্ন আমার নেই।

আফজল। আমি যদি জাঁহাগীর হই তুমি নূরজাঁহান না হয়েই পার না, হতেই হবে। একশ বার তুমি নূরজাঁহান...এ যে ইতিহাসের লিখন...History repeats itself। আমার জীবনেই তা আবার Repeat হবে...।

মেহের। (ওর কথা শেষ না হতেই) অত ইতিহাসের দোহাই পাড়বেন না স্যার। শেষকালে কেঁচো খুঁড়তে সাপ নয়, শেরই হয়তো বেরিয়ে পড়বে, তখন...?

আফজল। (কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে) কতল করব, জাঁহাগীর কি করেছিল মনে নেই? দ্বিতীয় শের আফগানেরও যদি আবির্ভাব ঘটে আমিও তাকে তাই করব—কতল করব। History repeats itself। [ডান হাতে তলোয়ার মারার ভংগী]।

মেহের। ওমা! নিরীহ মাছিমারা অধ্যাপকও দেখি খুন করতে পারে! যাক্ যাক্ ঠাট্টা না—ভেবে দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন। চাচী-আম্মা শুনলেই বলে বসবেন—কোথায় চন্দ্রনাথ পাহাড় আর কোথায় ছাগলে ধান খায়। আমি বামন হয়ে চাঁদে অর্থাৎ চন্দ্রনাথে হাত বাড়াতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। বেশ বেশ। তা হলে স্বয়ং চন্দ্রনাথই হাত বাড়াবে (বলে মেহেরের দু'হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিলে)। মেহের, আমি আর ভাবতে রাজী নই, ভাবার চোরাবালিতে আর পা দিতে চাই না। তিন তিনটা বছর ধরে শুধু আমি নই—মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে আছে সবাই ভেবে ভেবে হয়রান হয়েছে। ফায়দা কিচ্ছুই হয়নি। বরং আমার আয়ু থেকে তোমার ভাষায়, তিনটি মূল্যবান বসন্ত খসে গেছে। আর ভাবনা নয় মেহের, এবার সব ভাবনার ইতি টানলাম এখানে (আবার মেহেরের দু'হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিলে)।

মেহের। সত্যি ?

আফজল। সত্যি। হাজার বার সত্যি। আমি আর বন্য হংসীর পেছনে ছুটতে চাই না—কবে বন্য হংসী ধরা দেবে তার জন্য আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতেও আমি রাজী নই। (আবেগের সঙ্গে) মেহের, তুমি না করো না। (চোখে মুখে মিনতি। এবার মেহেরও সাড়া না দিয়ে পারলো না। চার হাত একত্রিত হয়ে উভয়ের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব যেন দূর করে দিলে)। আব্বা আম্মাকে তা হলে টেলি-গ্রাম করে দিই, কি বল ?

মেহের। (উত্তেজিত কণ্ঠে) আবার আব্বা আম্মা ? খবরদার, তেমন কাজটিই করবেন না। করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। সত্যিসত্যিই যদি বিয়ে করতে চান, তবে তাহলে আজ, এখনি তা করে ফেলতে হবে। বাইরে কথাটা একবার ফাঁস হ'লেই আমাদের হিতৈষিণীরা টেলিগ্রাম নয়—ট্রাঙ্ক টেলিফোনেই চাচা-চাচীকে খবর দিয়ে বসবে। তাঁরা খবর পেলে এ বিয়ে আর হচ্ছে না বলে রাখলাম। আপনি তো ভালো করেই জানেন তাঁদের তালিকায় আমার নাম ছিল না, তাঁরা কখনো আমাকে আপনার যোগ্য মনে করেন নি। এমন কি তাঁদের পার্সিবল কি প্রোবেবলের তালিকায়ও আমার নাম ছিল না, আমার আব্বার মতো সামান্য এক রিটায়ার্ড এস. ডি. ও'র মেয়ে তাঁদের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছে একথা হঠাৎ শুনলে তাঁরা হার্টফেলও করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। তাই ত। ইউ আর রাইট্। তোমার কথাই ঠিক। হাঁ এসব কথা মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী বুঝতে পারে (মৃদু হাসি) তা হলে ?

মেহের। পাশে কোন্ বাসায় ফোন আছে দেখুন। এক্ষুনি ফোন করে আমাদের আরবী বিভাগের মৌলানা জঙ্গীপুরী সাহেবকে ডেকে নিন্ আর আপনার দু'তিন জন বন্ধুকেও খবর দিন, সাক্ষীর দরকার হবে যে। আর্জেন্ট, ইমারজেন্সি ইত্যাদি চোকা চোকা কথা যোগ করলে আজ তা কিছুমাত্র মিথ্যা হবে না। কারণ ব্যাপারটি ত আসলে তাই।

আফজল। ইউ আর রাইট্, কিন্তু কয়েক পদ অলঙ্কার আর কিছু শাড়ী-টাড়ি না হ'লে বিয়ের মতই ত...

মেহের। (কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে) আপনি দেখছি ভরাডুবি না করেই ছাড়বেন না। সে সব পরে হবে, পরে হবে—শাড়ী অলঙ্কার ত ঢাকার বাজার থেকে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে আসল কাজ শেষ করে ফেলুন। জানেন ত ঠোঁট আর পেয়ালার মাঝখানে বহু প্রশান্ত মহাসাগর লুকিয়ে আছে। আগে আসল ব্যাপার অর্থাৎ আক্দটা চুকে যাক্।

আফজল। ভালো করে খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে বন্ধুরা আমাকে ত আস্তই রাখবে না।

মেহের। সব হবে, সব হবে। আগে আসল কাজটা সেরে ফেলুন, তার পর বাবা মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব উষ্ঠিগোষ্ঠী, বাবা আদম আর মা হাওয়ার বংশধর যে যেখানে আছে সবাইকে ডেকে ঈদোৎসব লাগিয়ে দিন না, কে মানা করছে ? গিরোটা (দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) আগে পড়ে যাক্, বুঝেছেন ?

আফজল। ইউ আর রাইট। (সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে) ইউ আর রাইট্। হাঁ, মেয়েরা ছেলেদের অনেক আগেই পাকে। না হয় বয়সে তুমি ত আমার চেয়ে কত ছোট।

মেহের। সংসারের যত সব ঝামেলা মেয়েদেরই ত পোয়াতে হয়। না পেকে ওদের উপায় আছে ? যান্ যান্ তাড়াতাড়ি ফোন করে আসুন। ছেলেদের না মেয়েদের কার বুদ্ধি আগে পাকে এখন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজই তা টের পাবেন। মনে রাখবেন আজ আমাদের জন্য Time is more than money, time is marriage. এখন বেতারের যুগ। কোন রকমে খবরটা একবার চাচা চাচীর কানে গেলেই হয়েছে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। শিগগির যান। (আফজল দ্রুত বেরিয়ে গেল। মেহের এবার ওয়ার্ডরোব খুলে খুঁজেপেতে আচকান পাজামা, টুপি বের করে বিছানার উপর রাখল। একাই ড্রয়িং রুমের চেয়ার সোফাগুলি সরিয়ে (সরাতে সরাতে গানের কলি গুন গুন করা) খান কতেক ধোয়া চাদর বিছিয়ে নিলে। রমজান বাজার নিয়ে ঢুকতেই মানিব্যাগ থেকে কয়খানা দশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বল্লে) বাজার এখন রান্না ঘরে ঢেকে রেখে দাও গে। আগে ছুটে গিয়ে কয়েক সের মিষ্টি আর সের খানেক খোর্মা নিয়ে এসো। অমনি এক শিশি আতরও। বেবি টেক্সি করে যাবে আর বেরি টেক্সি করেই আসবে। খুব তাড়াতাড়ি (কৌতূহলী চোখে তাকাতে তাকাতে রমজানের প্রস্থান। মেহের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুন গুন করতে করতে নিজের চুলগুলি ঠিক করে নিল। ফোন করে এসে আফজল ঢুকতেই বল্লে) শিগগির অজু করে আচকান পাজামা পরে নিন।

আফজল। তুমি ?

মেহের। (নিজের শাড়ী-ব্লাউজের দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে) বেশ পরিষ্কার আছে, এতেই চলবে। আমি আটপৌরে মানুষ আট-পৌরে কাপড়ে আমাকে মানায়ও ভালো। জানেন আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা চিরকালই আটপৌরে।

আফজল। একটু পাউডার-স্নো-ক্রিম ত মাখো।

মেহের। বান্ধবীরা দেখলে বলে উঠবে ছাই-মাখা কই মাছ। পাউডার মাখলে আমাকে নাকি তাই দেখায়।

আফজল। ওদেরে বুঝি খুব ভালো দেখায় ? এক একটাকে দেখলে ত মনে হয় যেন এলোমিনিয়ামের চলন্ত হাঁড়ি। দাও, দাও (বলে পাফটা ওর মুখের দিকে বাড়িয়ে নিজের হাতে পাউডার লাগিয়ে দিতে চাইলে। মেহের সরে দাঁড়াল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহের। গুনাহ্ হবে, গুনাহ্ হবে। জানেন আমি এখনো বেগানা—যাকে বলে একদম বেগানা আউরৎ। আক্‌দটা আগে শেষ হোক (হেসে পাফটা নিয়ে নিজেই পাউডারের পাতলা পোঁচ লাগিয়ে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আবদুর রহমান জঙ্গীপুরীসহ মামুন, রহিম, জাঁহাগীর, তমিজ এসে ঢুকল। ড্রয়িং রুমে ফরাশ পাতা দেখে ওরা ত রীতিমতো অবাক। জঙ্গীপুরীকে ওখানে বসিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল আফজলের শোয়ার ঘরে। ওখানে মেহেরকে দেখে ওদের ত চক্ষুস্থির। ওরা ঢুকতেই মেহের আঁচলটা টেনে দিলে মাথার উপর।)

জাঁহাঙ্গীর। (অবাক কণ্ঠে) কি ব্যাপার? আমরা ত ভেবেই অস্থির। ভাবলাম হঠাৎ কলেরা বসন্ত...।

আফজল। কলেরা বসন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যত সব নচ্ছার ছাত্র-ছাত্রী আর অধ্যাপকদের হোক। আমার কিন্তু আজ বসন্তোৎসব—অকাল কিংবা আগাম বসন্তও বলতে পারো। একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না? তা'জীমের সাথে কথা বলো।

তমিজ। ওমা! আমাদের ফাস্ট ইয়ারের মেহের আবার কবে থেকে ভদ্র মহিলা হলো?

আফজল। আজ থেকে, এখন থেকেই। ওর Installation -এর জন্যই তো তোমাদের ডাকা!

রহিম। হেঁয়ালী রাখো। ব্যাপার কি খুলে বল।

আফজল। ব্যাপার অতি সোজা ও অতি সরল—জলবৎ তরলং। আমার বিয়ে, আজ, এক্ষুনি, এ মুহূর্তে। জঙ্গীপুরী সাহেব এসেছেন ত?

সকলে। (প্রায় এক সঙ্গে) কনে?

আফজল। চোখের সামনে এত বড় একটা আস্ত কনে দেখতে পাচ্ছ না?

সকলে। (এক সঙ্গে) মেহের?

আফজল। হাঁ। আছো কোথায়?

রহিম। শেষকালে ঐ হলো প্রমাণ সাইজ?

জহাঁগীর। এতদিন ধরে এমন একটা আস্ত প্রমাণ সাইজ য়ুনিভার্সিটি-তেই গা-ঢাকা দিয়েছিল আর আমরা তা দেখতেই পাইনি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজল। তোমাদের দেখার দরকারটা কি, আমিই ত দেখেছি— এ আমার একার আবিষ্কার। (গর্বোৎফুল্লকণ্ঠে)।

মামুন। (তন্ময় কণ্ঠে) তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী।

আফজল। আরে আহম্মক, ধান পাটের দেশ বাংলাদেশ, এখানকার মেয়ে শ্যামা হবে না তো কি শ্বেতাঙ্গী হবে? শ্যামল হচ্ছে আসল ও খাঁটি রং, চোখের সব চেয়ে বড় দাওয়াই আর এদেশের জন্য (মেহেরকে নির্দেশ করে) ওর সাইজ-ই তো খাঁটি প্রমাণ সাইজ। যাক ও প্রশ্ন এখন চুকে বুকে খতম শোধ। ঐ নিয়ে এখন আর আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। (টুপিটা পরে) চল জঙ্গীপুরী সাহেব একা বসে আছেন। বসে বসে হয়ত বদ্‌দোয়াই করছেন।

জাঁহাগীর। তোমার মা-বাবা?

আফজল। আমার মা-বাবা আমার মা-বাবাই আছেন। তাঁদের অধিকারে আমরা কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করছি না। জাস্ট্ আক্‌দটা হয়ে গেলেই টেলিগ্রাম কি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দিয়ে দেবো। চল — (মেহেরকে নিয়ে ওরা এবার ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসল।)

জঙ্গীপুরী। (দেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে) মিয়া বিবি রাজী কেয়া করে কাজী?

জাঁহাগীর। রাজী শুধু! রাজীর বাবা, রাজীর চৌদ্দপুরুষ। দেখছেন না স্বয়ং বিবিই উড়ে এসে জুরে বসেছেন মিয়া আফজলের কাঁধে? (এমন সময় একদল মেয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল) আমাদের স্যারের নাকি বিয়ে, স্যারের নাকি শাদী? শাদী মোবারেক, শাদী মোবারেক।

খাদিজা। (কলরব থামতেই) প্রমাণ সাইজ বৌ কই? দেখতে চাই স্যার।

সকলে। প্রমাণ সাইজ বৌ কই, প্রমাণ সাইজ বৌ দেখতে এলাম আমরা...

[বলতে বলতে চারদিক তাকানো। মেয়েদের ঢুকতে দেখে মেহের আগেই লম্বা এক ঘোমটা টেনে দিয়ে মাথা নীচু করে একপাশে বসে পড়েছে। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে—]।

তহরুন। দেখেছি, দেখেছি। ঐ যে বসে আছেন প্রমাণ সাইজা।

খাদিজা। দেখি, দেখি, (বলতে বলতে নববধূর মুখ দেখবার মতো করে আস্তে আস্তে ঘোমটা উত্তোলন)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতিয়া। (চোখ ছানাবড়া করে) ওমা, এ যে মেহের !

নুরু। ও বাবা এ যে আমাদের মেহের !

খাদিজা। তুমি ! (মেহেরকে)

নুরু। আমাদের স্যার ওকেই !

তহরুণ। শেষকালে মেহেরকেই ?

আতিয়া। ভাই পাতানোর রহস্য এতদিনেই বুঝা গেল !

নুরু। একেই বলে ওস্তাদ মেয়ে !

আতিয়া। আর একেই বলে ওস্তাদের মার !

নুরু। তবে শেষ রাত্রে নয়, দিন দুপুরেই !

তহরুণ। আমি ত আগেই বলেছি— ডুবং ডুবং জলপানং।

খাদিজা। মেহের, তোমার ওস্তাদির তারিফ করি ভাই, তবে মিষ্টান্নে ইতরে জনাঃ, ভুলে গেলে চলবে না।

মেহের। ভুলিনি, ভুলিনি, ঐ ঘরে সব ব্যবস্থা করা আছে, তোমরা গিয়ে প্লেটগুলি সাজাওগে। এদিকের কাজ শেষ করে আমি এক্ষুনি আসছি।

মেয়েরা। (প্রায় একসঙ্গে) Very good. Very good সুখী হও, সুখী হও, সুখী হও, শাদী মুবারেক, শাদী মুবারেক, শাদী মুবারেক। (সমবেত কণ্ঠের শাদী মোবারকের মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো)

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েলোক

[একখানি সুন্দর, পরিষ্কার, সাদাসিধা ভাবে সজ্জিত ঘর। দেওয়ালে সোনার ফ্রেমে বাঁধা চাঘতাই'র একখানি ছবি। ঘরের পিছনের কপাট খোলা, তাহাতে এক বিচিত্র রঙের পর্দা ঝুলানো। মধ্যখানে একটি টেবিল, তাহার উপর খান পাঁচ ছয় নূতন ইংরেজী বই, এক পাশে খান কয়েক হাল মাসের ইংরেজী ও বাংলা মাসিক। পূর্বদিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা টুলের উপর দৈনিক কাগজের গাদা—পশ্চিমের দেওয়ালে পাশাপাশি একটা ইংরাজী ও বাংলা কেলেণ্ডার। ডান পাশে টেবিল হইতে কিছু দূরে খান তিন চারেক চেয়ার— বাম পাশে একখানি ইজি চেয়ার। টেবিলের সঙ্গে লাগানো একখানি চেয়ার, তাহাতে ত্রিশের কাছাকাছি একজন সুন্দর যুবক উপবিষ্ট—তাহার পায়ে সেণ্ডেল, পরণে সাদা পা-জামা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা ; মাথায় টেরী খুব সোজা নয়, ডান পাশের চুলগুলি ঘুরে এসে ডান চোখের কোণ স্পর্শ করেছে। যুবকের নাম কবির, তার বাম হাতের কনুই টেবিলে ঠেকানো এবং ঊর্ধ্ব-মুখী হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট—তা থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে ; ডান হাত লেখায় মশ্‌গুল। যুবক নিবিষ্টচিত্ত। সময় রবিবার অপরাহ্ন। সম্মুখের খোলা দরজা দিয়ে বালক-ভৃত্যের প্রবেশ।]

বালক-ভৃত্য। (তার দেহ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান বললেই হয়—পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট গায়ে আধা-আস্তিন শার্ট।) হুজুর, দো আওরৎ...

কবির। (মাথা তুলে)—কেয়া ?

বালক-ভৃত্য। দো আওরৎ আয়া···

কবির। (আশ্চর্য হইয়া) আওরৎ ! কাহাঁকা আওরৎ ? কাহাঁ হেঁ্য (গলা বাড়িয়ে দেখিবার চেষ্টা, দেখতে না পেয়ে) কাহাঁ হেঁ্য ? তোমরা মায়জী কাহাঁ হেঁ্য ?

বালক-ভৃত। দরজা বন্দ্ করকে ছোতে হোয়, হুজুর।

কবির। ঐ লোগ কিসকো মাঙ্গ্‌তে হেঁ্য ?

বালক-ভৃত্য। আপ্‌কো, হুজুর।

কবির। (গলা মোলায়েম করে—কিন্তু পরিপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে) হাম্‌কো !! যাও, তা'জীম-সে লে আও ! (ভৃত্যের প্রস্থান।)

(কবির তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নিভাইয়া এস্‌ট্রেতে রেখে দিল। তারপর ড্রয়ার টানিয়া আয়না বের করে তাড়াতাড়ি চেহারাটা দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরুণী দিয়ে চুলগুলি ভাঁজ করে ; গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চেহারাটা মুছে সোজা হয়ে বসল। ধীরে ধীরে সুন্দর মিহিন সিল্কের বোরকাবৃতা দুইটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। কবির অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।'

অগ্রবর্ত্তিনী। কবির, তুমি আমাকে চিন্‌তে পারছ না? বলতে বলতে বোরখা খুলে ফেলল।)

কবির। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) মামী-মা যে?

অগ্রবর্ত্তিনী। (হাসতে হাসতে) মা'কে আবার মামী-মা ডাকতে শিখ্‌লে কবে থেকে? এ বুঝি বিলেতি শিক্ষার ফল?

কবির। হাঁ, হাঁ, ভুলে গেছ্‌লাম। হঠাৎ এখানে কি ক'রে...?

অগ্রবর্ত্তিনী। (হাসিমুখে) মা বলেই ত বাবা নাড়ীর টানে ছেলের বাসা চিনে এলাম। ছেলেরা যে রকম নিমক-হারাম, তা'রা কি মাকে খোঁজ ক'রে আনে? কবির, জন্মের চাইতে ধর্ম, বড়—মা শব্দটিই এমনি যে তা রক্তের তোয়াক্কা রাখে না।

কবির। (বিস্ময়ের ভাব কেটে গেছে ; এখন কণ্ঠে বিদ্রূপের ভঙ্গি) তাই ত হযরত বলেছেন : "আপনাদের পায়ের তলাতেই আমাদের স্বর্গ" (সে অগ্রবর্ত্তিনীর পায়ের ধুলো লইল, তারপর মাথা চুল-কাতে চুলকাতে দ্বিতীয়া বোরকাবৃতার দিকে নির্দেশ করে)—ওঁর পরিচয়, অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে...(সে অতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে দ্বিতীয়ার দিকে চাইল।)

[অগ্রবর্ত্তিনীর নাম সাজেদা, দ্বিতীয়ার নাম জমিলা। সাজেদাকে চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে বয়সের যে কোন কোঠায় ফেলা যায়—নাদুস নুদুস শরীর, চেহারা কোন বড় বড় বাড়ীর বৌয়ের মতো।]

সাজেদা। (পিছন ফিরে সঙ্গিনীর দিকে)—বা, তুই এখনো বোর্‌কা পরেই আছিস্‌। আচ্ছা মেয়ে, বাবা! বাড়ীতে কবির-ভাইজান কবির-ভাইজান করে দিনরাত তোর ঘুম হয় না, আর এখানে এসে লজ্জায় থ হয়ে আছিস্‌। যা, বোরকা খুলে তোর ভাইজানকে সালাম কর! (বলে নিজেই বোরকা খুলে রেখে দিলেন। সতের আঠার বছরের শ্যামবর্ণা মেয়ে—দেখলেই মনে হয় রূপকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িয়ে তোলার কসরত কম হয় নি। বোর্‌কা তুলতেই মেয়েটির চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মেয়েটি ধীরে ধীরে ঝুঁকে কবিরের পায়ের দিকে হাত বাড়াল।)

কবির। (চট্‌ করে দূরে সরে, ব্যস্তভাবে) না, না, বয়সে ছোট হ'লে কি হবে, হাজার হোক্‌ মেয়েলোক মাতৃজাতি ত। আমার গোনাহ্‌ হবে। (জমিলা লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।) বাঃ, আপনারা দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন বুঝি! বসুন। (বলিয়া সে নিজেই তিন খানা চেয়ার সম্মুখে টেনে আনল।)

সাজেদা—(কবিরের প্রতি) তোমরা বাপু পুরুষ মানুষ, তোমাদের দিল্‌ পাথর দিয়ে তৈরী—বিলেত থেকে এসে সেই যে দু'শ মিনিটের জন্য দেখা দিয়ে এলে, আর একটিবার ত গেলেও না। আমার জমিলা ত বলে—তাঁর কি আর আমাদের কথা মনে আছে! ঢাকায় বদলী হয়ে এসেছো, অথচ একটি বার দেখাও করলে না, সংবাদও দিলে না!

কবির। মা, পাথরের চাইতে ফুলই শক্ত বেশী। (বলে মাথা তুলে ডান দিকে চোখ ফিরাল। জমিলার মুখ দেখা না গেলেও সে দৃষ্টি এবং তাহার ভিতরের সুঁচ তাহার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হল।) পাথরকে লাথি মারাও যায়, কিন্তু ফুলকে ছোঁয়াও যায় না ; তার থেকে দূরে থাকাই ভালো। (সে ঠোঁটের ফাঁকে মিটিমিটি হাসতে লাগল।)

সাজেদা। (চারদিকে চেয়ে) তুমি একলাই এ বাড়ীতে আছ, না? বেশ ছোটখাটো বাড়ীটা, সামনে খোলা জায়গাও আছে খানিকটা। (কবির নিরুত্তর। সাজেদা উদাসীন ভাবে) তুমি এখন কত পাও, কবির?

কবির।—বেতনের কথা বলছেন? এলাউন্স সমেত শত পাঁচেক টাকা পাই আর কি!

সাজেদা। জমিলার দিকে ফিরে) তুমি যে বোবা মেয়ের মতো বসে আছ, কবিরের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির।—(ঠোঁটের আগায় বিদ্রূপের হাসি) তা থাক্। আমার সঙ্গে কথা খরচ করে ফেল্‌লে ডেপুটি সাহেবের সঙ্গে তখন কী বলবেন!

সাজেদা। কোথাকার ডেপুটি ?

কবির।—যেখানকারই হোক্। কোন এক ডেপুটি ত হবেন নিশ্চয়ই। (ঠোঁটে হাসি।)

সাজেদা। (হাসতে হাসতে) যাও, বাজে কথা বলো না—। আচ্ছা, জমিলা তো এবার ক্লাস সেভেনে উঠ্‌ল—আমি বলি কি তাকে একটু আধটু গান শিখালে কেমন হয়? এ বিষয়ে তোমার পরামর্শের জন্য এসেছি। জমিলাও বললে : কবির ভাইজান যা বলেন তাই করব।

কবির। (উৎফুল্ল হয়ে) তাই নাকি! আমার প্রতি তিনি এতখানি অনুগ্রহ রাখেন? তা'হলে ত তাঁকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতেই হয়!···বয়, বয়! (বয়ের প্রবেশ।) বাবুর্চিকে চা করতে কহো।

[বয়ের প্রস্থান]

সাজেদা।—(সকৌতুক হাস্যে) তোমার ছোটকালের ফাজ্‌লামি এখনো গেল না দেখছি।

কবির।—আমি ত ছোট কাল থেকেই বলে আস্‌ছি তাঁকে কিছু কিছু গান শিক্ষা দিন্। আজকাল ডেপুটি মুন্সেফ্‌রাও শুধু আজান এবং কেরায়াৎ শুনে সন্তুষ্ট নয়—শরীয়তের হুকুম না মেনে গান বাজনাও শুনতে চায় তারা এখন। থিয়েটারে ত যায়ই, এমন কি, নর্তকীদের বাড়ীও নাকি যাতায়াত করে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছেন যখন, সঙ্গে কিছু গান বাজনাও যদি জানা থাকে, চাই কি, সব-জজ টব-জজও জুটে যেতে পারে। (তার চেহারায় আর কণ্ঠে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ।)

সাজেদা। কে বল্ল তোমাকে, আমরা ডেপুটি মুন্সেফের জন্য ভুখা হ'য়ে আছি! কত ডেপুটি এসে ঘুরে গেল! সেদিনও তো এক মুন্সেফের প্রস্তাব নিয়ে লোক এসেছিল...

কবির। আমি কি সাধে বলি, মা, মেয়েদের স্মৃতিশক্তি নেই। আমি যখন রায়পুর স্কুলে মাস্টারী করতাম,—আমার বিলেত যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য আগে-ই ত, আমাদের বাড়ী থেকে যখন প্রস্তাব এলো, তখন আপনি ত বলে দিয়েছিলেন ঃ ডেপুটি মুন্সেফ ছাড়া আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না। আপনার মেয়েও নাকি সে-কথা বলেছিলেন—। (জমিলা লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। সাজেদা কিন্তু কবিরের কথা হেসেই উড়িয়ে দিল।)

সাজেদা। কবির, তুমি আমাকে মামী-মা না ডেকে মা বলে ডাকতে, আমি তোমাকে পেটের ছেলের মতো স্নেহ করতাম, নয় কি? তোমার প্রতি আমার মায়ের কর্তব্য ছিল। এতদিন বলিনি, আজ বল্‌ছি। সেকথা বলেছিলাম সত্য, কিন্তু সে তোমার মঙ্গলের জন্যই বলেছিলাম। ডেপুটি মুন্সেফ ছাড়া আমার মেয়ের বিয়ে দেব না—মেয়ের মনেও সে-উচ্চাকাঙ্খা জাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন যদি সরাসরি তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিতাম, তা'হলে আজ তুমি সেই পঁচাত্তর টাকার মাস্টারই থেকে যেতে—। (ছল ছল নেত্রে) বাবা, মায়েরা সন্তানের মঙ্গল-কামনা ঢোল পিটিয়ে বেড়ায় না। বাছা বিলেত থেকে পাশ করে এসে একটা ভালো চাকরী পাক্' এই আশায় কত নফল নামাজ তোমার জন্য পড়েছি, কত রোজা রেখেছি, সে এক খোদাই জানেন...।

কবির। (কপট বিস্ময়ের সহিত) I-ɛ-e-e (চারদিকে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে) বয়, বয়! (বয়ের প্রবেশ।) বাবুর্চ্চিকো বলো—মেহ্‌মানকে লিয়ে কোর্ম্মা পোলাও তৈয়ার করনে-কে লিয়ে...জল্‌দি।

[বয়ের প্রস্থান]

সাজেদা। (উত্তেজিত ভাবে) আমি তোমার কোর্ম্মা পোলাও খাওয়ার জন্য আসিনি।

কবির। (হেসে) তা-কি আমি জানিনে, মা! তবে কি না, (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) আপনি আমার জন্য এত করেছেন, আর আমার এখানে আপনি না খেয়ে যাবেন, এ কেমন ক'রে হতে পারে? তার উপর, আজ চলে গেলে ভবিষ্যতে আপনি আর আমার এখানে আসবেন কিনা তাও সন্দেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজেদা। (উদাসীন ভাবে) আস্‌বার পথ তুমি আর কোথায় রাখলে? আমি যেন চিরদিন তোমার মা হয়ে থাক্‌তে পারি, তুমি যেন চিরদিন আমার ছেলে হ'য়ে থাক—সে চেষ্টা করার জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি। মেয়েও যখন তোমাকে প্রাণপণে ভালবাসে তখন তার জীবনটাও সার্থক হ'ত। (কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।)

কবির। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) কবে থেকে? আমি বিলেত থেকে আসার পর থেকে বোধ হয়! না, আমার চাকুরী গেজেট হবার পর? এখন আমার সঙ্গে বিয়ে হলে কি ডেপুটীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চাইতেও বেশী তাঁর জীবন সার্থক হবে? (মিটিমিটি হাসতে হাসতে) না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েরা ডেপুটী, মুন্সেফ, দারোগা, কোতোয়াল, মাড়োয়ারী, এ সকলকেই বেশী ভালবাসে। আমি ত ভাব্‌ছি—"আদর্শ বর" নামে একটা বই লিখব।

সাজেদা। (ব্যঙ্গস্বরে) কী লিখবে তাতে?

কবির। লিখ্‌ব, মাড়োয়ারী-ই মেয়েদের আদর্শ বর। মেয়েরা যা চায় তার সবগুলোই ত ওদের মধ্যে আছে—হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘদেহ, দোকানে বিচিত্র রেশমী কাপড়—আর ইচ্ছে করলে ওরা ত বৌকে সোনার কবরে পুরে রাখতে পারে। সে বই ছাপার কিছু খরচ কিন্তু আপনাকে দিতে হবে, দিবেন না মা? (সাজেদা রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল।) মেয়েদের গরজে লেখা বই, মেয়েরা খরচ দেবেন না ত কে দেবেন? (কবির বলেই হাসতে লাগল।)

সাজেদা। (উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে) কবির, এতখানি কাপুরুষ হয়ে গেছ তুমি, দু'বৎসর ধরে তোমাকে আমি আমার বাড়ীতে ছেলের মতো প্রতিপালন করেছি, আমার বাড়ীতে থেকে তুমি বি-এ পাশ করেছো...আর আজ তুমি তোমার বাড়ীতে পেয়ে যা ইচ্ছে তা অপমান করছ আমাকে?

কবির। (সাজেদার সঙ্গে সঙ্গে সেও চেয়ার ছেড়ে উঠে; দুই হাত কচলাতে কচলাতে বলল) এও কি হয়? মাকে অপমান করে আমার জন্য দোযখ চিরস্থায়ী কর্‌ব নাকি আমি? আপনার বাড়ীতে দু'বছর ধরে খেয়েছি, তা কি আমি অস্বীকার করছি! তার বিনি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়ে আমি ত মনে করে রেখেছি আপনার মেয়ের বিয়ের সময় কুড়ি পঁচিশ ভরি সোনা দিয়ে তাঁকে একটা কণ্ঠহার বানিয়ে দেবো, আর 'আদর্শ বর' ত তাঁর নামেই উৎসর্গ করব। আপনার ছেলে কি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে, মা ?

সাজেদা। (ব্যঙ্গস্বরে) আহা, কত কৃতজ্ঞ ছেলে! আমার একটা কথা রাখলে না। নিমক-হারাম কোথাকার!

কবির। মা, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি ? আপনার মেয়ের জন্য আমি কি না করেছি ? যে-সব ছেলেদের মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই তারা যে-পরীক্ষা অনায়াসে পাশ করছে, আমি তা দু' দু'বার ফেল করলাম! কত কান্নাকাটি করে আপনার পায়ে ধরে পর্যন্ত বলেছি। সে সব মনে হলে আজ আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু ডেপুটী ছাড়া আপনি আপনার মেয়ে বিয়ে দেবেন না বলেছিলেন, আপনার মেয়ের চিঠি দেখতে চান ? তা-ও আমি সযত্নে রক্ষা করেছি। (উচ্চঃস্বরে) বয়, বয়! (বয়ের প্রবেশ)। চাবি লে-আও। [বয়ের প্রস্থান]

[আন্দাজ মিনিট দুই পর, পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে, ধীরে ধীরে একহারা গঠনের সবুজ কিশলয়ের মতো একটি চাবি হাতে ঘরে ঢুকল। সাজেদা ও জমিলা অবাক্ নেত্রে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল]

সাজেদা। (বিস্ময়ের সঙ্গে) এটি কে ?

কবির। (উচ্চৈঃস্বরে) আপনার বৌমা, দোওয়া করুন। (বৌয়ের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে) এতক্ষণ বোধ হয় দরজা বন্ধ করে ঘুমচ্ছিল। বিছানা ও চুলা ছাড়া মেয়েদের কি অন্য কোন ক্ষেত্র আছে ? দাঁড়িয়ে আছ কেন, মাকে সালাম করো।

[বৌ সাজেদার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে গেল। সাজেদা বজ্রাহত বৃক্ষের মতো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চেহারায় আশীর্বাদের কোন নিদর্শন তো দেখা গেলই না—বরং মনে হল, তাঁর দুই চোখ দিয়ে অভিশাপ ঠিকরিয়ে পড়ছে।]

সাজেদা। (বোরকা তুলে নিয়ে বিরক্তস্বরে) চল জমিলা।

কবির। তা, কী করে হয়! এতদিন পরে এসেছেন না খেয়ে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবেন না। আপনার ওখানে আমি দু'বছর ধরে খেয়েছি। পরী, তুমি শীগ্‌গীর খাবার নিয়ে এস ত।

[বৌয়ের ডাকনাম পরী। পরী জমিলাকে হাত ধরে চেপে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল।]

সাজেদা। না, আমি তোমার কিচ্ছু খাব না। (জমিলার হাত ধরে টেনে) চল্‌...।

কবির। তা হতেই পারে না। মা'র খেদমতের এ সুযোগ কি আমি আর পাব!

সাজেদা। (জমিলার হাত ধরে চলতে উদ্যত) না, আমি চললাম।

কবির। (সামনে এগিয়ে) না, মা, আপনাকে কিছুই না খাইয়ে যেতে দিলে আমার গোনাহ্‌ হবে। অন্ততঃ এক কাপ চা হ'লেও খেতে হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) বয়, বয়! (বয়ের প্রবেশ) শীগগীর চা নিয়ে আসতে বল্‌। (বয়ের প্রস্থান।) আপনার বৌমা কিন্তু বেশ চা করতে পারে। ঐ ত আমাকে চা ধরালে। বসুন!

সাজেদা। (অনিচ্ছায় বসে) তুমি বিয়ে করেছ তা আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন?

কবির। আগে শুনলে কি আপনি সন্তুষ্ট হতেন? ছেলে হয়ে আপনার কষ্ট বাড়াতে চাইনি—এ জন্যই ত আপনাকে বিয়েতেও দাওয়াৎ দিইনি।

[পরী চাকরের হাতে চা-সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। কবির টেবিলটির বইপত্র নামিয়ে নিল। সব নির্বাক। পরী প্রত্যেক পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে, নিজেও এক পেয়ালা নিয়ে বসল। সাজেদা ও জমিলা তিক্ত ঔষধের মতো এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে উঠে পড়ছিল।]

কবির। (ব্যস্ত হয়ে) এ কি! (কেকের প্লেট এগিয়ে দিয়ে) এখান থেকে নিন্‌! (পরীকে জমিলার দিকে ইঙ্গিত করে) ওঁকে দাও। নিন্‌ মা।

সাজেদা। না, না, আর হবে না, আমার সময় নেই, নমাজের সময় চলে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির। আসর্ যখন নির্বিঘ্নে কজ্‌রা হ'তে পেরেছে, তখন মগরীব ও না হয় আজ কজ্‌রা হ'ল মা!

সাজেদা। (উদ্বিগ্ন ভাবে) না, না, তা' কি হয়!

কবির। তবে এখানেই নমাজ পড়্‌ন না! না আমাদের ঘরে কি খোদা নেই?

[সাজেদা ও জমিলা কোন উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ল। কবির ও পরী অবাক্ নেত্রে চেয়ে রইল। বোর্‌কা গায়ে দিতে দিতে তারা বের হয়ে গেল।]

সাজেদা। (চলে যাবার সময় মুখ বিকৃত করে)। খামাকা আমার ছ'টাকা গাড়ী ভাড়া বরবাদ! (কবির ও পরী অবাক।)

কবির। (মিনিট খানেক পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে) এস, এগুলির সদ্ব্যবহার করা যাক্। (সে কেক ও কলা গিলতে লাগল।)

পরী। এঁরা কে?

কবির। আগে গিলো। চা সরবৎ হয়ে যাচ্ছে।

পরী। (কবিরের পিছনে এসে তারা দুই কাঁধে হাত রেখে) বল না, এঁরা কে?

কবির। হ্যাঁ, আমি বলি আর তুমি দিন-রাত এ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর—কেমন?

পরী। বাঃ, লোকের পরিচয় জান্‌লে বুঝি ঝগড়া করে কেউ? ঝগড়া কর্‌ব না; তুমি বলই না। (হাসতে হাসতে কবিরের মাথায় হাত বুলিয়ে যেতে লাগল।)

কবির। না, আমি মেয়েদের বিশ্বাস করি না। (রুমালে হাত মুছতে মুছতে) ঐখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম-মুখো হয়ে বলো, রাগ করবে না, তা'হলে বল্‌তে পারি।

পরী। দূর! (তাড়াতাড়ি তার গালে একটি চুমু দিয়ে) বলই না!

কবির। না, আগে পশ্চিম-মুখো হ'য়ে বলো।

পরী। আচ্ছা, বল্‌ছি। (পশ্চিম-মুখো হয়ে) আমি রাগ কর্‌ব না।

কবির। (একটি সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে)—ওতে চলবে না; পশ্চিম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখো হ'য়ে বলো-আমি এতদ্দ্বারা শপথ করিতেছি যে, ঐ অপরিচিতা মেয়ে দুইটির পরিচয় জানিয়া আমি আমার পূজ্যপাদ স্বামীর উপর কোনো প্রকারের রাগ করিব না, কোনো প্রকারের অভিমান করিব না।

পরী। যাও, অতখানি বল্‌তে হ'বে না।

কবির। (উঠে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ে, নির্বিকার ভাবে)—তা' না হ'লে আমিও বল্‌ব না।

কবির। বল্‌ছি, এখন কাছে এসে বস। (সে পা দুখানি আর একটি চেয়ারে তুলে দিয়ে শরীর আরও অধিকভাবে এলিয়ে দিল। পরী নিকটের চেয়ারখানি টেনে কবিরের কাছ ঘেঁষে বসল।)

পরী। বলো।

কবির। (মুখ একটু বিকৃত করে)—পা দু'টি ভয়ানক ব্যথা করছে—কেউ যদি একটু টিপে দিত! (অনুচ্চস্বরে) বয়!

পরী। আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি, তুমি বলো! (পা টিপতে লাগল।)

কবির। (গম্ভীর ভাবে) ওদের একজন আমার শাশুড়ী, আর একজন তোমার সতীন।

পরী। (হেসে) যাও। সত্যি ক'রে বলো।

কবির। সত্যিই। মা ডাকলাম দেখ্‌লে না!

পরী। ধ্যাত্! সত্যি ক'রে বলো না, ওঁরা কে?

কবির। তুমি ত ভারী ইয়ে! তোমার ধর্মস্বামীকে তুমি মিথ্যাবাদী বলছ?

পরী। তাই ত সত্যবাদী হতে বল্‌ছি। (কবিরের পায়ের আঙুলগুলির মটকা ফুটাতে ফুটাতে) সত্যি ক'রে বলো দেখিন্ এবার!

কবির। (গম্ভীর হয়ে) নেহাৎ নাছোড়বান্দা যখন, শুনই তবে; কিন্তু তোমার ওয়াদা মনে রেখো। আমার বড্‌ড ভয় হয়, কারণ মেয়েরা ওয়াদা করতে এবং ভাঙ্‌তে বড় ওস্তাদ।...আমার বিলেত যাওয়ার আগে এ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। বিলেত যাওয়ার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বিয়ে আমি যথাসম্ভব গোপন রাখি। সে-ও থাকত তা'র বাপের বাড়ী। বিলেতে তোমার ভাইজানের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে তোমার কথা আমার কানে আসে। সে-কথা কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পেঁাছে, এবং এসেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যায়। তুমি ত জানই—যখন বদলীর আদেশ হ'ল বড় অনিচ্ছায় আমি ঢাকা এসেছিলাম। এতদিন এঁদের থেকে গোপনে ছিলাম ; কিন্তু কেমন ক'রে সংবাদ পেয়ে আজ এখানে এসে জুটেছে ; খামকা ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার সতীনকে ত এখানে রেখেই যেতে চায়! শেষে ব'লে ক'য়ে একশ টাকা মাসে খরচ দেব ব'লে রাজি করালাম। তবুও দেখ্‌লে না—ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে চলে গেল। (পরীর মুখের বাতি নিভে গেল,—তার চোখ-মুখ ভারাক্রান্ত আকাশের মতো হয়ে উঠল।)

পরী। তাই প্রথম আমাকে ডাকা হয়নি! এতখানি...!

কবির। এই কি তোমার ওয়াদা!

পরী। তুমি এতদিন বলনি কেন? (তার চোখে মুখে আগুন) বিশ্বাস-ঘাতক! (তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে একে একে হার চিক্‌ বালা সব খুলে ফেলল।)

কবির। (ব্যস্তভাবে) এই কি তোমার ওয়াদা!

[পরী মেঝেয় হাত ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগল। কবির কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাধাসাধি করতে লাগল। হাত ধরতেই তার হাত ছিটকিয়ে ফেলে দিল। কবির তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল :]—

আমার এ একটি অপরাধ কি মাফ করে দিতে পার না?

পরী। (কবিরের হাত জোরে সরিয়ে দিয়ে, অত্যন্ত ঝাঁজের সঙ্গে) না, তুমি বিয়ে করেছ আগে বলনি কেন?

কবির। আগে বল্‌লে তোমার সঙ্গে বিয়েই যে হ'ত না! (এই বলে সোহাগ করে একটি চুমু খাওয়ার জন্য সে মুখ বাড়াল।)

পরী। (কবিরের মুখ সজোরে ঠেলে দিয়ে) বিশ্বাসঘাতক! জুয়োচোর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির। (কপট রাগের সাথে) বিশ্বাসঘাতিনী, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিনী, ওয়াদা-খেলাপিনী, ছিঁচ-কাঁদুনী!

পরী। গাড়ী ডেকে দাও, আমি এখনি বাবার বাসায় চলে যাব।

কবির। বাবার বাসায় তোমার জায়গা হ'লে তিনি কোন্ দুঃখে আমার বাসায় তোমায় পাঠিয়েছেন শুনি!

পরী। তুমি গাড়ী ডেকে দাও।

কবির। জান, এখন তোমার বয়স চৌদ্দর উপর! চৌদ্দর আগ পর্যন্ত মেয়েদের বাপের বাড়ীতে জায়গা হয়, তা-ও এই এপ্রিল থেকে; তা'র আগে আরও অল্প বয়সে তোমাদের বাপের বাড়ী ছাড়্তে হ'ত; কাজেই এই গরীবখানা বৈ কোথাও তোমার গতি নেই।

পরী। ই-স্! (বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করে বাঘিনীর মতো চোখ তুলে সে একবার কবিরের দিকে তাকল। সে গ্রীবাভঙ্গী কবিরের চক্ষে অপরূপ ঠেকল। সেই অশ্রুভেজা গাল দুখানি তার ঠোঁটের আগায় ক্ষুধার সৃষ্টি করল। পরীর মিহিন্ পাতলা ঠোঁট দুখানি তার দুখানি ঠোঁটকে যেন আকর্ষণ করতে লাগল।)

কবির। (হাসতে হাসতে) মেয়েলোক অত্যন্ত বোকা!

পরী। (সাপের মতো ফোঁস করে) পুরুষের চালাকীর কপালে ঝাঁটা। মিথ্যাবাদী! জুয়োচোর!

কবির। বুদ্ধি দিলে কি আর খোদা মেয়েলোক বানিয়েছে! ঠাট্টাও বোঝে না। লোকে আবার মেয়েলোক বিয়ে করে!

পরী। ধরা পড়েছ কিনা, এখন ত ঠাট্টা বল্বেই। বেশ, মেয়েলোক খারাপ, এইবার পুরুষ বিয়ে কর'গে!

কবির। পুরুষ বিয়ে করলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। ওদেরে হাজার হাজার টাকার অলঙ্কারও দিতে হয় না, ওদের জন্য গাড়ী ভাড়াও খরচ হয় না। বরং আমার গাড়ীর দরকার হলে ওরা গাড়ী ডেকে দিতে পারে, বাজার করতে পারে। মেয়েদের চেয়ে আজকাল পুরুষেরা ভালো পাক করতেও পারে—এ ত স্বীকার করবেই, ভালো ঘর ঝাঁট দিতেও পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরী। মেয়েলোক অন্য কোন কাজে লাগে না, না? ছেলেপিলে... (তার সমস্ত চেহারা লাল হয়ে উঠল।)

কবির। ওরে বাবা রে, God forbid—ছেলে পিলের কথা মনে হ'লে আমার সমস্ত শরীর জ্বালা করে, —চেঁচোঁ এঁয়া ওঁ, কান্নাকাটি—না পারে দু'জনে একটু নিরিবিলি বসে গল্প করতে, না একটু ঘুমুতে। হয়তো নিশীথ-রাতেই ওঁ করে উঠল। চাকরিতে প্রমোশন না হ'লেও খরচ পায় ডবল প্রমোশন। আর বেটারা ঘর দুয়ার বিছানা পত্তর মায় তাদের বাবার স্ত্রীটিকে পর্যন্ত একেবারে মেথর-পট্টি করে তোলে! (নাক মুখ কুঞ্চিত করে) ঐ অপদার্থগুলোই ত বিয়ের সব মাধুর্য্যকে নষ্ট ক'রে দেয়। (নির্বিকারভাবে) আজকাল ত অনেক বড় বড় লোক, শুনতে পাওয়া যায় অনেক মৌলবী মৌলানাও বিয়ে করেন না, নেহায়েৎ দায়ে পড়ে করলেও বৌ সঙ্গে রাখেন না; তা'র পরিবর্তে 'বয়' বা বাচ্চা সাগ্‌রেদ রাখেন।

পরী। যাও, যাও, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ইচ্ছে হয় তুমিও মৌলবী মৌলানা হও গে। আমি কিছুতেই থাকবো না, আমাকে পাঠিয়ে দাও!

কবির। (সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার ভাবে) আমার বড় গরজ পড়েছে কিনা! তুমি রাগ ক'রে যাবে, আমি কেন পাঠিয়ে দিতে যাবো?

পরী। (উত্তেজিতভাবে) তবে তুমি আন্‌ছিলে কেন?

কবির। (অবাক বিস্ময়ের সাথে) আমি আন্‌ছি কি রকম! তোমার বাবা ভাই কত সাধাসাধি ক'রে নগদ পাঁচ হাজার টাকা গুণে দিয়ে আমাকে বোকা পেয়ে তোমার মত অচলাকে কোন প্রকারে আমার হাতে গছালে—এখন বলছ আমি আন্‌ছি! (এইবার পরীর কান্নার বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কবিরের পক্ষে সেই অশ্রুধৌত মুখখানির লোভ সংবরণ যেন অসম্ভব হয়ে উঠল। তা'র উপর বিদ্রূপচ্ছলে এই কঠোর খোঁচার জন্য তা'র নিজের মনেই যেন দয়া হল। এবার উচ্চ হাস্য করে) সব মিথ্যা, ফাঁকি একেবারে বোকা কোথাকার! (এই বলে পরীর হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে টেনে তুলবার চেষ্টা করল পরী তার হাত ছিট্‌কিয়ে ফেলে দিল।)

পরী। আর ফাঁকি দিয়ে ভুলাতে পারবে না।

কবির। সত্যিই ফাঁকি নয়। ওরা আমার আত্মীয়া, একজন মামী-মা, আর একজন মামাতো বোন্‌—দেখা করতে এসেছিলেন। মামী-মা ছোটকাল থেকে আমাকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁকে আমি মা ডাক্‌তাম। ঢাকায় বি-এ পড়বার সময় আমি ওঁদের বাসায় থাকতাম। কিছু টাকা চেয়েছিলেন; দিতে পারব না বলাতে রাগ ক'রে চলে গেলেন।

পরী। যে একবার ফাঁকি দিয়েছে, সে যে আবারও ফাঁকি দিচ্ছে না, তার কী প্রমাণ? মিথ্যাবাদী!

কবির। (পরীর চিবুকে হাত রেখে) এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

পরী। (চিবুক সরিয়ে নিয়ে) আমার গা কি তোমার কাছে খুব পবিত্তর নাকি? এই মাত্র বলেছ—'বয়' আমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

কবির। তবে কি ক'রে বল্লে তুমি বিশ্বাস করবে বলো। (চেয়ারের উপর হতে একটা বই তুলে নিয়ে) এই বিদ্যে হাতে নিয়ে বল্‌ছি।

পরী। ইংরেজী আবার বিদ্যে? কোরান শরীফ বা কোন আরবী কেতাব হ'লেও হ'ত!

কবির। আমি এখন কোরান শরীফ বা আরবী কেতাব কোথায় পাই? অত দূরে মস্‌জিদে এখন কে যায় বলো?

পরী। আচ্ছা পশ্চিম মুখো হ'য়ে কলমা পড়ে বলো।

কবির। আচ্ছা, (পশ্চিম-মুখো হইয়া) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আমি যা বলেছি সব মিথ্যে।

পরী। না, বলো অন্য কা'কেও বিয়ে ক'রে থাকলে তা'র উপর তিন তালাক...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্...জসিমা খাতুন ওর্ফে পরী বিবিকে ছাড়া আর কা'কেও যদি বিয়ে ক'রে থাকি তবে তার উপর পাঁচ শ' বার তিন তালাক।

পরী। পাঁচশ' বার নয়, খালি তিন তালাক, ফাঁকা তিন তালাক।

কবির। (হেসে) আচ্ছা, খালি তিন তালাক, ফাঁকা তিন তালাক।

[শ্রাবণ-আকাশের মেঘ ঠেলে যেন চাঁদ হেসে উঠল। পরীর চোখ-মুখ হয়ে উৎফুল্ল। ধীরে ধীরে উঠে নিজের খুলে-ফেলা অলঙ্করগুলি একটি একটি করে সে গলায় হাতে কানে এইবার পরতে লাগল। কবির ঠোঁটের আগায় চুম্বন নিবে তা'র সম্মুখে তা'র কাঁধের উপর হাত রাখতেই ঈষৎ হাস্যসহকারে পরী মুখ তুলল। কবির তার ঠোঁটের উপর একটি সুদীর্ঘ চুম্বন ঢেলে দিল।]

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুরেণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুরেণ

[সাধারণ ছোট্ট একটি ঘর, অতি সাধারণ ভাবেই সাজানো। দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি ছবি। তা'তে মাকড়সার জাল ও ঝুল এমনি ঘিরে ধরেছে যে, দেখ্‌লে এই আইন-অমান্যের দিনেও দুঃখ হয়। দক্ষিণ পাশে ছোট জানালার পাশে একখানি খাট—উত্তর দিকে ততোধিক ছোট আর একখানি। একখানি অতি পুরোনো ছোট টেবিল, তার উপর একটা চেম্বার্সের অভিধান, খান চার পাঁচেক স্কুল-পাঠ্য বই, কিছু খাতা-পত্র। টেবিলের একপাশে একখানি টিনের চেয়ার, দেয়ালের সঙ্গে লাগানো মেঝের একধারে খানকয়েক বাক্স তোরঙ্গ। উত্তর দিকে দেয়াল বরাবর একখানি রশি টাঙানো, তাতে পরিষ্কার অপরিষ্কার ধুতি, লুঙ্গী, গামছা, ব্লাউজ, আচকান, পাজামা, সেমিজ সব একাকার হয়ে ঝুলছে। মশারির একটি খুঁটির উপর লাঙুলবিহীন অতি ময়লা একটি ফেজ টুপি। খাটের নীচে আরও বহুতর আসবাবপত্রের সঙ্গে ময়লা জুতো এবং একজোড়া গোড়ালি ক্ষয়প্রাপ্ত খড়মও দেখা যাচ্ছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জামাল এমাত্র চায়ের কাপটি শেষ ক'রে পা'দুখানি খাটের উপর তুলে দিয়ে একটু আরাম করার চেষ্টা করছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ তক্ হতে পারে ; চিবুকে একগোছা অযত্নোরক্ষিত দাঁড়ি নেহাৎ অনিচ্ছায় যেন ভলাণ্টিয়ারী করছে। একদিন পরেই রোববার কাজেই দু'দিন ধরে শেভ করা হয়নি : কুশাঙ্কুরের মতো সারা মুখে দাঁড়ি কাঁটা দিয়ে উঠছে। পাশে একখানি টুলের উপর একটি হুঁকা—স্ত্রী আমিনা স্বামীর পায়ের কাছে খাটের উপর বসে কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছে। আমিনার বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হবে—কিন্তু খুব হৃষ্টপুষ্ট, ভয়ানক ভাবে হৃষ্টপুষ্ট বলা যায়। তার দেহের বাঁধন যেমন শক্ত, তেমনি তার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গও একেবারে গোলাকার ; তার মাথা গোল, গাল দুখানি গোল, হাত দুখানি গোল, বাহুযুগল গোল, কটিদেশ গোল, পা দুখানিও গোল ; আরো অধিকতর গোলাকার বস্তু যে তার দেহে নাই তা নয়, কিন্তু অশ্লীল অপবাদের ভয়ে তার আর নাম করলাম না। এত হৃষ্টপুষ্ট মেয়েকে সুন্দরী বল্লে আমাকে লক্ষ্য করে পাঠক যে দোয়াত ও পাঠিকা যে লিপস্টিক অভাবে অন্ততঃ আলতার শিশি ছুঁড়ে মারবেন এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে সুন্দরী অর্থে আমাদের ধারণা, তিনি কিছুটা কৃশ ও রোগাটে হবেন। এই দুইয়ের কোনটাই আমিনা নয়। আমিনা কল্কেটা হুঁকার মাথায় বসিয়ে দিয়ে চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ ছড়িয়ে ব'সে বলল :]

আমিনা। পরশুই ত বেতন পাবে, না ? আজ উনত্রিশ, কাল ত্রিশ, পরশুই ত পয়লা ! আমার দুল জোড়াটা এ মাসে করিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

জামাল। দোকানের বকেয়া হিসাবটা করো দিকিন আগে। বকেয়া শোধ না দিলে ওরা আর মাল দেবে না বলে পাঠিয়েছে। হিসাবের খাতাটা নাও না দেখি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনা। দোকানের হিসাব আমি করতে পারব না। ওদের ঐ বিশ্রী লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয়।

জামাল। রাজ্যের লোকের বৌরা ত নিজেরাই এসব হিসাব করে রাখে, আর তোমার দ্বারা—

আমিনা। আমি রাজ্যের লোকের বৌ নই, আমি একমাত্র তোমারই বৌ, কাজেই এসব হিসাব তোমাকেই করতে হবে। ও আমার দ্বারা হবে না। কড়া-ক্রান্তি তোলা-রতি ত আমি পড়তেই পারি না।

জামাল। (ক্রোধের সঙ্গে) তবে বিয়ের আগে কোন্ মুখে বলেছিলো মেয়ে বেশ লেখা পড়া জানে, উচ্চ প্রাইমারী পাশ করেছে! জুচ্চোর ভণ্ড, লায়ার সব!

আমিনা। (রাগ দমন ক'রে, ভিতরে ভিতরে হাসবার চেষ্টা করে) কে তোমাকে এসব খবর বলেছিল?

জামাল। কে বলবে? তোমার বাপের গোষ্ঠী বলেছিল। জুচ্চোর সব।

আমিনা। বাপ তুলে গাল দিওনা বলছি। ভালো হবে না।

জামাল। আমার তখনি সন্দেহ হয়েছিল, বলে পাঠালাম ঃ নারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে। দুদিন না যেতেই দেখি পরিষ্কার সুশ্রী হস্তাক্ষরে এক চমৎকার প্রবন্ধ এসে হাজির। কে লিখে দিয়েছিল সে প্রবন্ধ? জুচ্চোর সব। জুচ্চোরীর আর জায়গা পায়নি, না?

আমিনা। (ঔদাসীন্যের সঙ্গে) আমাদের মাস্টার সাহেব বোধ হয় পাঠিয়ে থাকবেন। তাঁর হাতের লেখাটা সবার চাইতে সুন্দর।

জামাল। সে স্টুপিড্ ননসেন্স এখন এসে আমার হিসেবটা লিখে দেয় না কেন? ড্যেম ব্লাডী।

আমিনা। এত রাগ কর কেন? তোমার সাথে মাস্টার সাহেব না হয় একটু ঠাট্টাই করেছিলেন। আমরা মাস্টার সাহেবকে ভাইজান বলে ডাকতাম কিনা।

জামাল। তোমরা ভাইজান ডাক আর টাইজান ডাক, তাতে আমার কি? (তার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু হয়ে উঠল।)

আমিনা। আমরা ভাইজান ডাকলে তিনি তোমার শালা হন না?

জামাল। (অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) ড্যেম ননসেন্স!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনা। গালাগাল দিচ্ছ, না প্রশংসা করছ, কিছুইত বুঝতে পারছি না। বাংলা করে বলো যেন বুঝতে পারি। আমার মাস্টার ভাইজান ত মাসিকপত্রে কত বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন, লোকে তাঁর কত প্রশংসা করে।

জামাল। ভাইজান না প্রেমজান কে জানে! মেয়েদের টিউটরদের বিশ্বাস করতে আছে? বাংলাদেশের মেয়েরা যত প্রেম করেছে, তার পনর আনাই ত টিউটরদের সঙ্গে।

আমিনা। (গম্ভীরভাবে) মাস্টার ভাইয়ের সাথে ত আমার বিয়ের কথাও উঠেছিল; দুর্ভাগ্যবশত না না (হাসতে হাসতে) সৌভাগ্যবশতঃ তুমি তাঁর আগেই বি-এ পাশ করে ফেলেছিলে বলেই ত বাপজান তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে ফেল্লেন। মাস্টার ভাইত আমাকে নিজের বোনের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন।

জামাল। (ব্যঙ্গ স্বরে) তাই নাকি? বাসবে না? আহা কী মহাপুরুষ! নিজের বোনের চাইতেও পরের বোনকে ভালবাসা! আমরাও পারি গো আমরাও পারি। বিয়ে করতে না হলে, আমরাও পরের বোনকে নিজের বোনের চেয়েও বেশী মহব্বৎ করতে পারি। প্রমাণ চাও ত নিয়ে এসো না তোমার বোনকে একেবারে হাতে হাতেই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিই।

আমিনা। হাঁ তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, জাহানের নাকি বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছে। বিয়ে হলে তাতেও ত মোটা রকমের খরচ আছে।

জামাল। কেন? তোমার মাস্টার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও না কেন? তা হলে, যাকে বলে, অন্ততঃ দুধের স্বাদ ঘোলে ত মিটাতে পারবে।

আমিনা। সে ত হ'তই। কিন্তু মাস্টার ভাইয়ের বিয়ে যে সে বছরই হয়ে গিয়েছে।

জামাল। তা মাস্টার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কন্দুর গড়াল শুনি?

আমিনা। মাস্টার ভাই কিন্তু দেখ্‌তে বেজায় সুন্দর। তুমি দেখনি বুঝি আমার বিয়ের দিন? রফিক ভাইকে দেখেছ ত, তাঁরই মতন লম্বাটে, কিন্তু তাঁর চেয়েও আরো ফর্সা। স্কুল-কলেজে জবর নাম-করা খেলোয়াড় ছিলেন, কত মেডেল পেয়েছেন!

জামাল। (বিকৃত মুখে) তারপর, বেশ মনে ধরেছিল, না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনা। ফি রোববার আমাকে পেছনে নিয়ে সাইকেলে করে সারা শহর সাঁ সাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াতেন। উঃ, আমার যা ভয় করত। দু'হাতে আমি জোরে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরতাম।

জামাল। বাঃ, চমৎকার! তারপর...? (হাস্‌বার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু বেচারীর মুখ আরো কালো হয়ে উঠল!)

আমিনা। এই ত বিয়ের আগ পর্যন্ত তিনি সঙ্গে করে আমাদের সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। আঃ, কত আনন্দের ছিল সে সব দিন!

জামাল। একেবারে প্রেমে ঢলাঢলি, রসে গড়াগড়ি আর কি!

আমিনা। সে-বার আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফাস্ট হয়ে উঠলাম, মাস্টার ভাইয়ের সে কী আনন্দ! আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কত চুমু খেলেন, কত সুন্দর সুন্দর ছবির বই কিনে দিলেন। সে সব বাড়িতে এখনো আমার বাক্সে বাঁধা আছে। এবার গেলে নিয়ে আসব, শফি পড়তে পারবে।

জামাল। ড্যেম বই, ইডিয়ট রাস্‌কেল লোফার কোথাকার! (সশব্দে উঠে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে সারা গায়ে চাদর খানা জড়িয়ে নিলো)

আমিনা। (চা'র পেয়ালাটা হাতে নিয়ে) ওঃ, চা খাওয়ার পর তোমাকে ত পান দেওয়া হয়নি, তাই রাগ করে আবোল তাবোল বকছ? ধ্যেৎ মাস্টার ভাইয়ের কথা উঠলে আমার আর কিছুই মনে থাকে না। বোসো, আমি তোমার জন্য পান নিয়ে আসি। (অন্য ঘরে প্রবেশ)

আমিনা। (এক খিলি পান হাতে পুনঃ প্রবেশ) কি, ঘুমুলে নাকি? (হাতে ঠেলা দিয়ে) ওগো, বলি ঘুমুলে নাকি?

জামাল। (চাদরের ভিতর থেকে ঝাঁজের সঙ্গে) না—।

আমিনা। পান এনেছি। কাল আফিস থেকে আসবার সময় পোস্ট অফিস থেকে আমার জন্য একটা খাম এনো ত, বহু দিন ধরে মাস্টার ভাইয়ের খোঁজ নে'য়া হয়নি একটা চিঠি লিখে দেখি।

জামাল। (জোরে মুখের উপর থেকে চাদরখানা সরিয়ে ফেলে চীৎকার দিয়ে উঠল) যাও না! একেবারে সে রাস্‌কেলটার কাছে চলে যাও না, কে মানা করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনা। (পান বাড়িয়ে দিয়ে) নাও, পান নাও! (জামাল অন্য দিকে তাকিয়ে, আমিনা পানটা ওর মুখের কাছে ধ'রে) নাও, হা করো (এবার হাসতে হাসতে) হা করো, আমিই না হয় খাইয়ে দিই। (জামাল মুখও খুল্লে না, চোখও ফেরালে না।) এ, হা করো না, লজ্জা করছে বুঝি? বিয়ের পর ত প্রায় বছরখানেক আমি খাইয়ে না দিলে পান খেতেই না, লক্ষ্মীটি খাও! (এই বলে খিলিটা ওর দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে ঠেলতে লাগল,—জামাল ঝাঁ করে ফিরে পানটি হাতে নিয়ে।)

জামাল। যাও, খাব না। (ব'লে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, আর ফের আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুঁয়ে রইল।)

আমিনা। আচ্ছা, আজ এ-রকম পাগলামি করছ কেন? কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি ত? (মাথার উপর থেকে জামালের হাত সরাবার চেষ্টা করে) মাথা ধরেছে? টিপে দেবো? (পাশে বসে কপালের উপর থেকে জামালের হাত সরিয়ে মাথা টিপতে লাগল।)

জামাল। (জোরে আমিনার হাত সরিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে) যাও, যাও, আর ন্যাকামি করতে হবে না, তোমার মাস্টার ভাইজানের মাথা টিপো গে, আমার মাথা টিপতে হবে না তোমার।

আমিনা। (একটু নীরব থেকে আস্তে আস্তে) সত্যি, মাস্টার ভাইকে একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসতে লিখলে বেশ হয় কিন্তু, লিখব? কয়দিন বেশ স্ফূর্তিতে কাটবে, দেখবে কেমন চমৎকার লোক।

জামাল। (দাঁতে দাঁত ঘষে) চমৎকার—না মচৎকার? ড্যেম ব্লাডী রাস্কেল একটা। সে আমার বাড়ীতে ঢুকবে? জুতিয়ে গুঁড়া করে দেব না? ইচ্ছে হয়, তুমি তার কাছে যাও না। কে মানা করছে?

আমিনা। (আনন্দের সঙ্গে) বাঃ সে ত তোমার অসুবিধা হবে বলেই যাই না, না হয়—সে ত বেশ সুবিধা হয়। গতবার আমি যখন আমাদের বাড়ী গেছলাম তিনি এসে আমাকে তাঁদের বাড়ী নেওয়ার জন্য কত সাধাসাধি করলেন, তোমার হুকুম নেয়া হয়নি বলেই ত বাবা আমায় যেতে দেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল। (ব্যঙ্গ স্বরে) আমার হুকুম! এতদিন ধরে যে তাঁর মেয়েকে মাস্টারের সঙ্গে একেবারে গোকুলের গোপিনী করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন কার হুকুম নেওয়া হয়েছিল শুনি?

আমিনা। আশ্চর্য, শফি কিন্তু দেখতে ঠিক মাস্টার ভাইয়ের মতোই হয়েছে। ও-রকম রঙ্ আর ওঁর মতো লম্বাটে গড়নও পেয়েছে। তোমার ত ও কিছুই পায়নি। বড় হলে ও হয়তো ওঁর মতো ভালো খেলোয়াড়ও হবে। দেখ না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ছেলে আমার এখনো মাঠ থেকেই ফিরল না।

[জামালের মুখে কে যেন কালির একটি পোঁচ বুলিয়ে দিল। সে আবার আপাদমস্তক চাদরটা টেনে নিল। মন চলল তার অতীতের দিকে—শফির জন্মের পূর্বে আমিনা কখন কয়বার বাপের বাড়ী গেছে, বাল্যকালে খেলাধুলার প্রতি তার আকর্ষণ কেমন ছিল, সে-সব স্মরণ করবার চেষ্টা করল। আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে। আমিনা টেবিলের উপর একটা হারিকেন রেখে গেল। সে মুহূর্তে বাইর থেকে ছ' সাত বছরের একটি সুন্দর ছেলে দৌড়ে ঢুকে পড়ল, তার পরণে হাফ পেন্ট গায়ে বগল-কাটা গেঞ্জী, একদম হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল :]

শফি। বাবা, বাবা! ক্লাস থ্রিকে এক্কেবারে দু'গোল দিয়েছি, এক্কেবারে দু'গোল, বাবা। (হয়তো বাবাকে এই অবেলায় শুয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হ'ল, চাদর ধরে টান দিয়ে বল্লে : বাবা! মা, বাবার কী হয়েছে, বাবা ওঠ না! এক্কেবারে দু'গোল, সোজা কথা?

জামাল। (চাদরের নীচ হতে মুখ বের না করেই ঝাঁজের সঙ্গে) যা হারামজাদা এখান থেকে।

শফি। (নাকি সুরে গোঁ ধরে সে বলেই চল্‌ল) না বাবা, ওঠো। বাঃ ক্লাস থ্রিকে দু'টা গোল দিলাম, তবুও তুমি উঠ্‌বে না? মা, বলো না বাবাকে উঠতে— ।

আমিনা। ওঠ না গো, ছেলে এমন করছে।

জামাল। করুক গে হারামজাদা ছেলে।

শফি। (মাটিতে পা আছড়িয়ে কান্নার ভান ক'রে বাবার হাত ধরে টানতে টানতে) বাবা, ওঠো না!

জামাল। (শফির গালে সাঁ করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে) হারামজাদা ছেলে, যা এখান থেকে। খবরদার, আমার কাছে আর আসিস্ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[শফি কিছুক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে ওপাশে ওর নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমিনা পাশে বসে তার গায়ে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল :]

আমিনা। ওঠ বাবা, ভাত খাবে চলো। তোর বাবার আজ মাথা খারাপ হয়েছে, তাই অমন করছে। তুই আর কাঁদিস না। আলুর চপ বানিয়েছি ; তোর জন্যেই ত বানালাম, ওঠ্ বাবা ! (মুখে একটা চুমু খেয়ে) আমার বাপ যে লক্ষ্মী ছেলে, ওঠো !

শফি। (বিছানায় পা আছড়িয়ে কান্নামিশ্রিত স্বরে) না, আমি খাব না, খাব না, যাও এখান থেকে। (বলে পাশ ফিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।)

আমিনা। (উঠে স্বামীর কাছে গিয়ে) খুব ত রাগ দেখালে, এবার ওঠো ! সব জুড়িয়ে যাচ্ছে না ? খাবে না নাকি ? (জামাল চুপ। আমিনা স্বামীকে ঠেলা দিয়ে) শুনছ ? ওঠো, খাবে না ?

জামাল। না, খাবো না। যাও বিরক্ত করো না। আমি আবার বিয়ে করব।

আমিনা। (হো হো ক'রে হেসে জামালের পাশেই গড়িয়ে পড়ল) এই কথা ! এতক্ষণ বলনি কেন ? এই ত আমারো মনের কথা। এতদিন আমার একা একা মোটেই ভালো লাগছিল না—বিয়ে করলে অন্তত একজন সঙ্গী ত হবে। শুনি আজকালকার ছেলেরা যুদ্ধে যেতে সাহস করে কিন্তু বিয়ে করতে সাহস করে না,—আর তুমি এক রকম যৌবনের ভাটিতে পা দিয়ে, এই ভর সন্ধ্যায় একেবারে খালি পেটেই এত বড় একটা দুঃসাহসিক কথা বলতে পারলে ! ধন্য তোমাকে, তোমার চরণে আমার হাজার হাজার সালাম। (বলে দু'হাতে জামালের দু'পা ধরে কপালে ঠেকাতে লাগল।) হ'ল ত, এবার ওঠো।

জামাল। না, আমি খাবো না, আমার ক্ষিধে নেই।

আমিনা। কেন ? আমি ত সজ্ঞানে বহাল-তবিয়তেই হুকুম দিচ্ছি তুমি একটি কেন আরো তিনটি বিয়ে কর। আমিও বরং তোমার সঙ্গে বরযাত্রী হ'ব। এর পর আর ক্ষিধে না থাকার কি কারণ থাকতে পারে পারে, শুনি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল। যাও, বিরক্ত করো না, বলছি আমার ক্ষিধে নেই। (সে এবার পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে রইল।)

আমিনা। ও ঝগড়ায় ওঁর পেট ভরে গেছে! অত ন্যাকামি করতে হবে না, ওঠো। শফি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, দেখছ না?

জামাল। ও হারামজাদাটা না খেলে আমার কি?

আমিনা। তাই নাকি? আমারও খাওয়ার বড় গরজ পড়েছে কিনা! ঝিকে বিদায় দিয়ে আমিও তা হলে শুয়ে পড়ব।

[ঝিকে ভাত দিয়ে বিদায় করে দিয়ে এসে আমিনা শফির পাশে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট দু'তিনেক চুপচাপ কাটার পর আমিনার নাক ডাকা শোনা গেল। জামাল ধীরে ধীরে চাদরের ভিতর থেকে মাথা বের করে দেখে নিলে চারদিকে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, সর্বত্র একটা নীরবতা ও নিস্তব্ধ ভাব। খরম ছেড়ে খালি পায়ে, আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে শফির শয্যা পার্শে গিয়ে দাঁড়ালে আর বেশ মনোযোগ দিয়ে শফির চেহারা ঠাহর ক'রে দেখতে লাগল। টেবিলের উপর থেকে বাতিটা নিয়ে এসে আরো ভালো করে কিছুক্ষণ ধরে দেখলো। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে এসে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ড্রয়ার টেনে একটা হাত-আয়না বের করলো। শফির পাশে দাঁড়িয়ে একবার শফির মুখ একবার নিজের মুখ আয়নায় মিলিয়ে দেখতে লাগলো। এ ভাবে মিনিট পাঁচেক দেখে আয়না ও আলোটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে, খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে আমিনার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।]

জামাল। (আমিনার হাত ধরে) ওঠো, ওঠো, আরে শোন।

আমিনা। এঁ ওঁ ক'রে নিদ্রিতের মতো চোখ না খুলেই পাশ ফিরে শুলো।)

জামাল। (জোরে ধাক্কা দিয়ে) শুনছ, ওঠো।

আমিনা। (ঘুমের ঘোরে) আহা, কে?

জামাল। আমি, ওঠো। আমার ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে।

আমিনা। বিরক্ত করো না, যাও এখন। আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে, আমি এখন উঠতে পারব না।

জামাল। আমার যে ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে। আর শফি যে খায়নি, তাকে তুলে খাওয়াতে হবে না?

আমিনা। (চোখ বন্ধ ক'রেই) না, আমি জানি তোমার ক্ষিধে পায় নি। শফির জন্য আর তোমার দরদ দেখাতে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল। (আমিনার হাত ধরে) আহা, ওঠো না ! আমার যে ভয়ানক অসুখ করেছে।

আমিনা। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) এঁ, কী অসুখ ?

জামাল। বার দু'তিনেক দাস্ত হ'ল যে !

আমিনা। (ধড়ফড় করে উঠে বসে) কি ? কি ? শুধু দাস্ত ? না বমিও ? (তার আঁচলের প্রান্তে একটু হাসিও দেখা গেল।)

জামাল। (আমিনার হাত দু'খানি নিজের হাতে নিয়ে) সত্যি বলতো।

আমিনা। (অবাক কণ্ঠে) তোমার বমি হয়েছে না দাস্ত হয়েছে, আমি সত্যি ক'রে বলব তার মানে ?

কামাল। দূর তা নয়। এই, এ, এ,—তোমার মাস্টার ভায়ের সঙ্গে তোমার—

আমিনা। দুল জোড়া তা হ'লে আমার এ মাসেই বানিয়ে দিচ্ছ ? ঐ জোড়া না হয় তোমার নূতন বৌকেই উপহার দিয়ে দেব। বিয়ে কবে হচ্ছে শুনি ?

জামাল। দূর, কি বিয়ে ! বিয়ের আর আমার দরকার নেই। এই পুরাতনই আমার কাছে চির-নূতন। (এ বলে, আমিনার দু'হাতে দুই চুম্বন দিয়ে দিলে।)

আমিনা। তোমার না দাস্ত হচ্ছে বল্লে, ডাক্তার ডাকতে হবে না ?

জামাল। (আমিনার হাত দু'খানি তুলে নিয়ে) লেডি ডাক্তার ত কাছেই রয়েছেন। অন্য ডাক্তারের দরকার নেই। আচ্ছা, বলো দেখি, সত্যি সত্যি শফি কি দেখতে তোমার মাস্টার ভায়ের মতো হয়েছে ?

আমিনা। (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হয়ত অভুক্ত স্বামী-পুত্রের জন্য তার দুঃখই হ'ল, হয়ত আর দেরী করা সমীচীন নয় ভেবেই বল্লেঃ) দূর্, তা কি করে হবে ? ও কখনো ওঁকে দেখেছে নাকি ? আমার বিয়ের কত আগেই তিনি আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন, শুধু বিয়ের সময় এক দিনের জন্য মাত্র এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ত আর দেখাই হয় নি আমার। বিয়ের তিন বছর পর শফি হয়েছে। ও কি করে মাস্টার ভায়ের মতো হবে ? তোমার যা বুদ্ধি, তোমার সজারুর কাঁটার মতো চুল আর খাঁদা নাকটি পর্য্যন্ত সে পেয়ে গেছে, তাও দেখতে পাচ্ছ না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল। (জামালের বুক থেকে এতক্ষণে যেন একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল, চোখ-মুখ হাসি-খুশীতে উঠল ভরে। ডান হাত দিয়ে আমিনার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বল্লে ঃ) কাল অফিসে যাবার সময় তোমার দুলের নমুনাটা আমার পকেটে দিয়ে দিয়ো। আর তোমার মাস্টার ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখতে চাও ত কাল খাম কিনে আনবো, ঠিকানা জানা আছে ত ?

আমিনা। দূর্, দরকার নেই। ঠিকানাও জানিনে। আর লিখেই বা কি হবে। ছাড়, তোমার না ক্ষিধে পেয়েছে ? ভাত দিইগে চলো। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

জামাল। হাতের কাছে এমন গরম জিনিস থাকতে কোন্ আহাম্মক আবার ঠাণ্ডা খেতে যায় ? (আমিনার ডান গালে একটি চুমু দিয়ে) বুঝলে, খাবার এখন থাক, এ অমৃতেই আজ সব ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। (ব'লে অন্য গালেও আর একটি চুমু এঁকে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন)

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পথ

[ঊনিশ চৌত্রিশের পহেলা জানুয়ারী—সময় সকাল আটটা। বালিগঞ্জের মোড়ে একতলা টালীর ঘর, বাইর ও ভিতর বেশ পরিষ্কার তকতকে। ছোট্ট বাড়ীখানিকে ঘিরে ছোট একখানি বাগান বিচিত্র লতাপাতা ও ফুলে শোভা পাচ্ছে। বারান্দায় সারি করে ফুলের টব সাজানো— সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দেবার পথের দু'পাশে দু'টি চকচকে লাল গোলাপ যেন হেসে আগন্তুক মাত্রকেই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সিঁড়ির পরে ডানে ও বাঁয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে লাল কঙ্করের পথ সদর রাস্তায় গিয়ে উঠেছে—সেই কঙ্কর-বিছানো পথের দু'পাশে বিচিত্র দেশী ও বিলেতী ফুলের চারা প্রাতঃসমীরণে দোল খাচ্ছে। সদর গেটে একটি ছোট সাইনবোর্ডে ইংরাজী অক্ষরে লেখা রয়েছে—এ. এন. চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে মফঃস্বলের পৈতৃক বাসস্থান অন্য আত্মীয়দের দান করে শহরের কোলাহলহীন একপ্রান্তে এ নিঃঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করছেন। গেট ঠেলে লাল কঙ্করের পথ বেয়ে বারান্দায় উঠে সাদা ধবধবে ক্লিক্‌নখানি সরিয়ে ভিতরে পা দিলেই টেবিলের পাশে গড়গড়ির নল হাতে বিশাল ভুঁড়িওয়ালা যে লোকটি বসে আছেন যাঁর আশ্বতোষী গোঁফের অরণ্য ভেদ করে ধীরে ধীরে ধূম নির্গত হচ্ছে, তিনিই এ. এন. চৌধুরী। এ মাত্র দেড়সেরী চা'র কাপটি নিঃশেষে শেষ ক'রে তিনি সেকালের বাদশাহের মতো বড় আরাম-সে ধীরে ধীরে তাম্রকুটের সেবায় লেগেছেন। টেবিলের অন্য পাশে আর একটি ফরমায়েশী চেয়ারে বসা যে বিশাল কায়াকে দেখা যাচ্ছে তিনি চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্যা অর্দ্ধাঙ্গিনী। দেহের পরিধিতে তিনি তাঁর স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেছেন : তাঁর বসবার চেয়ার ও শোবার খাট বিশেষ ফরমাইশ দিয়ে তৈরী করতে হয়। পাকা-কাঁচা মাথাটির নীচে তাঁর বিরাট গোলগাল মুখখানি দেখলে মনে হয়, যেন পাকা গোলাকার এক মিঠে কুমড়োর গায়ে দু'টো মানুষের চোখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিষ্টার ও মিসেস চৌধুরী নামক এ দুই বিরাট দেহের সুদীর্ঘ পরিণয়-জীবনের ফল একটি মাত্র মেয়ে, নাম রাণু। তা'র বয়স হয়েছে, কাজেই তা'র বাপ মা এবার তা'র বিয়ের জন্য খুব উঠে পড়ে লেগেছেন। আজ তা'কে দেখতে আসার কথা। দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হাত ঘড়ির দিকে নজর রেখে কুড়ি একুশ বছরের দু'টি তরুণী পর্দা ঠেলে চলচঞ্চল চরণে ঢুকে পড়লো। দীর্ঘ দেহা ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির নাম মায়া ; দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও স্থূল-দেহা, নাম তরু।]

মায়া। (ঘড়ি থেকে চোখ তুলে মিসেস চৌধুরীকে লক্ষ্য করে)—মাসী, মা, রাণু কই ? তা'র বরকে দেখতে এলাম, Boxing-এ রাণুর সঙ্গে পারবে কিনা দেখতে হ'বে ত !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরু। মাসী-মা, রাণু আমাদের লীডার, তা'র সঙ্গে লড়বার আগে তোমার জামাইকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে লড়ে হারাতে হ'বে। শিষ্যকে হারিয়ে তবেই ত গুরুর সঙ্গে লড়তে হয়।

মায়া। হাঁ মাসী-মা, তা' না হলে ঐ বরকে রাণু কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না।

তরু। করুক দিকি, করলে ক্লাবে আমরা তাকে সেন্সার দেবো।

মিসেস চৌধুরী। (হেসে—মিঠে কুমড়োও তাহ'লে হাসতে জানে !) হাঁ, হাঁ, তাই হ'বে। রাণু বাইরে আছে, তাকে ধরে এনে তোমরা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দাও ত মা। (মায়া আর তরু শিষ্ দিতে দিতে রাণুর সন্ধানে ছুটে গেল। (দোক্তা চিবোতে চিবোতে) দেখ তোমার মেয়ের কাণ্ড। বল্লাম, স্নান ক'রে নে, চুলটুলগুলো আঁচ্ড়ে একটু ভাল কাপড়-চোপড় পর, আজ নতুন বছরের প্রথম দিনও ত। মেয়ে ব'লে কিনা, আজ থেকে বছর হিসাব করলে কালও প্রথম দিন হবে—বছরের সবদিনই নতুন, দিন ত আর কোনটাই ফিরে আসছে না ; এ করলে যে রোজ রোজ পুতুল সেজে থাকতে হয়। বলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝারি হাতে ছুটেছে গাছে জল দিতে। মানাও মানে না, নিষেধও শোনে না।

মিঃ চৌধুরী। (হেসে) পাগল, আস্ত পাগল। পাগলীকে নিয়ে যে কি হ'বে ভেবে পাচ্ছি না।

মিসেস্ চৌধুরী। তুমিই ত নাই দিয়ে দিয়ে এই করে তুলেছ,— আমার কথা মতো ছোট কালে বিয়ে দিয়ে দিলে এত হ্যাঙ্গামও পোয়াতে হ'ত না, মেয়েও এমন অবাধ্য হ'ত না। ভগবানের কৃপা হ'লে এতদিনে দু'একটি নাতি নাতনির মুখও দেখতে পেতাম।

মিঃ চৌধুরী। বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তবুও কেন যে সে বিয়ের কথায় ক্ষেপে ওঠে, বুঝতে পারি না ! বিয়ের নামই শুনতে পারে না। পাগলী বলে কিনা, সে আগে বরের সঙ্গে Boxing করবে, বর যদি তাকে হারাতে পারে তবেই সে বরকে ও বিয়ে করবে। (বলে তিনি হো হো করে হাস্তে লাগলেন।)

মিসেস চৌধুরী। তুমিই ত তাকে এমন বেহায়া নির্লজ্জ বানালে ! মেয়ে মানুষকে এত নাই দিতে নেই ; দিলে এমনি মাথায় চড়ে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাপড়া শিখছে না হয় শিখুক ; পুরুষের মতো আবার ঘুষো-ঘুষী, সাঁতার কাটাকাটি, ছোরা ঘুরাঘুরি, এ সব কেন, বাবা !

মিঃ চৌধুরী। যাক্ এবার যদি সে রাজী হয় ! ছেলেটি বেশ, পড়াশোনায় খুব নাম-করা ; ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ; পি. আর. এস. পেয়েছে ; পি. এইচ. ডি'র জন্য তৈরী হচ্ছে ; বেশী না হোক প্রোফেসারী ত পাবেই।

মিসেস চৌধুরী। (চোখে মুখে হাসির হ্যারিকেন জ্বালিয়ে) আজ নতুন বছরের পয়লা, মনে আছে ?

মিঃ চৌধুরী। মনে ত আছে। তা, কী করতে হ'বে বলো !

মিসেস চৌধুরী। (বিস্ময়ের সুরে) কি করতে হ'বে ব'লে দিতে হ'বে ? আজ হঠাৎ অত ন্যাকা সেজে বস না। এতক্ষণ ধরে শেভ্ করনি কেন ?

মিঃ চৌধুরী। ও, তাই বল না কেন ? (উঠ্‌তে উঠ্‌তে) হাঁ, বছরের প্রথম দিনে ভালবাসার লাইট্ পোষ্ট গাড়তে হয় যে ! (অবস্থায় পড়লে মিঠে কুমড়োর গালেও তাহলে চুমো খাওয়া যায়,—মিঃ চৌধুরী মিসেস চৌধুরীর গাল নামক কুমড়োর দু'দিকে দুটো চুমো খেয়ে নিজের মুখখানি পেতে দিলেন। মিসেস চৌধুরী হাত দিয়ে দেখে—)

মিসেস চৌধুরী। এখন নয়, তুমি আগে শেভ্ করে এসো।

মিঃ চৌধুরী। তা'হলে আমার দুটো পাওনা রইল, মনে থাকে যেন ! শেভ করার পর, সুদ সমেত বুঝিয়ে দিতে হ'বে বলে রাখছি। (চাকর তক্ষণি এসে খবর দিল) ওঁরা এসেছেন।

মিঃ চৌধুরী। (চটির ভিতর পা ঢুকাতে ঢুকাতে বললেন) আমি ওঁদের বসাই গে, তুমি রাণুকে শীগ্‌গীর সাজিয়ে নাও।

[ঘেরা বারান্দায় চেয়ার টেবিল আগে থাকতেই সাজানো ছিল। সাদা ধবধবে এমব্রয়ডারী-করা টেবিল-ক্লথের উপর চারটি ফুলের তোড়া ফুলদানীতে শোভা পাচ্ছে। মিঃ চৌধুরী বারান্দায় পা দিতেই বর মিঃ এস্. এন. লাহা ও তাঁর তিন বন্ধু গগন চ্যাটার্জ্জি, সনৎ পাল ও সন্তোষ ঘোষ তাঁকে নমস্কার করলো। তিনি তাদেরে টেবিলের চারপাশে চেয়ারে বসালেন। লাহার রং কালো, ছিপ্‌-ছিপে চেহারা চোখ দুটি কোটরগত, মাথার চুল অর্দ্ধেকের বেশী পাকা, দেখলেই মনে হয় সরস্বতীর অতি বিশ্বাসী দিনমজুর। সনতের দাড়ি মোচ দুইই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কিছু আছে, ভুঁড়িটি বেরিয়ে গেছে, রসাল শরীর। গগন ক্লীন শেইভ্‌ড, ইয়া লম্বা, কিন্তু শরীরে হাড় ছাড়া মাংসের লেষমাত্র নেই। সন্তোষ দাড়ি রাখে না কিন্তু জুলফী আছে, সুশ্রী দেহগঠন, দেখলেই মনে হয় যেন শরীরের শিরায় শিরায় স্বাস্থ্য নেচে বেড়াচ্ছে।—বসতেই চাকর পরিচয়-চা, অর্থাৎ কিনা Introductory-চা এনে দিলে। স্টেজের মাঝখানে পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করতে হবে। একদিকে বর ও তার বন্ধুসহ মিঃ চৌধুরী চা পানে রত—অন্যদিকে মিসেস চৌধুরী রাণুর টয়লেটের সরঞ্জামগুলি এক একটি বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছেন। রাখতে রাখতে একটু একটু পাউডার স্নো নিজের মুখেও তিনি মেখে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ উস্কুখুস্কু মাথায়, হাঁটুর কাছাকাছি কাপড় ওঠানো অবস্থায়, আঁচলটি তখনও কষে কোমরে জড়ানো, হাতে পায়ে কাদা গোবর লেপ্টানো, ডান হাতে মুড়ো ঝাঁটা—এ অবস্থায়, তার বাবা ইশারা ইঙ্গিত করার আগেই রাণু ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—]

রাণু। (রাণুকে দেখলে মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর মেয়ে বলে কিছুতেই মনে হয় না—ঋজু স্লিম দেহখানি বেশ ঠাসা ও মাজা-ছোলা। অগ্নি-শিখার মতো রূপের শিখা যেন তার সারা দেহকে ঘিরে লিক্‌লিক্‌ করছে।) বাবা, আমায় ডেকেছো কেন ?

মিঃ চৌধুরী। (লজ্জাবনত অবস্থায়) ভিতরে তোমার মা'র কাছে যাও মা।

রাণু। বাবা, তোমার চাকরগুলি এমনি হারামজাদা, গোয়ালে কাদায় গোবরে একহাঁটু হয়ে আছে, একটু যদি পরিষ্কার করত ! তুমি বাবা গো-রক্ষা সমিতির ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট্‌, আর তোমার গোয়ালে গরুগুলি শোয় গোবরের ওপর !

মিঃ চৌধুরী। (মিনতির সুরে) যাও মা, ঐ ঘরে যাও। (ব'লে নিজে উঠে তা'কে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে লজ্জায় অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মতো গালে হাত দিয়ে একবারে ঘরের মেঝেই বসে পড়লেন।)

রাণু। (যেতে যেতে) এ মাসে চাকরদের বেতন দিতে পারবে না, বাবা। হারামখোর সব, খেয়ে খেয়ে খালি ঘুমোয়। ঐ টাকা কিন্তু আমাকে দিতে হ'বে ব'লে রাখছি।

[সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরায় মায়া ও তরুর ধারালো হাসি খিলখিল করে যেন ফেটে পড়তে লাগল। রাণুকে এ অবস্থায় দেখে তা'র মা ত প্রথম চিন্তিতা, তারপর অর্ধ-মূর্চ্ছিতা, পরক্ষণে জ্বলন্ত বয়লারের মতো লাল হয়ে যেন ফেটে পড়লেন।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস চৌধুরী। (কপালে করাঘাত করে) রাণু, তুই আমাদের মুখে আগুন দিলি।

রাণু। (মা'র মুখের দিকে চেয়ে) আগুন কোথায় মা, তুমি ত মুখে পাউডার স্নো মেখে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে যাবে না মা ?

মিসেস চৌধুরী। পোড়ারমুখী, মুখ সামলে কথা বলিস। আমি তোর বাবা নই যে সব মুখ বুজে সহ্য করব। ফের কথা বলবি ত ঘুষিয়ে দাঁত ঝেড়ে দেব। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ঝাঁটা হাতে বেটা ছেলেদের সামনে বড় মর্দামি দেখানো হচ্ছে। ভালো চাস্ ত, শিগ্‌গীর হাত মুখ ধুয়ে আয়।

[মায়া ও তরু রাণুকে নিয়ে বাইরে গেল।]

মিঃ চৌধুরী। (উঠে গিন্নীর কাছের চেয়ারটিতে বসে অনুচ্চকণ্ঠে) রাগ ক'রে আর কী হবে। পাগল, পাগল, আস্ত পাগল।

মিসেস চৌধুরী। (চোখ মুখ লাল ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে) পাগল না ছাগল, বদমাইস। দু'তিন দিন কষে পিট্টি লাগাও, দেখবে সব ঠিক হ'য়ে গেছে।

[বলে মিসেস্ চৌধুরী অলঙ্কারগুলি বের করে মুছে মুছে একটি রুপার থালায় রাখতে লাগলেন। মিঃ চৌধুরী মুখ কালো ক'রে থ হয়ে বসে রইলেন]

(পাশের ঘর)

সনৎ। (চা'র কাপটী হাত থেকে রাখতে রাখতে) এই বুঝি তিনি !

গগন। বোধ হয়।

সন্তোষ। (সিগারেটটি ঠোঁট থেকে নামিয়ে) হাঁ মিঃ চৌধুরীর ত অন্য কোনো মেয়ে নেই, নিশ্চয় এই তিনি।

লাহা। আরে, আসল দেখা ত বাকী। তবে বাহিরটি ত বেশ চমৎকার, যেন একখানি পল্লী-কাব্য, পল্লী-বাংলার কাদা মাটিও আছে অথচ শহরের বিলাস-চাকচিক্যেরও অভাব নেই।

গগন। কাব্য কি হে, যেন মূর্তিমতী কবিতা।

সনৎ। বেশ মেয়ে —লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, যেন বিংশশতাব্দীর কপালকুণ্ডলা !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষ। সত্যি, এ যেন সেকালের Amazon! লাহা, মাথায় তুলে নাও, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তবে ঘোমটা-ঘেরা নাদুস-নুদুস কোমলাঙ্গী, বাতাসে যে নুয়ে পড়ে, তেমনটি হ'ল না আর কি।

গগন। লাহা, কাব্যের থীম্ খুঁজে খুঁজে আর হয়রাণ হতে হ'বে না। বেড়ে থীম্ হবে কিন্তু; 'সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রিয়া' চমৎকার হেডিং, আজ গিয়েই একটা কবিতা লেখা চাই।

[লাহা বন্ধুদের মত শুনে আজ নিজেকে, অন্ততঃ বন্ধুমহলে হীরোই মনে করতে লাগল। ছোট্ট একখানি হাসি তার ঠোঁটের ওপর খেলা করতে লাগল। গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে রাণু তরু ও মায়া-সহ পাশের ঘরে এসে ঢুকলে,—মিসেস চৌধুরী আগে থাকতেই সিল্কের শারী ব্লাউজ, দামী অলংকার, পাউডার এসেন্স বের করে রেখেছেন।]

মিসেস চৌধুরী। ঐ কাপড় ছেড়ে শিগ্‌গীর এগুলো পরে নে।

রাণু।—না মা, এতেই চলবে।

মিঃ চৌধুরী। মা রাণু, শোন, নতুন লোক এসেছে, ময়লা কাপড় বদলে এটি প'রে নে লক্ষী মা। (বলে কাপড়খানি মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন।)

রাণু। না, বাবা, এতে বেশ চলবে। (নিজের পরনের কাপড় নির্দেশ)।

মিসেস চৌধুরী। জিদ করিস না রাণু। শিগ্‌গীর পরে নে'! (বলে একটা নেকলেস তার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য তুলতেই—)

রাণু। আমাকে দাও দিকিন মা! (তাঁর হাত থেকে নিয়ে বাক্সে রেখে দিলে।)

[রাণুর এই জিদ দেখে মায়া ও তরু খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে লাগল।]

মিসেস চৌধুরী। মুখে একটু পাউডার মেখে নে' মা। সকাল থেকে কিচ্ছু খাসনি, মুখটী শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।

রাণু। না মা, খোদার উপর খোদকারী করে লোক ঠকাতে আমি চাইনে।

মিসেস চৌধুরী। মুখটী বড় ময়লা দেখাচ্ছে রাণু, একটু স্নো মেখে নে' মা। মায়া, তুই একটু এসেন্স লাগিয়ে দে'ত ওর কাপড়ে, তরু, তুই মা ওর চুলগুলো একটু ঠিক করে দে'—। (ব'লে মিসেস চৌধুরী নিজেই রাণুর মুখে স্নো ঘষে দিতে লাগলেন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাণু। (মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মা'র দেওয়া স্নোগুলি মুখ থেকে মুছতে মুছতে বিরক্ত কণ্ঠে) না মা, ও-সব কিছুর দরকার নেই আমার। বাবা, তোমরা কি আমাকে পণ্যদ্রব্য পেয়েছ ? ভগবান যে রূপ নিজের হাতে দিয়েছেন ওতে যদি আমার বিয়ে না হয় কোনো দুঃখ আমি করব না। তাই ব'লে মেজে ঘষে এসেন্স আর পাউডারের সাইনবোর্ড দেখিয়ে বর জোটান আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। খাওয়াতে পরাতে যদি তোমাদের এতই কষ্ট হয়, কেন বলে দাও না, আমি না হয় চাকরীর সন্ধান দেখতাম।

[বলে রাণু গরগর করে যে ঘরে বর ও তার বন্ধুরা বসেছে সে ঘরে ঢুকে একখানি চেয়ারে বসে পড়লে ও সঙ্গে সঙ্গে মায়া আর তরু হাসি ছড়াতে ছড়াতে তার দু'পাশে দুই চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে। অগত্যা মিঃ চৌধুরীও এসে মেয়ের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালেন। মিসেস চৌধুরী অবাক হয়ে ওপাশে গালে হাত দিয়ে থ হয়ে বসে রইলেন।]

মিঃ চৌধুরী। এ আমার পাগ্‌লী, আপনাদের পছন্দ হবার কথা নয়, খামাখা কষ্ট দেওয়া।

বরের বন্ধুগণ। (একত্রে) না, না, বেশ চমৎকার মেয়ে আপনার।

সন্তোষ। বাংলা দেশের মেয়ে ; সে ত ছাঁচে ঢালা পিঠে, একটি দেখলে সবটি দেখা হয়ে যায়, একটি যা, অন্যটিও তা, একটির যে স্বাদ অন্যটিরও তাই। আপনার মেয়েতে তবুও কিছু বৈচিত্র্য দেখতে পেলাম।

রাণু। আপনাদের কি কি দেখতে হবে দয়া ক'রে শীগ্‌গীর দেখে নিন ; আমার জিমনেসিয়ামে যাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে।

সন্তোষ। লাহা, টোকাটি বের করো দিখি।

[লাহা জেব থেকে ছোট্ট এক টুকরা কাগজ বের করে সন্তোষের হাতে দিলে। মিসেস্ চৌধুরী পর্দায় কান লাগিয়ে দাঁড়ালেন।]

লাহা। (নিম্নস্বরে) প্রত্যেক পয়েন্টের পাশে নম্বর দিও।

সন্তোষ। (কাগজটি দেখে) ফার্স্টঃ চলু। (মায়া উঠে রাণুর বেণীটা খুলে চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলে।) লাহা, তুমি নিজে দেখে নাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই। যার মাল সে পছন্দ করে নেওয়াই ভালো। কি বলেন মিঃ চৌধুরী ?

[চৌধুরীর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া। লাহা জেব থেকে চশমাটি বার করে চোখে লাগিয়ে রাণুর সিল্কের মতো মসৃণ সুদীর্ঘ কেশরাজী ঠাহর করে নেড়ে চেড়ে দেখলে।]

লাহা। ঠিক হে।

[সন্তোষ, সনৎ ও গগনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নম্বর দিলে—এভাবে প্রত্যেক পয়েণ্টের পাশে নম্বর দেওয়া হ'তে লাগল।]

সন্তোষ। (মিঃ চৌধুরীকে) আজকাল কলেজে-পড়া শতকরা নব্বই জন মেয়ের কলেজ না ছাড়তেই চুল পেকে যায়, উঠে যায়, তাই চুলটাও দেখতে হ'ল।

মিঃ চৌধুরী। তা দেখুন।

সন্তোষ। নেক্সট্ ঃ দৃষ্টিশক্তি। (রাণুকে) দেখুন দিকি আমার দিকে, —চোখ টেরা কিনা দেখে নি।...বেশ আছে। লাহা, তোমার জেবে বজ্জাইস টাইপের ছাপা কপি আছে না ? দাও দিকি চশমা ছাড়া পড়তে পারেন কিনা দেখি।

[রাণু অতি স্বচ্ছন্দে তা পড়ল।]

সনৎ। নেক্সট্ ?

সন্তোষ। দাঁত। হা করুন দিকিন।

লাহা। সন্তোষ, উঠে বাজিয়ে দেখ—বাঁধাই টাঁধাই নয় ত ?

[সন্তোষ উঠে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে যা পারা গেল দাঁতগুলি সব দেখলে।]

সন্তোষ। বেশ ঠিক আছে। আচ্ছা, রোজ খাওয়ার পর দাঁত ব্রাস করেন ত ?

রাণু। হাঁ।

সন্তোষ। রোজ স্নান করার অভ্যাস আছে ত ?

রাণু। (ঘাড় নেড়ে) হাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষ। (ফর্দ দেখে দেখে) প্রতি সপ্তাহে হাতের নখ কাটেন ত ?

রাণু। হাঁ।

সন্তোষ। আচ্ছা, এবার গান।

[তরু উঠে ঘর থেকে হারমোনিয়ম এনে টেবিলের উপর রাখলে—রাণু হারমোনিয়ম সহযোগে একটি গান গাইলে।]

সন্তোষ। (গান শেষ হ'তে না হ'তেই) বেশ।

সনৎ। চমৎকার।

গগন। বেড়ে গলাটি কিন্তু। আচ্ছা, নেক্সট ?

সন্তোষ। তারপর হ'ল সেলাই।

মিঃ চৌধুরী। টেবিল-ক্লথটি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

রাণু। না, সন্তোষবাবু এটি মা'র হাতের সেলাই।

[পর্দার অপর পার্শ্বে মিসেস্ চৌধুরী কপালে করাঘাত করে]

মিসেস্ চৌধুরী। মরু পোড়ারমুখী, আমার মুখে আগুন দিলি।

সন্তোষ। যাক সেলাই কাজ শাশুড়ী মহাশয় জানলেও চলতে পারে। তিনি মেয়ে জামায়ের কাপড় সেলাই ক'রে দেবেন না ত কার দেবেন ?

গগন। গো অন। নেক্সট।

সন্তোষ। (নোট দেখে) রান্না।

মিঃ চৌধুরী। (চাকরকে উদ্দেশ্য ক'রে) ভোলা, জলখাবার নিয়ে আয়।

[চপ কাটলেট ইত্যাদি প্রত্যেকের সামনে এক এক প্লেট দেওয়া হল।]

সন্তোষ। (খেতে খেতে) বেশ রান্না ত।

গগন। আহ্ চমৎকার।

সনৎ। বাহ্, যে হাতের রান্না এত সুস্বাদু, না জানি সে হাতের চিমটি কত মধুর হবে ! আহ্ !

মায়া। রাণু, দু' একটি চিমটি সনৎবাবুকেও উপহার দিস্।

তরু। এখনি চান না ত সনৎবাবু ? (রাণুর ডান হাতখানি নিয়ে আঙুল দিয়ে তার নখগুলি যাচাই করে নিয়ে) না, ওর নখ আর একটু লম্বা না হলে চিমটির পুরোপুরি স্বাদ অনুভব করতে পারবেন না সনৎবাবু, কাজেই আজ থাক্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাণু। সন্তোষবাবু, এ রান্না আমার নয়, বাবুর্চির।

[মিঃ চৌধুরীর বিরাট মুখখানি এতটুকুন হয়ে গেল। মিসেস চৌধুরীর দাঁত কড় মড় ক'রে উঠল—বিধাতার হাতের তৈয়ারী না হলে ঐ মিঠে কুমড়ো হয়তো ফেটে খান খান হয়ে যেত।]

সন্তোষ। সেণ্ট্ পারসেণ্ট ভালো কবেই বা পাওয়া গেছে ? চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, এ কথা ত সর্বজনবিদিত। নেক্সট্ হচ্ছে—General Knowledge। আচ্ছা বলুন ত, টেনিস্ খেলায় দু'পক্ষে চল্লিশ হ'লে তাকে কি বলে ?

রাণু। ডিউছ্।

বরের বন্ধুগণ সমস্বরে। কোয়াইট্ রাইট্।

গগন। নেক্সট্।

সন্তোষ। Intelligence Test। আচ্ছা, যদি আপনাকে পাঁচটি রসগোল্লা দিয়ে বলে দেওয়া হয় যে আপনার স্বামীসহ এগুলি খাবেন, তা হলে আপনি কয়টি খাবেন আর আপনার স্বামীকে কয়টী দেবেন, বলুন ত ?

রাণু। কেন, নিজে চারটী খাবো, ওঁকে দেবো একটি।

সন্তোষ। স্বামীর প্রতি এ অবিচার কেন ?

রাণু। অবিচার কি রকম ? (লাহার প্রতি ইসারা করে) স্বামীর যা নমুনা দেখছি একটির বেশী কি উনি হজম করতে পারবেন ? না পারলেই অসুখ আর অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকলে আমারই কষ্ট, আর না বাঁচলে ত আমার সর্বনাশ।

সনৎ, সন্তোষ,গগন। (এক সঙ্গে) সাবাস, সাবাস ! বেড়ে বলেছে কিন্তু।

সন্তোষ। সত্যিই বেশ চালাক মেয়ে ত ! উত্তরটি আমাদের লাহারও খুব পছন্দ হবে নিশ্চয়। সেদিন 'নারীর স্বাস্থ্য' সম্বন্ধে আলবার্ট হলে সে যা বক্তৃতা দিলে, তাকে এক কথায় অরিজিনেল বলা যেতে পারে। আমাদের দেশের মেয়েরা যে নিজে না খেয়ে উপোস করে শরীরখানিকে শুকনো কাঠ করে তোলে এটাকে সেদিন সে সতীদাহ ও গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জনের ন্যায়ই কুসংস্কার বলে ঘোষণা করে-ছিল। তার নিজের স্বাস্থ্যটিও বিশেষ ভালো নয় বলে সে চায় যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার স্ত্রী হবেন তিনি যেন একটু খাইয়ে হন, খেয়েদেয়ে যেন বেশ স্বাস্থ্যবতী থাকেন। বেশ ফিলান্থ্রপিক্ আইডিয়া, নয় কি?

সনৎ। বেশ, তারপর?

সন্তোষ। Last but not the least : ধর্ম।

মিঃ চৌধুরী। (হেসে) আমরা মুসলমান বা খ্রীস্টান হয়ে গেলে কি খবরটা পেপারে বেরুত না, সন্তোষ বাবু?

সন্তোষ। তা হবেন কেন, বিয়েটা আমরা হিন্দুর কাছে ধর্মের অঙ্গীভূত বলেই জিজ্ঞেস করতে হয়। আচ্ছা (রাণুকে) পতি পরম গুরু, বিশ্বাস করেন ত?

রাণু। মোট্টেই বিশ্বাস করি না; বরং বিশ্বাস করি : পতি নারীর বড় রকমের একটা গরুড়, আমাদের ইহ-পরকালের বাহন।

সনৎ, সন্তোষ, গগন। ব্রেভো, চমৎকার। (সন্তোষ টোকার কাগজখানি লাহাকে দিতে দিতে।)

সন্তোষ। নাইনটি এইট্।

মিঃ চৌধুরী। আউট্ অপ্?

সন্তোষ। হানড্রেড্।

মিঃ চৌধুরী। পাশ নম্বর ত পেল। কিন্তু সব কথার সেরা কথা ত হ'ল, মেয়েটি আপনাদের পসন্দ হ'ল কি না!

সন্তোষ। যে মেয়ে হানড্রেডে নাইন্টী এইট্ পায় সে মেয়ে পসন্দ হবে না, কী বলেন? তবে (লাহার দিকে চেয়ে হেসে) লাহার পসন্দ যদি বিলেতের তৈরী হয়ে থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। কি বল হে? পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ ভালো নয়, তোমার মনের কথা তুমিই খুলে বলো।

লাহা। (সলজ্জ স্মিতহাসির সহিত) তা তোমাদের সব্বারই যখন পসন্দ হয়েছে, তখন আমার আর হবে না কেন?

মিঃ চৌধুরী। যাক, আমার এই পাগলী মেয়ে যে আপনাদের পসন্দ হয়েছে, তাতেই আমি ধন্য।

রাণু। (চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে) বাবা, এই বর আমার পছন্দ নয়।

[সবাই বিস্ময়ে মিনিট খানেক নির্বাক হয়ে রইল।]

মিঃ চৌধুরী। পাগলামি রাখ মা।

রাণু। পাগলামি নয়। যার নিজস্ব কোন মত নেই, বন্ধুদের মতামত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার করেই যার চলতে হয়, তাকে বিয়ে করার প্রবৃত্তি আমার নেই, বাবা।

মিঃ চৌধুরী। রাণু, তুই কি আমাদের সর্বনাশ না করে ছাড়বিনে ?

রাণু। বাবা, তোমরাই ত আমার সর্বনাশ করতে বসেছ। একটা রোগা ভগ্নস্বাস্থ্য লোকের হাতে আমাকে তুলে দিতে চাচ্ছ। আচ্ছা, বাবা তুমি কাছে এসে দেখ দেখি। (বাবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে লাহাকে দেখিয়ে) এই দেখ, মাঝে মাঝে মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে কিনা ? চশ্‌মাটা কত পাওয়ারের বলুন ত, মিঃ লাহা ? চশ্‌মা ছাড়া এক হাত দূরেও যে লোক দেখতে পায় না, সে আবার আসে পরীক্ষা করে দেখতে আমার দৃষ্টিশক্তি ! (লাহাকে) হা করুন দিকিন ! এই দেখ বাবা, সামনের দাঁতগুলো বাঁধানো কিনা,—নীচের মাড়ীতে দেখ পাইরিয়া হয়েছে কিনা ? (লাহার শীর্ণ ডান হাতখানি হাতে নিয়ে) বাবা দেখ, যেন বকের ঠ্যাং।

[ব'লে রাণু, মায়া ও তরু হো হো করে হাসতে লাগল। তক্ষুণি মিসেস্ চৌধুরী পর্দার আড়াল থেকে তাঁর সুবিপুল দেহ দুলাতে দুলাতে একটা বঁটি হাতে দৌড়ে এসে রাণুর প্রতি মারমুখো হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।]

মিসেস্ চৌধুরী। হারামজাদী, তোকে আমি এক্ষুণি খুন করব। (মায়া ও তরু তাঁকে ধরে, বঁটিটী কেড়ে নিলে।) তোর বিদ্যের দেমাক বের করছি। যদি আমি বাপের বেটি হই, আজ ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যাকেই পাকড়াও করতে পারি, সে চামার মেথর যাই হউক তার সাথেই তোর বিয়ে দেব, দেব, দেবই। (এই পর্যন্ত বলার পর তবে তিনি দম নিতে পারলেন।) এমন সোনার চাঁদ বাবা আমার, তুমি কিনা তাকে অপমান করছ। গায়ে লাগে না, না ?

রাণু। তোমার সোনার চাঁদ বাবা তোমারই থাক, মা। দোহাই, আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করো না। (সন্তোষকে) আচ্ছা সন্তোষ-বাবু, আমাদের দেশে কি হিট্‌লারের মতো লোক জন্মাবে না, যে এ-রকম রোগজীর্ণ অকর্মন্য লোকগুলোকে ধরে ধরে খোজা বানিয়ে দেবে, —তা'হলে এদেশ থেকে রোগ শোক অনেকখানি কমে যেতো। আচ্ছা বলুন ত, কি রকম অদ্ভুত সাইকলজী, স্বাস্থ্যবানের চেয়ে এদেশের রোগা বুড়া ও অকর্মন্য লোকগুলোই বেশী বিয়ে-পাগলা হয় কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিঃ চৌধুরী। ও-সব ন্যাকামি রাখ রাণু।

রাণু। ন্যাকামি আমি করছি বাবা, না তোমাদের এই শ্রীমান আদর্শ বর মহাশয় করছেন দেখবে? (হারমোনিয়মটি তুলে নিয়ে দপ্ করে লাহার সামনে রেখে) গান ত শুনেছেন, এখন নিজে শোনান ত দেখি।

লাহা। (নম্রস্বরে) আমি ত গান জানি না।

রাণু। দেখলে বাবা, ন্যাকামী কে করছে? নিজে সা. রে. গা. মা.ও জানেন না, অথচ স্ত্রীটি বেশ ভালো গাইয়ে হওয়া চাই। মিঃ লাহা নিজে কুৎসিত হউন, স্ত্রীটি কিন্তু উর্বশী না হলে মন কিছুতেই ওঠে না ; নিজে রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য হউন, স্ত্রীটি কিন্তু স্বাস্থ্যবতী হওয়া চাই ; নিজে পাপের মধ্যে ডুবে থাকুন, কিন্তু ঘরের গিন্নী সতীসাধ্বী না হলে মনে শান্তি থাকে না। পুরুষ আপনারা, এই ত আপনাদের মন !

মিঃ চৌধুরী। হাঁ বাবা, তোমার ডিপ্লোমাগুলি সঙ্গে আছে?

লাহা। (জেব থেকে বের করে) হাঁ, এই দেখুন।

মিঃ চৌধুরী। (রাণুর সামনে ধরে) দেখ্ মা, মুখের কথা নয়, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, পি-আর-এস !

রাণু। (ডিপ্লোমাগুলির দিকে চোখ না দিয়ে) বাবা, আমি কি তোমাকে বা ওঁকে অবিশ্বাস করছি? কিন্তু বলি, ঐগুলো তাবিজ বা মাদুলী ক'রে গলায় বাঁধলে কি অসুখ সারে বাবা? সক্রেটিস থেকে লুডোভিকি পর্যন্ত এই এক কথাই ত বলেছেন যে, রুগ্ন মানুষের সন্তান-সন্ততি রুগ্ন হবেই। ওঁর শরীরের রোগবীজ আমার শরীরে, আমার শরীর থেকে আমার সন্তান-সন্ততির দেহে সংক্রমিত ক'রে কার কী লাভ হবে, বাবা?

মিসেস্ চৌধুরী। (খালি চেয়ার একখানি চট করে তুলে নিয়ে রাণুর মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসলেন) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! পোড়ারমুখীর ও-মুখ আমি থ্যাঁৎলে গুঁড়ো করব এক্ষুণি (চেয়ার রাণুর মাথায় পড়ার আগে মায়া ও তরু তাঁকে ধরে ফেল্লে।) ছাড়ো, ছাড়ো, ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে তবে আমি ক্ষান্ত হবো। (মায়া ও তরু চেয়ারখানা কেড়ে নিয়ে তাঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলে)।

রাণু। বাবা, সত্যি সত্যি আমাকে যদি বিয়ে করতেই হয়, তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরোগ স্বাস্থ্যবান বর খুঁজে এনো, আমি এই মুহূর্তেই বিয়ে করব। যার নিঃশ্বাসে স্বাস্থ্যের সুরভি নেই, যার চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে, মাথার কেশ সাদা হয়ে গেছে, তেমন লোককে বিয়ে করে কি কিছুমাত্র সুখের আস্বাদ পাব মনে কর? যে নিজে জীবন ও যৌবনকে ভোগ করতে পারছে না, সে কি করে অন্যকে ভোগ করবে? সন্তোষ বাবু, যৌবনের সুরার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সুরভি যদি না মিশে, সব কি বিস্বাদ লাগবে না?

মিসেস্ চৌধুরী। স্বাস্থ্য টাস্থ্য আমি বুঝি না; আজ সূর্যাস্তের আগেই কিন্তু তোমাকে বিয়ের মত দিতে হবে, এই কথা মনে রেখো।

রাণু। তাই যদি তোমার পণ হয়, মা, তা বেশ। পিতৃপণরক্ষার্থে রামচন্দ্র চতুর্দশ বছরের জন্য বনবাসে যেতে পেরেছিলেন, আর মাতৃপণ পালনার্থে আমি কি বিয়ে করতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। (সন্তোষের দিকে ফিরে) তা'হলে সন্তোষ বাবু, আপনি কি রাজী হ'তে পারেন না?

সন্তোষ। হতে পারতাম, কিন্তু আমার আইডিয়া যে আপনাদের সঙ্গে বনবে না। আইডিয়ার মিল-ই হচ্ছে বিবাহিত জীবনে সুখের ভিত্তি; সেই ভিত্তিই যদি পাকা না হয় তখন পদে পদে হ'বে কলিশন, ফলে দিন-রাত ঘটবে এক্সিডেণ্ট্। নারী-স্বাধীনতা, নারী—আন্দোলন, সমানাধিকার-বাদ, যা সব আপনাদের আদরের বুলি—পেট্ চাইল্ড্, তা আমার দু'কানের বিষ। ও-সবে আমার বিশ্বাস ত নে-ই, বরং ও-গুলোকে আমি পাগলামি বলেই মনে করি।

রাণু, মায়া ও তরু। (একসঙ্গে) কেন, কেন? মনোপলীতে হাত পড়বে বলে নাকি?

সন্তোষ। দেখুন, অ'ল বেঙ্গল, অ'ল ইণ্ডিয়া, অ'ল এশিয়া ইত্যাদি যত গাল-ভরা নাম নিয়েই আপনারা হৈ হৈ রৈ রৈ করে বেড়ান না, আসলে এ-সবের পশ্চাতে কোনো সবল মানসিকতার পরিচয় নেই; এহচ্ছে অসহায় দুর্বলের হা হুতাশ মাত্র। আচ্ছা, বলুন ত, এ কি রকম কথা, আপনারা বিনিয়ে বিনিয়ে বক্তৃতা দেবেন, আর সেই বক্তৃতার বেশীর ভাগ বক্তৃতা যে পুরুষের তৈয়ারী তা আর কে না খবর রাখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলুন! প্রস্তাব পাশ করবেন ঃ ইয়া চাই, উহা চাই, সমানাধিকার চাই, ভোট চাই, চাকুরী চাই, পুরুষের অধীনে থাকব না, পুরুষের তোয়াক্কা রাখিনে ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ সেই সভার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভলাণ্টিয়ারী করতে হয় আমাদের, লাল পাগড়ী বেঁধে গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হয় পুরুষদের। মোটরটা নিজেরা ড্রাইভ করে মিটিং হলের দুয়ার পর্যন্ত পেঁাছিয়ে দিলে-ই তবে আপনারা ভিতরে বসে, পুরুষের দেওয়া পাউডার স্নো মেখে, পুরুষদের দেওয়া শাড়ী উড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে নারীশক্তির জয় ঘোষণা করেন, এই ত? এ সব ন্যাকামী আমার রুচিতে সয় না, মিস্ রাণু। কাজেই আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে অ'ল ইণ্ডিয়ার বিশাল ক্ষেত্র ছেড়ে আমার অপরিসর ক্ষুদ্র রান্নাঘরখানিকেই আশ্রয় করতে হবে, নিজের হাতে রাঁধতে হবে, নিজের হাতে সকলকে খাওয়াতে হবে, নিজের ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হ'বে।

রাণু। (বিস্মিত হয়ে) সন্তোষ বাবু, মনে রাখবেন এটা মধ্যযুগ নয়; আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে এটা বিংশ শতাব্দী।

সন্তোষ। এইটে বিংশী শতাব্দী এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ আছে বলেই এর ট্রাজেডী আমি ভুলতে পারছিনে। আমাকে চাকরের হাতে, আমার ছেলেমেয়েকে ধাই'র হাতে bottle feeding-এ সোপর্দ করে আপনি সভায় সভায় হৈ হৈ করে বেড়াবেন এ আমার ধাতে সইবে না, বিশেষত সন্ধ্যাবেলায় সখন মোটর-ভাড়াটা আমাকেই চুকাতে হবে। মিঃ চৌধুরী, এই ক'রে মেয়েরা পৃথিবীটাকে রসাতলে দিলে এরা এখন ছেলেমেয়েকে দুধ খাওয়াবেন না; বোতল ক'রে জলা গোদুগ্ধ খাইয়ে খাইয়ে পৃথিবী থেকে জিনিয়াস ও প্রতিভাকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করে দিলে,—মাতৃদুগ্ধ ছাড়া মানসিক শক্তি ও প্রতিভার যে স্বাভাবিক বিকাশ হয় না এ ত বিজ্ঞানের ক খ-এর ছাত্রও জানে। দেখছেন না, আজকাল পৃথিবী থেকে জিনিয়াসের সংখ্যা কেমন করে কমে গেছে। চারদিকে শুধু মিডিউকার, মিডিউকার। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে পাউডার-দুগ্ধে প্রতিপালিত হলে মস্তিষ্কের অপূর্ণতা, বুদ্ধিবৃত্তির পঙ্গুতা ঘটাইবে; কাজেই পৃথিবীটাকে এই মিডিউক্রিটির হাত থেকে বাঁচতে হলে breast-feeding

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই-ই। [মায়া ও তরু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।] হাসছেন ? জিজ্ঞাসা করি, এই যে মুখে পাউডার ঘসে সুন্দর হবার চেষ্টা করেছেন, এ কার টাকায় ?

মায়া। কেন, স্বামীর টাকায়।

সন্তোষ। হাঁ, লাহা না হয় সাহার টাকায় ত হবেই। হয় বাবার, নয় ভাইয়ের, নয় স্বামীর টাকায়, এ ত জানা কথাই। তবু সমানাধিকার দাবী করেন আপনারা !

তরু। কেন করব না, আমরা কি মানুষ নই ?

সন্তোষ। মানুষ বলেই করা উচিত নয়। সমানাধিকার দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু সে সঙ্গে জীবনের সমস্ত দায়িত্বও সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে ; ঘরভাড়া একশ' টাকা হ'লে যে-স্ত্রী সমানাধিকার দাবী করে, তাকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা ; বাড়ী খরচ যদি দু'শ লাগে, তাকে দিতে হবে একশ', ছেলেমেয়ের খরচও সমানভাগে ভাগ ক'রে নিতে হবে। যে নেবে, তাকে আমি সমান অধিকারের চেয়েও বেশী অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী আছি। নেবেন এইভাবে সমানাধিকার, মিস্ রাণু ?

রাণু। সন্তোষ বাবু, ও-সব বদ্‌খেয়াল ছাড়ুন।

সন্তোষ। বলবেনই ত বদখেয়াল, তখন পাউডার মেখে ফর্ ফর্ ক'রে বেড়ানো সম্ভব হবে না কিনা। তখন যে রীতিমত পরিশ্রম করতে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হবে।...এখন বুঝলেন ত, আমাকে বিয়ে করা পরের রোজগারের প্যারাসাইট্‌দের পোষাবে না। তা ছাড়া, আমার আরও আপনাদের কথায়, বদ্‌খেয়াল আছে, শুনবেন ?

রাণু। বলুন দিকি, আর কী কী বদ্‌খেয়াল আছে আপনার। বেশ ইণ্টারেষ্টিং বদ্‌খেয়াল কিন্তু।

সন্তোষ। আমি বহু-বিবাহে বিশ্বাস করি, প্রয়োজন হ'লে নিজেও একাধিক বিয়ে করতে পারি, এবং ওটাকে কিছুমাত্র অন্যায়ও মনে করি না।

[মায়া, তরু ও রাণু হো হো করে হেসে উঠল।]

রাণু। সদ্য মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে আসেন নি ত সন্তোষ বাবু ?

সন্তোষ। কেন, বলুন দেখি।

রাণু। আপনাকে ত কিছুতেই এ যুগের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু-বিবাহকে সমর্থন করতে পারে এমন শিক্ষিত মানুষ এ যুগে আছে এ কল্পনারও বাইরে।

সন্তোষ। আপনাদের কল্পনার দৌড় ত আর সাময়িক পত্রিকার বাইরে নয়, সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় 'সবজান্তা' সম্পাদকদের ভাসা ভাসা মন্তব্য পড়ে মনে করেন, জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে আপনারাই বিশেষজ্ঞ। বহু-বিবাহ প্রচলন ছিল বলে দেখছি মধ্যযুগের প্রতি আপনাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মধ্যযুগের বহু-বিবাহের সন্তানদের চেয়ে এ-যুগের এক-বিবাহের সন্তানেরা কি শৌর্য্য বীর্য্য দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ? শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যে সভ্যতার চিরস্থায়ী সম্পদ যা, তা ত মধ্যযুগেরই সৃষ্টি। সে সব জটিল কথা না হয় আজ থাক। এইবারের সেন্সাস্ রিপোর্ট পড়েছেন?

রাণু। না, কেন বলুন ত?

সন্তোষ। কত লক্ষ মেয়ে surplus আছে জানেন?

রাণু। ও জেনে কী হবে?

সন্তোষ। তাই ত বলি, আপনাদের পক্ষে নারী-আন্দোলনও নিছক ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবাদপত্রে নাম ও ছবি ছাপা হলেই মনে করেন ভিক্টোরিয়া ক্রস্ লাভ হয়ে গেল, অথচ নারীজীবনের দুঃখ ও অভাব কোথায় তারি খবর পর্যন্ত রাখেন না। আপনাদের বহু অল্ইণ্ডিয়া নারী-আন্দোলনকারীকে দেখেছি সভায় নারী-স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করে বেড়ান, অথচ বাড়ী ফিরে এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই সাহস পান না, পর্দার আড়ালে নেপথ্যে থেকে কথা বলতে হয়। কাজেই এই আর্থিক দুর্গতির দিনে ন্যাকামি ক'রে অভিভাবকের টাকার শ্রাদ্ধ নাই বা করলেন।

রাণু। সেন্সাসে নারীর সংখ্যা বেশী হয়েছে, সে ত সুখবর, সন্তোষ বাবু। আমাদের ভোটের সংখ্যাও বেশী হবে।

সন্তোষ। বিবাহযোগ্য পুরুষদের চেয়ে এই যে লক্ষ লক্ষ বিবাহযোগ্যা অতিরিক্ত মেয়ে রয়ে গেল, ভোট কি এদেরে স্বামী দিতে পারবে? প্রেম দিতে পারবে? মাতৃত্ব দিতে পারবে?

রাণু। নারী-জীবন কি শুধু বিবাহের জন্যই, সন্তোষ বাবু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষ। যে নারী স্বাস্থ্যবান স্বামীর জন্য এমন পাগল, তার মুখে এই প্রশ্ন শোভা পায় না, মিস্ রাণু। জানেন, অন্নক্ষুধার মতো ইন্দ্রিয়ক্ষুধা বলেও একটী দুর্দমনীয় ক্ষুধা মানুষের শিরায় শিরায় বিরাজ করছে, নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের পবিত্র পাথর চাপা দিয়েও তাকে কোনদিন চেপে রাখতে পারা যায়নি, আজও যাবে না। কাজেই লক্ষ লক্ষ মেয়েকে অসম্মান ও পাপের জীবন থেকে বাঁচাতে হলে তাদের স্বামী দিতে হবে, প্রেম দিতে হবে, মাতৃত্ব দিতে হবে। এবং তা দিতে হ'লে পুরুষের সংখ্যা যেখানে নারীর চেয়ে কম সেখানে বহু-বিবাহের প্রচলন ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন ?

রাণু। আপনি নিজে কয়টীকে স্বামী ও মাতৃত্ব দান করে ধন্য করেছেন জানতে পারি কি ?

সন্তোষ। একটিকে করেছি, সম্প্রতি আর একটির সন্ধানে আছি।

রাণু। (বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে) তাই নাকি ? এতক্ষণ বলেন নি কেন ?

সন্তোষ। আমি ত আর বিয়ে করতে আসিনি যে বলব। যে সব মেয়েরা ঐ সব স্বামী, প্রেম ও মাতৃত্ব-বঞ্চিতা হতভাগিনীদের একটুখানি স্বামী ও মাতৃত্বের অংশ দিতে অনিচ্ছুক তা'রা কি করে নারী-আন্দোলন ক'রে বেড়ায়, এইটাই আমি আশ্চর্য মানি।

রাণু। সন্তোষ বাবু কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান নি ত !

সন্তোষ। ওদের যত ঠাট্টাই করুন, মিস্ রাণু, মনে হয় নারী সম্বন্ধে ওদের ব্যবস্থাই সব চেয়ে উত্তম। তাই ওদের সমাজে নারীসমস্যা নেই।

রাণু। তা'হলে মুসলমান হচ্ছেন বলুন ?

সন্তোষ। মুসলমান হই বা না হই, অন্তত এইটুকু স্বীকার করতে আমার দুর্বলতা নেই যে, ওদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে এদেশে পতি-তার সংখ্যা কমত, পাপের সংখ্যা কমত, আত্মহত্যার সংখ্যা কমত জারজ সন্তানের সংখ্যা কমত, ভ্রূণ-হত্যার সংখ্যা কমত।

রাণু। বহুবিবাহ প্রচলন থাকা সত্ত্বেও ওদের সমাজ কি আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত ?

সন্তোষ। ওদের অবনতির কারণ ত বহুবিবাহ নয়, মিস্ রাণু। অন্য বহুবিধ কারণে ও-সমাজ এখন অধঃপতিত, কিন্তু বহুবিবাহ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধবা-বিবাহ অন্তত একটি ক্ষেত্রে ওদের অসম্মান কমিয়েছে। বাংলাদেশে ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যান্য অপরাধে সংখ্যানুপাতের চেয়েও ঐ সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও রাজধানী থেকে মফঃস্বল পর্যন্ত কোথাও ঐ সমাজে পতিতার সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশী নয়। বহু-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ঐ সমাজে বহু নারীকে, বহু মানব-সন্তানকে সম্মানের জীবন দান করেছে ; তারা শান্তিময় গৃহ পেয়েছে, প্রেমময় স্বামী পেয়েছে, গৌরবময় মাতৃত্ব পেয়েছে ; স্বামী ও পিতার সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সর্বোপরি দুর্লভ মানব জীবনকে উপভোগ করতে পারছে।

রাণু। এতদিন কবিগুরুর কল্যাণে বিশ্বপ্রেম কথাটিই শুনে আসছিলাম, সন্তোষ বাবু, এবার আপনার কল্যাণে বেশ্যা-প্রেম কথাটিও শুনতে হ'ল।

সন্তোষ। মিস্ রাণু, যাদের বেশ্যা বলছেন তারাও আপনারি মতো মেয়েমানুষ ; আপনারি মতো তাদেরও মা ছিল, বাপ ছিল, ভাই ছিল, ভগ্নী ছিল ; আপনারি মতো সুযোগ পেলে তারাও হয়ত মা, ভগ্নী ও বধূ হিসাবে সম্মানের জীবন যাপন করতে পারত কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে ও সামাজিক অব্যবস্থায় তারা আজ জীবনের সমস্ত গৌরব থেকে বঞ্চিত।

তরু। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) সন্তোষ বাবু, আপনার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আজ আমাদের জিমনিসিয়ামে যাওয়াই হ'ল না দেখছি।

রাণু। সন্তোষ বাবু, সত্যিই কি আপনি বিয়ে করেছেন ?

সন্তোষ। মিস্ রাণু, ঐটিই ত আসল কথা, মিস্‌দের জন্য বিনা মেঘে অশনিপাত !—(বলতে বলতে উঠে) মিঃ চৌধুরী, তা হ'লে আজকের জন্য উঠি।

(সকলের উঠে পড়া)

মিঃ চৌধুরী। (উঠে দুই হাত জোড় ক'রে) আপনারা দয়া করে আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। সত্যি, আপনাদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হ'ল। মেয়ে আমাকে এমন ক'রে অপমান করবে বিশ্বাস করতে পারিনি।

গগন। নিজের মেয়ের মন না জেনে পরের মন জানার আগ্রহ বিশেষ ভালো নয়, মিঃ চৌধুরী। ভবিষ্যতে এই কথাটি মনে রাখলে আপনার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের অনেক উপকার হবে। মেয়ের টিউটার ফিউটার কেউ ছিল না ত? বিশ্বাস কি, বাংলাদেশের মেয়েরা যত প্রেম করেছে তার চার-ভাগের তিনভাগ ত নিজের টিউটারের সঙ্গেই। এ মেয়ে নিশ্চয়ই কারও প্রেমে পড়েছে, না হয় আমাদের লাহার মতো তৈয়ারী বরকে কেউ প্রত্যাখ্যান করে!

মিঃ চৌধুরী। রাণু, সত্যিই তুই আমাদের মুখে আগুন দিলি।

মিসেস্ চৌধুরী। (চেয়ার ছেড়ে উঠে) হারামজাদী পোড়ারমুখী, তোর মতো মেয়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়। ভগবান যেন তোর এ কালা মুখ আমাকে আর না দেখান! (বলতে বলতে তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন। মিঃ চৌধুরী বর ও তার বন্ধুদের গাড়ীতে তুলে দেওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।)

রাণু। কী করা যায়, মায়া! দিল্লীকা লাড্ডু তোমার মতো খেয়ে পস্তানো ভালো, না তরুর মতো না খেয়ে পস্তানোই ভালো? বল্ দেখি।

মায়া। আমার মতে কাজটা ভালো হ'ল না। লাহাকে বিয়ে ক'রে ফেল। পি. আর-এস্ পেয়েছে, শীগ্‌গির প্রফেসারী পেয়ে যাবে।

রাণু। স্বাস্থ্যটা যে ভাই যা ইচ্ছে তা। সন্তোষটার বেশ স্বাস্থ্য, না? চোখে আর ঠোঁটে যৌবন যেন নেচে বেড়াচ্ছে। তবে হতভাগাটা যে বিয়ে ক'রে ফেলেছে!

মায়া। আরে ভাই, টাকাই আসল, টাকা থাকলে স্বাস্থ্য পর্যন্ত কিনতে পারা যায়। এতদিন পড়াশোনার চাপে ছিল বলেই হয়ত এরকম হয়েছে। এখন মাসে মাসে মুঠো মুঠো টাকা পাবে, খুব ক'রে খাওয়াবে আর ফুর্তিতে রাখবে, দেখবে বছরের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ।

রাণু। সন্তোষটা বেশ ছিল, না মায়া?

মায়া। অত আইডিয়েলিষ্ট মানুষকে বিয়ে করতে নেই, বৌ-এর উপর ওর আইডিয়েলিজ্‌মের experiment করতে করতেই প্রাণান্ত করে ছাড়বে। আমি বলি, এখনো সময় আছে, লাহাকে ডাক্। আজ কালকার এ দুর্দিনে রোজগারী বর কোথায় মিলে বল? কি বলিস? [তরু নীরব, অনেকক্ষণ ধরে সে যেন কি চিন্তায় পড়েছে।] সত্যি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিয়ে ভেঙ্গে গেছে খবর পেলে কতজন, সন্তোষের ভাষায় স্বামী-বঞ্চিতা, প্রেম-বঞ্চিতা, মাতৃত্ব-বঞ্চিতারা হা করে আছে, তোদের গেট পার হয়ে রাস্তায় পা না দিতেই লুফে নেবে ওকে।

[তরু হঠাৎ দ্রুত বাইরে যেতে যেতে—]

তরু। এক মিনিট ভাই, আসছি।

মায়া। এই যে, যে-কোনো সভায় ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা মেয়েরা এসে টাউন হলের মতো জায়গায় স্থান সংকুলান অসম্ভব করে তোলে, তার কয়জনের বর জুটেছে? খবর পেলেই দাঁত পড়েছে কি চুল পেকেছে কেউ দেখবেও না। পাশ করেছে আর চাকরী পেয়েছে বা পাবে শুনেলেই লাহার দুয়ার মোটর-ষ্ট্যাণ্ড্ হয়ে উঠবে। আচ্ছা তরু কোথায় গেল দেখ ত, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে ভাই।

[দুজনে জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো তরু দ্রুত রাস্তার ওপাশে তাদের বাসার দিকে ছুটে যাচ্ছে।]

রাণু। তোর আবার তরুকেও সন্দেহ? আচ্ছা, তোর হ'ল কি, মায়া? বিয়ের পর থেকে তুই খালি সকলকে সন্দেহ ক'রে বেড়াস্ কেন?

মায়া। আমি যে-কেনো শপথ করে বলতে পারি, তরু নিশ্চয়ই দাউ মারবার মতলব এঁটেছে। তোদের গেট পার হলেই সে তার বাবাকে লাহার পেছনে লেলিয়ে দেবেই, বলে রাখলাম।

রাণু। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে দেখে নিয়ে) ওরা ত বাবার সঙ্গে আলাপ করছে, দেখছি এখনও মোটর ছাড়েনি। তা'হলে ডাকব?

মায়া। ডাক, তুই স্বাস্থের কথা ভাবিস্ কেন? আরে বোকা, স্বামী ত হাতের পাঁচ, সেবিং ব্যাঙ্কের জমা টাকা। রাণুর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে) চেহারাখান্য যা আছে, ও নিয়ে লাহার বন্ধুমহলকে, চাই কি সন্তোষকে পর্যন্ত নাচিয়ে বেড়াতে পারবি।—ডাক।

রাণু। (জানালা-পথে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে) বাবা, ওঁদের নিয়ে এস, আমি রাজি।

[শুনে মিসেস্ চৌধুরী ভিতর থেকে দৌড়ে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলেন।]

মিসেস্ চৌধুরী। তাই ত মা, আমি বলি আমার পেটের মেয়ে কি অমন হতে পারে!(সে সময় মিঃ চৌধুরীর বর ও তার বন্ধুগণসহ পুনঃ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবেশ) ওগো, পাগলি মা আমার, এতক্ষণ ঠাট্টা করছিল শুধু—দুষ্টু ত। [তারপর রাণুর হাতখানি নিয়ে লাহার হাতে দিয়ে, তিনি দু'হাত আকাশে তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন ঃ] চিরজীবী হও, দীর্ঘজীবী হও, শতায়ু হও।

[স্টেজের ভিতর থেকে সমস্বরে উলুধ্বনি। মিসেস্ চৌধুরী আনন্দে খুশীতে তন্ময় হয়ে তাড়াতাড়ি মেয়ে-জামাইর সামনেই মিঃ চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে সেই unshaved অবস্থায় কাঁটা কাঁটা দাঁড়ির মধ্যে দুটোর যায়গায় সেই মুহূর্তেই কম-সে-কম দশটি চুমু গুঁজে দিলে,—মিঠে কুমড়োও তা'হলে চুমু খেতে জানে। উলুধ্বনি ও মিসেস্ চৌধুরীর শেষ চুমুর সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন।]

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির বিরম্বনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির বিড়ম্বনা

[কবি নির্জন কামরায় বসে কাব্যের মিল তালাশে মশগুল, সামনে খাতা, হাতে কলম। পাশে একটা সুবৃহৎ বাংলা অভিধান।]

মা। (কবি-জননী, চুকতে চুকতে) এত বেলা হ'ল, তুই কি নাওয়া খাওয়া করবি না নাকি, মণি ?

কবি। (বিরক্ত কণ্ঠে) ধ্যেৎ মা তুমি-ই সব মাটি করলে।

মা। (কাছে এসে) বাবা, আগে খেয়ে নে, তারপর লিখিস্।

কাব। (বাম হাতে টেবিলে কিল্ দিয়ে) মা, তোমাদের জন্য দেখছি কিছুই করতে পারব না—চুলোয় যাক্ নাওয়া খাওয়া।

মা। দেখ দেখিন বাবা, মুখ শুকিয়ে কত টুকুন হয়ে গেছে,—চোখ কোটরে ঢুকে গেছে।

কবি। (টেবিলের উপর কলম ছুঁড়ে ফেলে, আয়নাটা উঠিয়ে নিয়ে) কোথায় আমার মুখ শুকিয়েছে ? এমন ভাসা ভাসা চোখকে মা তুমি বলো কোটরে ঢুকেছে ? এবার ঢাকা গেলে তোমার জন্যে একটা বেশ পাওয়ারওয়ালা চশমা আনতে হবে দেখছি।

মা। (পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে) পাগলামী রাখ মণি ! আয় বাবা খেয়ে নে। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ওমা, কে যেন আসছে। (তিনি ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন— মণি আয়না দেখে চুল ঠিক করে কলম তুলে নিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে লেখায় মনোযোগ দিলে। জনৈক মোক্তারের প্রবেশ।)

কবি। কা'কে চাই ?

মোক্তার। মশায়কে দেখে আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল !

কবি। কেন ?

মোক্তার। মশায় হচ্ছেন আমাদের দেশের গৌরবের গৌরীশঙ্কর। আপনার যশোকীর্ত্তন আজ দিকে দিকে নিনাদিত। আপনার কাব্য-সাধন-সাফল্যের মন্দ মন্দ সৌরভে দেশের আকাশ বাতাস ভুর ভুর করছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি। (কানে হাত দিয়ে) মশায়, সব শব্দের অর্থ জানেন ত ?

মোক্তার। লোকের মুখে শুনি—

কবি। তাই বঙ্গভাষার মাথায় এমনি ক'রে নির্বিকারভাবে গদা ভাঙ্‌ছেন ?

মোক্তার। কোন্ এক বড়লোক না বলে গেছেন : যে দেশে একজন কবি জন্মে সে দেশ ধন্য। আজ আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি ধন্য !

কবি। খোসামোদ জিনিষটা বাসি হয়ে গেছে, জানেন ? অন্য কথা থাকে বলুন, না হয়—(বাইরের দিকে ইসারা।)

মোক্তার। সেদিন 'দিবা-সূর্য্য' মাসিকে আপনার একটি চমৎকার কবিতা পড়লাম—'মধুমক্ষিকার প্রেম'।

কবি। পড়ে বুঝেছেন ত ?

মোক্তার। চমৎকার কবিতা মশায়, একেবারে ব্রাণ্ড্। আই-এস্-সি ফেল করার preparation এর সময় মনে করতাম : কবিরা কোনো প্রকারে হয়ত মানুষের মনের আন্দাজ করতে পারেন,—এখন দেখছি কীট পতঙ্গ মায় গাছপালার মনের খবরও কবিরা দিব্যচক্ষে দেখতে পান। আমাদের এমনি পোড়া চোখ, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরেও মানুষের মধ্যে কোথাও এতটুকু প্রেমের বালাই দেখছিনে—আর আপনি মধুমক্ষিকার প্রেম আলাপন নিজের কানে শুনেছেন !

কবি। (গম্ভীরভাবে) কবি হওয়া অত সহজ নয়। বহু জন্মের পুণ্যের ফল।

মোক্তার। সম্পাদক লিখেছেন, কাগজের নাম 'দিবা সূর্য্য' আপনিই নাকি suggest করেছেন—মার্ভেলাস্ নাম, প্রভাত-সূর্য্য না, রাত্রি-সূর্য্য না, একেবারে দিবা-সূর্য ! কার মাথায় আস্‌ত বলুন ত এমন নাম ?

কবি। (সঙ্কোচের সহিত) তা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।

মোক্তার। কবি মাত্রেই স্বভাব-লাজুক।

কবি। তা এ গরীবের দ্বারা মশায়ের কি কোনো উপকার—

মোক্তার। (বিনীতভাবে) আমি এবার লোকেল বোর্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী—

কবি। ভোট চান ত ? তা আর বলতে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোক্তার। তা না, জনাব।

কবি। তবে কি নমিনেশনে যেতে চান? ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলতে হবে? তা ম্যাজিষ্ট্রেট ত একটা আস্ত গাধা, কবিতাও বোঝে না, কবির যোগ্য সমাদর করতেও জানে না। বেটা আমাকে সাব্‌রেজিষ্ট্রারের নমিনেশন দিলে না সে-বার!

মোক্তার। না, সে সব আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

কবি। (উত্তেজিত ভাবে) তবে কি করতে হবে চট্ ক'রে বলে ফেলুন। আমার কবিতার ভাব জুড়িয়ে যাচ্ছে, দেখছেন না?

মোক্তার। (সঙ্কোচের সহিত) অনুগ্রহ করে আমাকে একটা 'ইলেক্‌শন্ মেনিফেস্টো' লিখে দিতে হবে।

কবি। কি? কবিকে লিখতে হবে 'ইলেকশন্ মেনিফেস্টো'? মাতঃ বসুন্ধরে (উঠে সজোরে) দ্বিধা হও! (মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ব'সে পড়ে) মশায়, আমি গদ্য লিখতে জানি নে। লেখা দূরে থাক, গদ্যে কথা বলতেই আমার ঘাম ছুটে যায়।

মোক্তার। গদ্যের দরকার নেই; কবিতায় লিখতে হবে, ছেলেরা যেন রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে গেয়ে ক্যানভাস করতে পারে।

কবি। (উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে) কাব্য সরস্বতীকে দিয়ে ক্যানভাসিং। স্পর্দ্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি। বেরো, বেরো! রবি ঠাকুরের কাছে যেতে পার না?

মোক্তার। (যেতে যেতে) তাঁর কবিতা যে লোকে বোঝে না!

কবি। বেটারা, আমি সহজ করে লিখি বলেই আমার যত অপরাধ! দেখ তবে, এবার থেকে আমিও এমন দুর্বোধ্য করে লিখব যেন কারও পক্ষে দন্তস্ফুটনও সম্ভব না হয়—অভিধানেও যেন শব্দার্থ খুঁজে না মেলে!

(মোক্তারের প্রস্থান।)

কবি। (নিজে নিজে হাত নেড়ে কবিতার লাইন আওড়ানো ঃ)

আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা!

চমৎকার লাইনটি এসেছে! রবীন্দ্র-কাব্য-মহাসাগর মন্থন করে বের করুক ত দেখি এমন একটি লাইন? শুধু নোবেল প্রাইজ পেলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এখন 'আচম্বিতা'র একটা ঠিক মিল দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলেই ব্যাস। (গভীর চিন্তার সহিত মিল তালাস, মুখে আওড়ান—)

আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা !

(ডিকশনারী তালাস—)

মা। (দোঁড়ে এসে) বাবা, তুমি অমন করছ কেন ?

কবি। (জোরে, রাগের সহিত) মা, একটুখানি চুপ কর না ! এই এল ...(আকাশের দিকে তাকিয়ে)

আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা !

চরণে নূপুর বাজে তব কটি-বাস অসম্বৃতা।

হাঁ, এবার আর যায় কোথা—

মা। ওমা, কী হবে গো—

কবি। হায় রে অপদার্থ বঙ্গ-জননী, তোমার কবির ভাগ্যে এ দুর্গতি !

মা। বাবা, ভাত খাবি চল্।

কবি। কী বল্লে মা ?

মা। ভাত।

কবি। ভাত কি ? কবিতা, কবিতা হচ্ছে, মা ! ভাত চুলোয় যাক ! আগে কবিতা শোন মা। আকাশে এলায়ে—ইত্যাদি।

মা। কবিতা কি, বাবা ?

কবি। এ্যাঁ, কবিতা বঝো না, মা ? ট্রেজিডী, চমৎকার ট্রেজিডী ! কবি-জননী কবিতা কি তা বোঝে না ! এমন দেশ জাহান্নামে যাক্। (একটু চুপ থাকার পর) মা, সত্যিই কি তুমি আমার মা ?

মা। ওমা, আমার মণি বলে কি ? আমার কি হবে গো ! (বাইরের দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ কান্না থামিয়ে) ওমা, আবার কে যেন আসে ? (ভিতরে প্রস্থান)

(এক ডাক্তারের প্রবেশ।)

কবি। (ব্যস্ত হয়ে) কী চাই ?

ডাক্তার। আপনার যশঃসৌরভে আমরা মধুলুব্ধ ভ্রমরের দল—

কবি। আসল কথা কি, তাই বলুন।

ডাক্তার। আপনার কবি-প্রতিভার অক্ষয় জয়-ঢংকা—

কবি। চুপরাও, ষ্টুপিড্ ! সময়ের মূল্য বোঝ না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার। আপনার একটু অনুগ্রহ—

কবি। চট্ করে বলে ফেলো ! (আওড়ান) "আকাশে এলায়ে..."

ডাক্তার। (এলোচুলের সন্ধানে উপরের দিকে ব্যর্থ দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়ার পর) আমি একটি নতুন পেটেন্ট ঔষধ বের করেছি।

কবি। তা বেশ করেছো। লোক ঠকাবার এর চেয়ে সোজা আর সস্তা উপায় হতেই পারে না। তা আমাকে বুঝি বোকা ঠাওরে এক কৌটা বেচতে চাও ?

ডাক্তার। বিজ্ঞাপনের জন্যে, আমার ঔষধের গুণ বর্ণনা করে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে আপনাকে।

কবি। কবিতা ! ঔষধের উপর কবিতা ! বেটা ইডিয়ট্ বেরো আমার ঘর থেকে ! (উঠে গলা ধাক্কা—ডাক্তারের প্রস্থান)

(লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এক কানা ভিখিরির প্রবেশ)

কবি। ভিক্ষে চাও বুঝি ? (ড্রয়ার থেকে একটা টাকা ছুঁড়ে মেরে) যাও, ভাগো !

কানা। (টাকা কুড়িয়ে নিয়ে) আমার একটি প্রার্থনা, হুজুর !

কবি। যাও, আমি খোদা নই—সব প্রার্থনার মালিক ত ঐ তিনি।
(উপরের দিকে আঙুলি নির্দেশ)

কানা। খোদা কি হুজুর কবিতা লিখতে জানেন ?

কবি। তোমারও আবার কবিতা চাই নাকি ? রস ত উথলে উঠছে দেখছি বেটার !

কানা। গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করার জন্যে আমাকে হুজুর একটি কবিতা লিখে দিতেই হবে।

কবি। বেটা ননসেন্স্ রাসকেল ! (উঠে বেদম প্রহার।) আমাকে পাগল পেয়েছ বেটারা ! কবিতা, না খেলা ?

[কানার কান্না শুনে' 'কি' 'কি' ব'লে অনেকের প্রবেশ। কানাকে ছাড়িয়ে নেওয়া। ছাড়া পেয়ে কানার প্রস্থান। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের প্রবেশ।]

মা। আমার মণি কেন পাগল হ'ল গো ! আমি কেমন করে বাঁচবো গো—

কবি। (রেগে) ষ্টুপিড মা কোথাকার, চুপ করো। তুমি আমার মা নও, অশিক্ষিত মা শত্রুতুল্য।

মা। বাবা, তুমি পাগল হয়েছ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি। মা, আমি কবি হয়েছি।

মা। আমি ভিতর থেকে সব দেখেছি, বাবা। আমাকে আর ঠকাতে পারবে না। পাগল না হলে তুমি আপনা আপনি শূন্যের দিক চেয়ে চেয়ে কথা বলবে!

কবি। আমি পাগল হইনি, কবি হয়েছি।

মা। আমার মণি কা'কেও কোনোদিন একটা কটু কথা বলেনি, পাগল না হলে সে আজ অনর্থক এত লোককে অপমান করলে! বেচারা কানাকে অনর্থক এত মার মারলে; টাকা ছুঁড়ে ফেল্লে! আমার কি হবে গো—

সকলে। আহা, হায় হায়, আফসোস্—।

মা। (টেবিলের উপর থেকে খাতাটি লোকদের দিকে ঠেলে দিয়ে) তোমরা সব দেখ না এখানে কি সব লিখছিল, আর হাত নেড়ে নেড়ে বক্‌বক্ করছিল।

সকলে পড়া। 'আকাশে এলায়ে... !' ইত্যাদি।

সকলে—(আকাশের দিকে তাকিয়ে) কোথায় এলোচুল, কোথায় ?

কবি। তোমরা দেখবে না, দেখবে না, কবি না হলে এসব দেখা যায় না।

সকলে। নিশ্চয় পরীয়ে পেয়েছে। নিশ্চয়। না হয় আর কিসে আকাশে চুল ছড়াবে ? নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে।

মা। আমার মণি গো! আমার কি হবে গো—

কবি। (রেগে) মা, মা, মা!

মা। তোমরা কেউ শীগ্‌গির ওঝাকে ডাকো!

(একজনের প্রস্থান)

কবি। মা, তোমরা কি আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না ?

মা। পাগল হতে আর বাকি কোথায়, বাবা!

কবি। আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না। আমি দেশত্যাগী হ'ব। (বাইরের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা।)

মা। ধরো, ধরো। পালাবে। জোরে ধরো। (সকলে মিলে ধরা।)

[ওঝার প্রবেশ। লম্বা দাড়ী, লম্বা কোর্তা, হাতে লাঠি ও একটি কেতাব, মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি।]

মা। মিয়াজী, আমার মণিকে বাঁচাও! তুমি যা চাও তাই দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঝা (কিছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর) পরীর আছর, অর্থাৎ পরীর দৃষ্টি পড়েছে ; আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। তোমরা কেউ শীগ্‌গির একটা আমের ডাল আনো ত। কচি ডাল...

(আমের ডালের জন্য একজনের প্রস্থান।)

কবি। হারামজাদা বেটা, পরীর আছর ! আমি তোমার গর্দান নেব।

ওঝা। তোমরা সকলে ভালো করে ধরো। (আরবীতে মন্ত্র পড়ে আমের ডালের বাড়ি দিয়ে ভূতের নজর ছাড়াতে লাগল।)

কবি। (হাত পা ছোঁড়াছোঁড়ি আর গালাগালি) আমি আত্মহত্যা করব মা, জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরব—

মা। কখন হঠাৎ পালিয়ে যাবে ঠিক নেই, তখন আমার সর্বনাশ হবে গো, সর্বনাশ হবে গো, সর্বনাশ হবে ! দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধো ! (সকলে মিলে দড়ি দিয়ে বন্ধন।) মিয়াজী সাহেব, ঝাড়তে থাকুন। তোমরা কেউ দৌড়ে গিয়ে ওর বাবার কাছে টেলিগ্রাম করে দাও, যেন শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে শীগ্‌গির এসে পড়েন। (একজনের প্রস্থান) আমার কি হবে গো !...(খাতাটি টেবিলের উপর থেকে নিয়ে) এ খাতাই যত নষ্টের গোড়া—এর উপর নিশ্চয়ই পরীর নজর পড়েছে...। (খাতাটির উপর হারিকেন থেকে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া)

কবি। আমার কবিতা, আমার কবিতা ! আমার কবিতা !! (চেঁচিয়ে কান্না)

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতা

[মৃগেন্দ্র স্ত্রী ও ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাটে কাব্য লেখা ছাড়িয়া একটা পাঠশালা খুলিয়া বসিয়াছে— সে অনেক দিন। সম্প্রতি সে বিপত্নীক হইয়াছে। বেত্রদণ্ড হস্তে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে শাসন করিয়া তদবিনিময়ে যাহা আদায় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা তাহার ভাবনানুযায়ী হয় নাই, ফলে তাহার ভাবনাই শুধু বাড়িয়াছে। বেত্রদণ্ডকে শুধু যে ভূত ও মানুষে ভয় করে তাহা নয় ; দেবদেবীরাও তাহাকে ভয় করিয়া এড়াইয়া চলেন। কাজেই সরস্বতীর সঙ্গে তার শিষ্যদের এবং লক্ষ্মীর সাথে তার নিজের রীতিমত হাতাহাতি চলিতেছে। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয় নাই, কিন্তু সুদীর্ঘ টিকির কৃষ্ণত্ব লোপ পাইয়া তাহাতে শুভ্রতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে। মঙ্গলবার। মৃগেন্দ্র এখনো আসিয়া পেঁৗছে নাই। দুই একটি করিয়া বিদ্যার্থী বগলে ছেঁড়া চাটাই, হাতে কোণা ভাঙা শ্লেট ও ছেঁড়া বাল্যপাঠ লইয়া ব্যাঘ্র-সন্নিধানে মেষশাবকের মতো ধীরে ধীরে ঢুকিতেছে—ঢুকিয়া হাতলভাঙা চেয়ারখানি খালি দেখিয়া এই প্লীহাভারাক্রান্ত আধমরা বঙ্গ-সন্তানগুলি চীৎকারের চোটে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। একটি বড় গোছের ছেলে চালে গুঁজিয়া রাখা সুদীর্ঘ বেত্রদণ্ডটি বাহির করিয়া নিজের ধুতির খুঁট দিয়া মুছিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। ধুতির খুঁট দিয়া মুখের ও গলার ঘাম মুছিতে মুছিতে মৃগেন্দ্র দ্রুত ঢুকিয়া পড়িয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ততোধিক ভয়ার্ত্ত দণ্ডায়মান বালকগুলির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল :] এরে রাম বাবু এসেছিলেন ?

বালকগণ (সমস্বরে)। না, স্যার। না, স্যার।

[কৌতুক করিবার জন্যই বোধ হয় পিছন হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল :]

এসেছিল, স্যার।

মৃগেন্দ্র। (ভীত বিস্মিত কণ্ঠে) এ্যাঁ,—এসেছিল ?

[রাম বাবু স্থানীয় জমিদার—মৃগেন্দ্রের স্কুলে তথা মৃগেন্দ্রকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করেন। নিজের বিদ্যা ও সাহায্যের গর্বে প্রায়ই তিনি আসিয়া মৃগেন্দ্রকে ধমকাইয়া শাসাইয়া উপদেশ দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন,— কাজেই মৃগেন্দ্র তাঁর ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত।]

বালকগণ। (সমস্বরে) না, স্যার। ভোলা মিথ্যে কথা বলছে, স্যার।

মৃগেন্দ্র। (বেত হাতে নিয়া) কি রে ভোলা ? হারামজাদা ষ্টুপিড ! (সব চুপচাপ !) এদিকে এসো। ফাজলামী পেয়েছো ? (বলিয়া বেদম প্রহার দিলেন।) কাল না পড়িয়েছি : মিথ্যা বলা মহাপাপ। ধর কান। বল পাঁচ বার : মিথ্যা বলা মহাপাপ। (ভোলা কান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরিয়া তাহাই করিল। ক্লান্ত মৃগেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া ধুতির খুঁট দিয়া বাতাস করিতে করিতে) চেয়ে আছিস? পাপিষ্ঠ নরাধমগণ নরকেও তোদের স্থান হবে না। দেখছিস না, গরমে ভিজে যাচ্ছি? বাতাস কর, বাতাস কর,—একথা রোজ রোজ বলতে হ'বে? (দশবার-জন বালক উঠিয়া আসিয়া কেউ খাতা দিয়া, কেউ শ্লেট দিয়া, কেউ কোট খুলিয়া গুরুদেবকে বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট তিনেক বাতাস করার পর, মৃগেন্দ্র শান্তস্বরে বলিল ঃ) যাও। (নিমেষে বালকগণ যথাস্থানে গিয়া বসিল।) বল, রবি অর্থ কি?

বালকগণ। (সমস্বরে) সূর্য, স্যার।

মৃগেন্দ্র। (বেত হাতে উঠিয়া মুখ ভেঙচাইয়া) সূর্য! আমি কি বলে দিয়েছিলাম? (বলিয়া সপাং করিয়া ঘরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্যন্ত বেত চালাইতে লাগিল। তারপর যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ঃ) রবি মানে মার্তণ্ড, গাধারা!

বালকগণ। (সমস্বরে)—হ্যাঁ স্যার, মার্তণ্ড, মার্তণ্ড।

মৃগেন্দ্র। মার খেলেই তবে তোদের স্মরণ হয়! আচ্ছা এবার বল, তিন ত্রিঙ্কে কত?

বালকগণ। নয়, নয় স্যার।

মৃগেন্দ্র। বেশ, (বেত উঠাইয়া) এই হচ্ছে আসল গুরু, এর স্পর্শ না লাগলে কি বুদ্ধি খোলে? আচ্ছা, সূর্য ঘোরে না পৃথিবী ঘোরে?

বালকগণ। সূর্য, স্যার। সূর্য, স্যার।

মৃগেন্দ্র। বেশ। আচ্ছা, রাম বাবু আসলে কি ঘোরে?

বালকগণ। পৃথিবী, স্যার পৃথিবী।

মৃগেন্দ্র। বেশ, বেশ। এখন সব চুপ করে বসে বাইরের দিকে নজর রাখবি। দূরে রামবাবুকে দেখলেই আমাকে জাগিয়ে দিবি। আর ভোলা, দুর্গা, মণ্টু, তোরা এসে তোদের ডিউটিতে লেগে যা। (বলিয়া মৃগেন্দ্র টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল—ভোলা, দুর্গা তার গা টিপিতে শুরু করিল। মণ্টু এক একটা করিয়া পাকা চুল উঠাইতে লাগিল। মিনিট দুই চারের মধ্যে বুঝা গেল ঃ অভ্যাস মতো মৃগেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা গোলমাল করিতে লাগিল। প্রথম মারটা মণ্টুর গায়ে খুব করিয়া লাগিয়াছিল বোধ হয়, হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মনে একটা দুষ্টামি খেয়াল আসিয়া পড়িল—একটা সরু রশি খুঁজিয়া আনিয়া তাহা দিয়া সে মৃগেন্দ্রের টিকিখানি চেয়ারের ব্যাকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। তারপর ভোলা ও দুর্গাকে লইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়া হাসিতে লাগিল। হঠাৎ বাইরে জুতার শব্দ শুনিয়া সকলে সমস্বরে ঃ) রাম বাবু, রাম বাবু, স্যার।

[মৃগেন্দ্র লাফাইয়া উঠিতে গিয়া টিকির সঙ্গে বাঁধা চেয়ার-সহ একেবারে পড়িমরি অবস্থায় কোনো প্রকারে মাথা নেয়াইয়া দুই হাত জোড় করিয়া দুয়ারের দিকে একটা নমস্কার করিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া ভালো করিয়া তাকাইতেই দেখিল ঃ রাম বাবুর পরিবর্তে তাহার বন্ধু হরিশ সংবাদপত্রিকা বগলে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। মৃগেন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করিতে করিতে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। হরিশ তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া চেয়ারখানি খুলিয়া লইল। ছাড়া পাইয়া মৃগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মেষের পালের উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো বালকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। তারপর পাঁচ মিনিট ব্যাপী সপাং সপাং শব্দ ও বিচিত্র সুরে কান্না ও চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। হরিশ পাশে একটা টুলের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। মৃগেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ হাঁপাইয়া লইয়া তার পর কথা বলিতে পারিল।]

মৃগেন্দ্র। যা, কেউ দু' পয়সার বিড়ি নিয়ে আয়। (কেউ উঠিল না) যাও! (পয়সা বোধ হয় কারও জেবে ছিল না, এইবারও কেউ উঠিল না ; কাজেই মৃগেন্দ্রকে আবার বেত্র হস্তে উঠিতে হইল।) হারামজাদা বেটারা, কেউ পয়সা আনিস্‌নি ? (বলিয়া ফের মার আরম্ভ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের জেবে ট্যাকে হাত দিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। বিনয়ের জেবে বুঝি একটি আনি ছিল, ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে চিনা বাদামের লোভ তাহাকে সংবরণ করিতে হইল।)

বিনয়। স্যার, আমি নিয়ে আসছি। (বলিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে দৌড় দিল। ফিরিয়া আসিয়া ছেলেটি বিড়ি হাতে দিতেই মৃগেন্দ্র বিড়িশুদ্ধ নিজের হাতখানি উপরের দিকে তুলিয়া বলিল)ঃ

মৃগেন্দ্র। বেশ, বাবা, এই ত বেশ ছেলে। আশীর্বাদ করি, বাবা, দীর্ঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবি হও! (তারপর দুই বন্ধু বিড়ি ধরাইয়া চোঁ চোঁ টানিতে লাগিল।)—আজকে কাগজে কিছু পেলে, হরি?

হরি। না, মাত্র তিন চারটি কর্মখালি শূধু দেখতে পেলাম, একটাও জুৎ হবে না।

মৃগেন্দ্র। আচ্ছা, 'কর্মখালি' নাম দিয়ে একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়?

হরি। বেশ হয়, কিন্তু টাকা?

মৃগেন্দ্র। আমার মনে হয়, ঐ রকম একটা কাগজ বের করলে টাট্‌কা সন্দেশের মতো হু হু ক'রে বিক্রী হবে।

হরি। কিন্তু বলি, টাকা দিবে কে?

মৃগেন্দ্র। বেশ হত কিন্তু, কর্মখালি ছাড়া আর কিছুই ছাপতাম না আমরা। এখন দেশের বৃহত্তম সমস্যা হল বেকার সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে কর্মখালির উপর। এই কর্মখালি না ছাপিয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি খালি কখন মুসোলিনী হাসল, কখন কামালপাশা কাঁদল, ডি ভ্যালেরা কখন হুমকি দিল, মহাত্মা ক'দিন উপোস করলেন, এসব বাজে সংবাদ দিয়েই আগা-গোড়া কাগজ ভর্তি করে রাখে। হাঁ, তবে (অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে) তোমার রাম বাবুর বিরুদ্ধে প্রথম সংখ্যাতেই একটি বেনামি পত্র আমি ছাপাবই ছাপাব!

হরি। তুমি একটা আস্ত নিমকহারাম দেখছি। রামবাবু তোমাকে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করেন, আর তুমি তাঁর বিরুদ্ধে কাগজে লিখবে?

মৃগেন্দ্র। আরে, ওঁর জ্বালায় ছেলে পড়ানো আমার অসম্ভব হয়ে উঠলো যে! ছেলেদের মারলে তিনি অসন্তুষ্ট হন; পরের ছেলে পিটাবো, তা ওঁর কেন এত মাথা-ব্যথা বলত? আচ্ছা হরি, তুইই ভেবে দেখ, ছেলেপেলে না পিটালে কি কখনো শায়েস্তা থাকে! ধর না আজকের ঘটনা। আচ্ছা করে না পিটালে কি এ-রকম রোজ রোজ ঘটবে না?

হরি। তা ত বটে, তা ত বটে। আর পিটানো কি, হাড় ভেঙ্গে দিতে হয়। (বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল।)

মৃগেন্দ্র। আরে, তার চেয়েও মজা। তিনি আমাকে ভূগোল শিখাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান। হা, হা, বলেন কিনা ঃ সূর্য ঘোরে না, পৃথিবী সূর্যের চার-দিকে ঘোরে। তোর বিশ্বাস হয়? কেন হ'বে? চিরকাল নিজের চোখে দেখে এবং নিজের কানে শুনে এলাম ঃ পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে। আর এখন তোমার রামবাবু মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য দিয়ে আমাকে যেন কিনে ফেলেছেন; বলে কিনা ঃ সূর্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে; ছেলেদের এ-রকমই শিক্ষা দিতে হবে! আচ্ছা, এসো, বাইরে এসো। (বলিয়া দুই বন্ধু বাইরে গেল; দাঁড়াইয়া উপরে আকাশের দিকে তাকাইল।) এখন সূর্য মাথার উপর, সকালে কোথায় ছিল? ওই পূব আকাশের কিনারে ত, এখন সেখান থেকে আসতে আসতে আমাদের মাথার উপর এসে-গেছে; কিছুক্ষণ পর সারা আকাশ পেরিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবে যাবে। তবুও বলব ঃ সূর্য স্থির হয়ে আছে? আর পৃথিবী যদি ঘুরত, তা'হলে নদ নদী খাল নালা ডোবা পুকুর সব কি উল্টে যেত না? (সামনের পুকুরটি নির্দেশ করিয়া) এই পুকুরটা উল্টে গেলে মাছ গুলি কি সব ডাঙায় উঠে পড়তো না? (ঘরে ফিরিয়া আসিয়া) অথচ তা' তো কোনো দিন হতে দেখলাম না। হরি, সজ্ঞানে ত আর ছেলে-পুলেকে ভুল শিক্ষা দিতে পারি না! কাজেই ছেলেদের বলে দিয়েছি, রামবাবু যখন জিজ্ঞেস করে, বলবি ঃ পৃথিবী ঘোরে—। [এই সময় দূরে জুতার শব্দ শোনা গেল,— সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল ঃ) রামবাবু বোধ হয় আসছেন, স্যার।

মৃগেন্দ্র। (তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল) এই পড় পড়! (জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি বেতটা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন। বেত দেখিলে রামবাবু অসন্তুষ্ট হন—ছেলেরাও সুযোগ বুঝিয়া রাম বাবু আসি-লেই মাস্টারকে জব্দ করিবার জন্য বেশী করিয়া গোলমাল করিয়া থাকে।) এই, গোলমাল করিস না। (বেত না থাকাতে গোলমাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।) দোহাই বাবারা, এই হাত জোড় করছি একটু চুপ করে থাক। (আরও গোলমাল) তোমাদের পায়ে পড়ি, খালি পাঁচ মিনিটের জন্য চুপ কর! রামবাবু গেলেই বাবারা তোদের চিনে বাদাম খাওয়াব।

বালকগণ। সত্যি স্যার, সত্যি খাওয়াবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃগেন্দ্র। সত্যি বাবারা! (পকেট থেকে একটি টাকা বাহির করিয়া) এই দেখ...এক টাকার চিনে-বাদাম খাওয়াব। (সকলে চুপ। রাম বাবুর পরিবর্তে রসিক মহাজনের প্রবেশ।)

মৃগেন্দ্র। ন-ম-স্কা-র! ওহ্ আপনি! বসুন।

রসিক। মৃগেন্দ্র বাবু, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না।

মৃগেন্দ্র। মশায়, সবুরে মেওয়া ফলে।

রসিক। কাব্য করবার অত অবসর আমাদের নেই, দয়া করে টাকাগুলি দিন, যাই।

মৃগেন্দ্র। সত্যিই রসিক বাবু, কাব্য শুনবেন? আহা, ভারী চমৎকার জিনিষ। শুনবে হরি?

[উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ভাঙা ড্রয়ার হইতে একটা ছেঁড়া কবিতার বই বাহির করিল। যৌবনে পিতার বাক্স ভাঙিয়া মৃগেন্দ্র এই কবিতার বইখানি ছাপাইয়াছিল। কবিতার বইটি গোড়ায় তার ফটো-সহ বাহির হইল বটে, কিন্তু পিতা করিলেন তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র। সেই হইতে মৃগেন্দ্রের দুর্গতি আরম্ভ। এই কবিতার বই এক কপি সব সময় তার হাতের কাছে থাকে, কেউ আসিলেই পড়িয়া শোনায়, কেউ না আসিলে তার অপোগণ্ড ছাত্রদের উপর তার আবৃত্তির ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ছেঁড়া বইর অভ্যন্তরস্থ আধময়লা ছবিখানি বাহির করিয়া রসিক মহাজনের দিকে উঠাইয়া ধরিয়া বলিল :]

দেখুন, দেখুন দেখি একবার চোখ মেলে যৌবনে আমি কেমন ছিলাম। আয়নায় মুখ দেখে মশায় চোখ জুড়িয়ে যেতো। গিন্নী স্বর্গে গেছেন, বলতে দোষ কি, কত মেয়ে চিঠি লিখেছিল, মশাই। [বলে প্রসন্ন হাসি হাসিতে লাগিল।] আচ্ছা শুনুন :

কিশোরী মেয়ের বাঁকা হাসি
রশি-বিনে দেয় যেন ফাঁসি ;
জোড়া নয়নের কালো ভুরু
ইঙ্গিত হানে : যৌবন শুরু।

রসিক। (মৃগেন্দ্রের পড়া শেষ না হতেই) তা'হলে আমাদের নালিশ করতে হবে, বলুন।

মৃগেন্দ্র। রসিক বাবু, বলুন ত আপনার নামখানি কে রেখেছিলেন? এমন বেরসিক মানুষের নাম রসিকলাল, শুনে হাসি পায়। মশায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন ড্রেনের উপর কাব্য লেখা! এমন সুমধুর কাব্যালোচনার সময় আপনি কি করে নালিশ ফালিশ ইত্যাদি শ্রুতিকঠোর শব্দ উত্থাপন করেন? শুনুন আর কাব্য উপভোগ করতে শিখুন।

রসিক। দূর করুন মশায় আপনার কাব্য, শীগ্‌গির টাকা বের করুন।

[ছেলেরা কেউ হা করিয়া তাকাইয়া আছে, কেউ বই লইয়া গুণ গুণ করিতেছে, কেউ গোলমাল শুরু করিয়াছে।]

মৃগেন্দ্র। (হাসিয়া) টাকা কি মশাই? আজ আছে, কাল নাই। এই তুচ্ছ জিনিসের জন্য কেন যে আপনার ঘুম হচ্ছে না, এতো আমার ভাবনাতেই আসে না। একেবারে ছোট লোক নাকি আপনারা?

রসিক। (রাগিয়া) ছোট লোক বলবেন না, বলছি ভালো হ'বে না। (দাঁড়াইয়া) আপনি ছোট লোক, আপনার চৌদ্দপুরুষ ছোট লোক। টাকা কি? কচি খোকা কিনা, জানেন না!

মৃগেন্দ্র। রাগেন ক্যান মশায়; (উঠিয়া) মারবেন নাকি? (দুইজনেই আস্তিন গুটাইতে লাগিল।)

রসিক। আপনি মারবেন নাকি? মারুন দেখি!

হরি। ছি, ছি, এই ছেলেপুলের সামনে আপনারা মারামারি করবেন? বসে পড়ুন।

মৃগেন্দ্র। এমন বেরসিক চাঁদ দেখেছ, হরি? টাকা? রৌপ্যচক্র? এ আর কে দেখেনি বল ত। (পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া রসিক মহাজনের দিকে ফিরিয়া) এই দেখুন আমার পকেটেও রৌপ্য-চক্র আছে। আমার বক্তব্য হ'ল: কাব্য, সাহিত্য, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য এ সব বাদ দিয়ে রৌপ্যচক্রই কি সব? টাকায় কি চাঁদের আলো মিলে? টাকা ত আপনার যথেষ্ট আছে; দেখি লিখুন ত এই রকম একটি কবিতা!

রসিক। কবিতা লিখে বৌ ত জোটাতে পারেন নি, মশায়। তখন ত হাত পেতে ছিলেন এই রসিকলালের দুয়ারে। তখন কাব্য নিয়ে এই ফড়-ফড়ানী ছিল কোথায় শুনি?

মৃগেন্দ্র। টাকা দিয়ে ত আমার সর্বনাশটি করেছেন, আবার ও-কথা বলছেন? ধরুন, আপনি যদি টাকা না দিতেন আমার বিয়ে করাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'ত না— কাজে কাজেই ছেলেপদ্দলের এই বিপদ্দলঝঞ্ঝাটও আমার মাথায় এসে পড়ত না ; নির্ভাবনায় বসে বসে দিব্যি কবিতা লেখা যেত। টাকা দিয়ে আমার ফিউচার প্রস্‌পেক্টকে আপনারা জবাই করেছেন, মশায়। (এই সময় মৃগেন্দ্রের নিজের ছেলে ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকদের মধ্যে মৃগেন্দ্রের নিজের দুইটি ছেলেও ছিল ; তাহারা বসিয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল। কালীর বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে, সে হঠাৎ মৃগেন্দ্রের ছোট ছেলের জেবে হাত দিয়া ত্বরিত এক মুষ্টি মুড়ি তাহার খালি পেটে পেঁছাইয়া দিয়াছে। মৃগেন্দ্র লাফাইয়া উঠিল)—কি হয়েছে বাবা? কে মারলে? কোন্ হারামজাদা।

মৃগেন্দ্রের ছেলে। কালী আমার মুড়ি খেয়ে ফেলেছে, বাবা। ভ্যা!

মৃগেন্দ্র। (কালীকে কিল চাপড় ও কান টানিয়া দিয়া) হারামজাদা, লুটের মাল পেয়েছিস? তোর বাপের মুড়ি?

কালী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কাল আপনি পড়িয়েছিলেন : ক্ষুধার্তকে খাইতে দিলে পুণ্য হয়,—এই দেখুন স্যার, আমি ক্ষুধার্ত কিনা!

[এই বলিয়া বালকটি সার্টের প্রান্তভাগ উঠাইয়া খালি পেটটা দেখাইয়া দিল।]

মৃগেন্দ্র। (টাস্ টাস্ করিয়া গোটা দুই চড় তার গালে বসাইয়া দিয়া) হারামজাদা, ফের্ কথা। তাই বলে আমার ছেলের মুড়ি খাবি?

কালী। আমার দোষ নাই ; ক্ষুধার্ত অবস্থায় খেলে আপনার আর আপনার ছেলের পুণ্য হ'বে বলেই ত খেয়েছিলাম, গুরুদেব।

মৃগেন্দ্র। শুয়ার পাজি উল্লুক কোথাকার! আমি লোককে সারাজীবন পুণ্য দান করে আসছি, তুই বেটা আমাকে পুণ্য দান করতে চাস, নরাধম শিষ্যকুলকলঙ্ক! দুর্গা পূজার চাঁদা এনেছিস?

কালী। না।

মৃগেন্দ্র। (মুখ ভেংচি দিয়া) না না শুনি কেন? না, পূজার সময় তোর বাপ গুরুকে চারটি পয়সাও দিতে পারে না? রসিক বাবু, দেখলেন ত, ছেলের বাপগুলি কেমন শাইলক?

রসিক। শাইলক টাইলক বুঝি না, টাকা—

মৃগেন্দ্র। ছি, ছি, রসিক বাবু, শাইলক কাকে বলে তাও জানেন না। চিরকালটা টাকার থলের অন্ধকূপেই ডুবে রইলেন। আর কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-রকম টাকা টাকা করলে আপনিও শাইলক হয়ে উঠবেন।

রসিক। (উঠতে উঠতে) আস্তিন গুটাইয়া) মুখ সামলে কথা বলবেন। শায়লক বলবেন না, ভালো হবে না কিন্তু।

মৃগেন্দ্র। (হো হো করিয়া হাসিয়া) রসিক বাবু, হাসালেন আপনি। শ্যালক নয় শ্যালক নয়—শাইলক, শাইলক। আপনারি মতো এক অর্থ-পিশাচ কুসীদজীবী—যার কথা কবি সেক্সপিয়র লিখেছেন।

রসিক বাবু। অর্থ পিশাচই হই, আর কুসীদজীবীই হই, গিয়ে দরবারে ধর্ণা দিয়েছিলেন কেন? তখন লজ্জা করে নি, নির্লজ্জ বেহায়া!

মৃগেন্দ্র। রসিক বাবু, গালাগালি ইতরের ভাষা। ভদ্দর লোকে মিঠে মুখে কথা বলে—

রসিক। মিঠে কথা আপনার পকেটে রেখে দিন,—টাকা বার না করুন ত (জেব হইতে একটা পরওয়ানা বাহির করিয়া) এই দেখুন গ্রেপ্তারী পরওয়ানা,—পুলিশ বাইরে দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এখনি আসবে, ভালো চান ত শীগ্‌গীর টাকা বের করুন। হেঁ, এই রসিকলালকে বড় সোজা পাত্তর পাননি। মনে করেছেন এখনও নালিশ করিনি, না? মনে করেন দু'চার কলম কাব্য লিখে একেবারে লর্ড সিংহ হয়ে গেছেন, ধরাকে সরাজ্ঞান করেন। এখন চিনলেন ত এই রসিক লালকে?

মৃগেন্দ্র। হাঁ, চিনতে পেরেছি।

রসিক। আরও চিনতে পারবেন; আপনাকে আমি এক্ষুণি গ্রেপ্তার করাব।

মৃগেন্দ্র। (কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া) তা'হলে আপনাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করব। মশায়, যে দিন কাল পড়েছে, জেলের বাইরের চেয়ে এখন জেলের ভিতরে ঢের ঢের ভালো। নির্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে দু'বেলা অন্ন জেলের মতো এমন আর কোথায় মিলে বলুন?

[রসিক ভাকিতেই পুলিশ আসিয়া মৃগেন্দ্রকে হাতকড়া লাগাইল।]

মৃগেন্দ্র। (হরিকে) হরি, তুমি আমার ছেলেমেয়েগুলিকে বাবার কাছে পৌঁছিয়ে দিও, তা'হলেই আমি নিশ্চিন্ত। আর এই স্কুলটি তোমাকে দিয়ে গেলাম, এগুলিকে পড়িয়ে টড়িয়ে যা পাও তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ। হাঁ, এইদিকে উঠে এস। (এক পাশে লইয়া গিয়া) খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখে দিস্। লিখবি রাজদ্রোহ-অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছি, জাতীয় কর্মীকে অপদস্থ করার জন্যই পুলিশ মিথ্যে মোকদ্দমা সাজিয়ে এনেছে। হরি, বুদ্ধি খাটিয়েই সংসারে চলতে হয়। জেলেই যখন যাবো, নামটা একটু জাহির হউক। বাইরে আসলে অন্ততঃ সম্মানটা ত বাড়বে। একেবারে নিঃস্বার্থভাবে জেলে যাবো, অত বোকা আমি নই।

পুলিশ। চল্লো জী—

মৃগেন্দ্র। চলো। (ছেলেদের প্রতি) সকলে উচ্চস্বরে বন্দেমাতরম্ বল। [নিজেই বন্দেমাতরম্ বলিয়া উঠিল।]

বালকেরা। (সমস্বরে) বন্দেমাতরমং,। (পুলিশ তখন মৃগেন্দ্রকে যাইবার জন্য টানিতে লাগিল।)

বালকেরা। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) যাবেন না, যাবেন না গুরুদেব! আপনি গেলে আমরা কার হাতের মার খাবো? আপনার হাতের মার খেতে খেতে একরকম সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কে এসে আবার অসহ্য মার শুরু করে দেবে কে জানে।

মৃগেন্দ্র। চুপ্, বল বন্দে মাতরম্।

বালকগণ। বন্দে মাতরম্। (আবার কাঁদ কাঁদ ভাবে) আমাদের কি হবে গো, কি হবে! আমরা রোজ রোজ কার হাতের মার খাবো গো! আমাদের কি হবে গো!

মৃগেন্দ্রের নিজের ছেলেরা। বাবা, বাবা যেও না, যেও না,।

মৃগেন্দ্র। (ফিরিয়া) স্টুপিড সব, এখন আমি তোদের বাবা নই, আমি এখন দেশের নেতা, সমস্ত দেশের লীডার, দেশের সব নর-নারী এখন আমার সন্তান। (পুলিশ সহ প্রস্থান)

বালকের দল। আমাদের চিনে বাদাম, স্যার! গুরুদেব, আমাদের চিনে বাদাম? (উচ্চঃস্বরে) চিনে বাদাম চাই, চাই গরম চিনেবাদাম।

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই ভাই

[সৈয়দ হামীদ আলী চেয়ারে বসে সমবেত সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। সামনে টেবিলের উপর পড়গড়ি কথার ফাঁকে ফাঁকে তা'তে তিনি দম দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নীচে পাটিতে বসে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, তাদের মধ্যেও হুঁকো চলছে, তবে সেটি মাটির।]

সৈয়দ। ভাইসব, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন : ইন্নামাল্ মো'মেনুনা এখওয়াতুন অর্থাৎ সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, রোমের বাদশাহ্ থেকে পথের ফকির পর্যন্ত সব এক বরাবর। এটি আমার, ওটি তোমার বলে মুসলমানে মুসলমানে ফরক্ করা বিলকুল হারাম।

১ম শ্রোতা। বিলকুল হারাম!

সৈয়দ। ধ্যৎ ধ্যৎ! (মুখ বিকৃতি করে) ইস্‌লামী শব্দগুলি এখন পর্যন্ত তোমরা উচ্চারণ করতেই শিখলে না! এই করে ইস্‌লামের উন্নতি হ'বে না ত কচু হ'বে। (কচুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু হয়ে উঠল।) বলো আমার মুখে মুখেই বলো বিলকুল হারাম! (হ'র উচ্চারণ একেবারে তাঁর কণ্ঠনালীর তলদেশ পর্যন্ত পেঁছে গেল।)

১ম শ্রোতা। (সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল) বিলকুল হারাম।

সৈয়দ। (তিনবার মুখে মুখে বলানোর পর) এগুলো হচ্ছে ইস্‌লামী শব্দ, এগুলোর উচ্চারণ একেবারে হলক্ থেকে করতে হয়।

২য় শ্রোতা। বে-শক্!

সৈয়দ। আহ্‌হা, ফের ঐ? বলো, বেশক। (ক-এর সঙ্গে কণ্ঠনালীর বেশ একটু ধ্বস্তাধ্বস্তিই হয়ে গেল।)

[সকলে সৈয়দের মুখে মুখে তিন বার 'বেশক্' বেশ বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করলে।]

সৈয়দ। মদিনার সে আনসারদের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা কি করে তাঁদের মাল-আসবার মুহাজিরীন ভাইদের ভাগ করে দিয়েছিলেন।

১ম শ্রোতা। ওহো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য় শ্রোতা। কী ত্যাগ!

৩য় শ্রোতা। কী অপূর্ব ভ্রাতৃভাব!

৪র্থ শ্রোতা। কী সাম্য-মৈত্রী!

৫ম শ্রোতা। কী ধর্ম-প্রেম!

৬ষ্ঠ শ্রোতা। কী ঐক্য!

সকলে। (সমস্বরে) ওহো! (মাথা দুলিয়ে সকলের বাষ্প উদ্গীরণ।)

সৈয়দ। আজ সেই বিশ্ববিজয়ী উদার মহাপ্রাণ মুসলমানের বংশধর আমরা কোথায় পড়ে আছি,—অধঃপতনের কোন্ অতল গহ্বরে!

১ম শ্রোতা। আফসোস্!

২য় শ্রোতা। হাজারো আফসোস্!

৩য় শ্রোতা। ছি, ছি!

৪র্থ শ্রোতা। শেইম্, শেইম্!

সৈয়দ। তৌবা, তৌবা, ইস্লামী মজলিসে একেবারে কুফরী শব্দ! এই বেটা তৌবা কর—কানমলা খা। ওটার অর্থ কি হে?... (লোকটির কানমলা খাওয়া ও গালে চড় খেয়ে তৌবা করা!)

৪র্থ শ্রোতা। লজ্জা, হুজুর। শেইম মানে লজ্জা।

সৈয়দ। ওঃ, শরম্? তবে শেম্ শেম্ করতে গেলি কেন? শরম, শরম, বলতে পারলি না? বেটা, পাজি নালায়েক উল্লু, কাঁহাকা!

৪র্থ শ্রোতা। (লজ্জিত হয়ে) আর কখখনো ভুল হবে না, হুজুর।

সৈয়দ। আজ ভাই-এ ভাই-এ আমাদের অমিল, ঝগড়া ফসাদ, মারা-মারী কাটাকাটি, মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। আজ আমরা ওর সঙ্গে খাচ্ছি না, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না—

১ম শ্রোতা। ছি, ছি!

২য় শ্রোতা। আমরা রাজ্যহারা হ'ব না ত কে হবে?

৩য় শ্রোতা। আমাদের অধঃপতন হবে না ত কা'র হবে?

৪র্থ শ্রোতা। শরম্! শরম্!

সৈয়দ। ইস্লামের উন্নতির জন্য আমাদের কি কিছু করা উচিত নয়? চিরকাল কি আমরা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব?

১ম শ্রোতা। (গায়ের র‍্যাপারখানি ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে) নিশ্চয়ই নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ। আমাদের খাঁটি মুসলমান হ'তে হ'লে কোরানের হুকুম মানতে হবে।

২য় শ্রোতা। (গলায় হাত দিয়ে) কোরানের হুকুম না মান্‌লে সে কিসের মুসলমান? (কোরাণের 'কো' আর হুকুমের 'হু' এমন বোগদাদী কায়দায় উচ্চারণ করলো যে, ক'রেই সে হাঁপাতে লাগল)।

৩য় শ্রোতা। আলবৎ।

৪র্থ শ্রোতা। দেরী করা শয়তানের কাজ। আজ থেকেই আমরা কোরানের হুকুম পালনে লেগে যাবো।

৫ম শ্রোতা। এখন থেকেই।

সৈয়দ। তা'হলে, আজ থেকে আমরা পরস্পর ভাই ভাই। সকলে প্রতিজ্ঞা কর, ভাই সব,—আজ হতে আমরা ঝগড়া-ফসাদ মামলা-মোকদ্দমা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে গেলাম। (উৎসাহে সকলে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।) ছি, ছি, ভাইসব হাততালি দেওয়া গুনাহ্ গুনাহ্! ওটা বে-দীন্ কাফেরদের তরিকা। বলো সবে ঃ মারহাবা, মারহাবা। (সকলে 'হ'-এর এমন আদর্শ উচ্চারণ করলো, যে যাকে খাস মিসরী উচ্চারণ বলা যেতে পারে।)

সকলে। (সমস্বরে) আমরা শপথ করছি, আজ থেকে আমরা সকলে ভাই ভাই।

সৈয়দ। (দুই হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়ে) চল, ভাইসব, আমাদের তরক্কীর জন্য খোদার দরগায় মুনাজাত করি ঃ আমিন, এয়া রব্‌বুল আলামীন, এয়া আল্লাহ্, তুমি মুসলমানকে দীন-দুনিয়ার মালিক করো। কাফেরদের ধ্বংস করো, জাহান্নামে পাঠাও, জলে-স্থলে-শূন্যে আমাদের খেলাফৎ কায়েম করো, আমীন! এয়া আল্লাহ্, (চুপি চুপি) আমাকে (উচ্চৈঃস্বরে) দুনিয়ার (ধনদৌলত দাও, পরকালে বেহেস্ত নসীব করো, আমিন! (সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীও বলে উঠল) আমিন। (অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে) হে আল্লাহ, আমাকে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দাও (জোরে) আমিন! (সকলে সমস্বরে) আমিন! (জোরে) এয়া আল্লাহ, (আস্তে) আমার (জোরে) বিবিগণকে বালবাচ্চা দাও; আমিন! (সঙ্গে সঙ্গে সকলে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিন ! (জোরে) হে আল্লাহ, (আস্তে) আমার (জোরে) জমিতে ধান বেশী করে ফলাও, আমিন ! (সঙ্গে সঙ্গে সকলে) আমিন ! (খুব জোরে) হে আল্লাহ (একেবারে আস্তে) রবিবারের লড়াইয়ে আমার মোষটিকে জিতিয়ে দিও, (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন ! (সমস্বরে) আমিন ! হে আল্লাহ, (আস্তে আস্তে) এই লোকগুলিকে দিন দিন গরীব এবং আমাকে (জোরে) ধনী করিয়ো, আমিন ! (সমস্বরে) আমিন ! (জোরে) হে আল্লাহ, তোমার ত অজানা নেই, (আস্তে আস্তে) কাল যে আমার ফৌজদারী মোকদ্দমার দিন, বৃষ্টি হ'লে বুড়োমানুষ কাছারী যেতে বড় কষ্ট হবে, হে রহমানুররাহীম, কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টিটা একটু বন্ধ রেখো ; (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন ! এয়া রব্বুল আলামীন ! (সকলে সমস্বরে) আমীন, আমীন !

১ম শ্রোতা। (চট করে খালি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা' হ'লে ভাই সা'ব, এ চেয়ারখানি আমিই নিলাম,—আপনার ত অনেক আছে, আমার একখানাও না হলে লোকে আবার আমাকে আপনার ভাই বলে স্বীকার করতেই যে চাইবে না।

সৈয়দ। (ভেংচি দিয়ে) কি ! পঁচিশ টাকা খরচ করে সেদিন নতুন চেয়ার বানালাম, বেটার আব্দার মন্দ নয় দেখছি। রাখ্ !

১ম শ্রোতা। প্রতিজ্ঞা ভাঙ্বেন না ভাই, গোনাহ্ হবে, গোনাহ্ হবে। ওহো, মুসলমান ভাই ভাই। (চেয়ার নিয়ে প্রস্থান।)

২য় শ্রোতা। (ইজি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা'হলে ভাই ইজি চেয়ার খানি আমিই নেই, বুড়ো মানুষ, এই বসে বসে একটু হুঁকো টান্‌তে সুবিধা হবে। আচ্ছা ভাই হুঁকার ইসলামী উচ্চারণ কি রকম হবে—('হু'-কে একেবারে গলার তলা থেকে উচ্চারণ করে) হুঁকা না হুক্কা ?

সৈয়দ। বেরো, চোর-বদমাইস সব ! (চেঁচিয়ে) আবার ইজি চেয়ারও চাই ! এত সখ হলে কিনে নাও না কেন ? বাজারে কি ইজি চেয়ারের দুর্ভিক্ষ লেগেছে ?

৩য় শ্রোতা। আহা-হা, ভাই হয়ে ভাইকে গালাগাল দিচ্ছেন ? ছি, ছি, ছি, ছি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য় শ্রোতা। আমরা ত ভাই কোরান-কিতাব বুঝি না—আপনিই ত এখন বুঝিয়ে দিলেন : মুসলমান সব ভাই ভাই—ভাইয়ের মালের উপর ভাইয়ের পুরা হক্। ওহো, ইস্‌লাম কী উদার ধর্ম! (ইজি চেয়ার নিয়ে প্রস্থান।)।

[সকলে উঠে যে যা পারল ঘরের মাল এক একটি দখল করে উঠিয়ে নিলে।]

৪র্থ শ্রোতা। (হুঁকাটি উঠিয়ে নিয়ে) বেশ হুঁকাটি, ভাই সা'ব! এইবার কিনেছেন বুঝি! (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বাঃ, এই দেখছি আসল জৌনপুরী হুঁকা। আমার হুঁকাটির তলায় ফুটো হয়ে গেছে, কয়দিন ধরে তামাক খেতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ভাগ্যে খেয়ে এদিকে এসেছিলাম। (হুঁকাটি নিয়ে প্রস্থানে উদ্যত।)

সৈয়দ। বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছো! (ঘরের কোণ থেকে একটি লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত।)

সকলে। মারবেন না, মারবেন না ভাই। মুসলমান মুসলমানকে মারতে নেই। (সমস্বরে) আমরা সব ভাই ভাই। (এই বলে সকলে সৈয়দকে ধরে রাখে; হুঁকাটির হুঁকা নিয়ে প্রস্থান।)

সৈয়দ। (রাগে দাঁত কড় কড় করতে করতে) বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছে। এক্ষুণি মেরে খুন করব।

৫ম শ্রোতা। ঠিক হ'ল না, ভাই ঠিক হ'ল না, আফসোস! আপনিও শেষকালে ভুল করে বসলেন! হায় রে বাঙ্গালী মুসলমান, কবে তোমার উচ্চারণ ঠিক হবে? বলতে হবে : পাঘল, পাঘল খুউন্, খুউন্ করব। (গলার ভিতর থেকে ঘ আর খ উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটার রীতিমতো কসরত হয়ে গেল।)

৩য় শ্রোতা। দাদা, আমি শীতে কাঁপছি, আর আপনি কাপড়ের উপর কাপড় চাড়িয়েছেন—এ কেমন ভ্রাতৃত্ব! (বলে, আলোয়ান খানা সৈয়দের গা থেকে খুলে নিয়ে নিজের গায়ে দিতে দিতে বল্লে :) মুসলমান সব ভাই ভাই, কি বল হে?

৫ম শ্রোতা। আলবৎ, ইস্‌লামে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট—সব এক বরাবর। (দলের মধ্যে একজন সবার চেয়ে লম্বা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে) কি হে, তুমি অত লম্বা হয়েছ কেন? পাপিষ্ঠ, নরাধম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম-কুল-কলঙ্ক। ইস্‌লামে জন্মগ্রহণ করে মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও পার্থক্য সৃষ্টি করছ, তোমার এত বড় অস্পর্দ্ধা বেটাকে কেটে সমান করে দাও না হে কেউ।

৬ষ্ঠ শ্রোতা। দোহাই বাবা, কাট্‌তে হবে না, আমি নিজেই সমান হচ্ছি। (কুঁজো হয়ে সকলের সমান হতে চেষ্টা) মুসলমান সব এক বরাবর!

[দলের মধ্যে একজন খুব মোটা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে]

৭ম। কি হে যূথভ্রষ্ট নরাধম, ইস্‌লামের সাম্য ও ঐক্যের শিক্ষাকে পদ-দলিত করে এমন মুটিয়ে গেছো কেন তুমি? লজ্জা করে না?

৮ম। এই পাষণ্ড ইস্‌লামে বিদ্রোহী, খারেজী। এ-কে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সমান করে দিতে হবে।

৭ম। ভাই সব, আমাদের শিরায় শিরায় যদি বিশ্ব বিজয়ী পূর্বপুরুষের রক্ত এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে, এর প্রতিকার আমাদের এ মুহূর্তেই করতে হবে।

সকলে। নিশ্চয়ই। (রোষ-রক্তিম নয়নে মোটাকে লক্ষ্য করে) এই বেটা!

মোটা। দোহাই বাবা, আমি সমান হচ্ছি! (এই বলে হাত পা গুটিয়ে পেট খালি করে ছোট হবার চেষ্টা।)

৭ম। (নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে) এখনো হয়নি। নো, নো!

৮ম। (ভুঁড়িতে মুষ্টাঘাত করে) ভুঁড়ি বেরিয়ে রইল কেন, বেটা পাষণ্ড!

[মোটা প্রাণপণে ছোট হবার চেষ্টা করতে লাগল।]

৯ম। হয়নি, হয়নি। বেটা পাষণ্ড, ইস্‌লামের সাম্য ও একতা ধ্বংস-কারীর নাপাক্‌ দেহকে ছেঁটে ফেলে তবে পাক করতে হবে।

৭ম। এই, করাত লাও। (বলতে না বলতেই একজনের করাত নিয়ে হাজির। ৫ম-এর আদেশ মতো মোটার কাঁধের উপর করাত রেখে দুজন দুই দিকে ধরে টান দিতেই—)

মোটা। ওরে বাবা, গেলাম, গেলাম। মুসলমান ভাই ভাই! (বলে প্রাণপণে পালাতে পালাতে)—সব মুসলমান এক সমান।

সকলে। (সমস্বরে) কমবখ্‌ত, পাপী গুনাহ্‌গার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ষ্ঠ। (মৃদুখটি কাচু মাচু করে) ভাই, নমাজ পড়ার জন্য যে আমার একটিও টুপী নেই। (এই বলে ধীরে ধীরে সৈয়দের মাথা থেকে টুপীটা উঠিয়ে নিজের মাথায় পরে নিলে।)

৭ম। ভাই, আমার একটিও শার্ট নেই। (সৈয়দ নির্বাক—একটু ইতস্ততঃ করে সৈয়দের গা থেকে শার্টটি খুলতে আরম্ভ করে দিলে—একা খুলতে না পেরে আর একজনকে লক্ষ্য করে) এই—বোকার মতো চেয়ে আছিস কেন, ভাইকে একটু সাহায্য কর না—ভাই সাহেবের হাত দুটো একটু তুলে ধর্। (লোকটি ধরলে—ও খুলে নিলে।)

৮ম। ভাই, শার্টটী আমাকে দাও না, আমার যে একটিও নেই।

৭ম। চুপ্ রাও, বেটা হারামজাদা! বেটার আবদার দেখে বাঁচি না!

[নিজেই পরা আরম্ভ করে দিলে]

৮ম। না ভাই, আমাকে দিতেই হবে।

৭ম। ঘুষিয়ে দাঁত ভেঙে দেব বল্‌ছি।

৮ম। (শার্টের কোণাটা ধরে) দাও না ভাই !

৭ম। ফের, হারামজাদা? (চলে যেতে যেতে) ওহো! মুসলমান সব ভাই ভাই।

৮ম। দাদা, আপনার ভাইপোটি একটি গেঞ্জীর জন্য আজ তিন মাস ধরে কাঁদছে—পয়সার অভাবে আজও কিনে দিতে পারি নি। যাক্, না হয় একটু বড়ই হবে, দাদারটিই নিয়ে যাই। (ধীরে ধীরে গেঞ্জীটি খুলে নিলে।)

সৈয়দ। বেটা চোর বদমায়েস্ কাহাঁকা! (বলে পায়ের চটী একখানি ছুঁড়ে মারলে, না লেগে জুতা গিয়ে পড়ল বাইরে।)

৮ম। আহা, আহা ! ফেলে দেবেন না, ভাই ! আমার যে একখানাও নেই !

[তাড়াতাড়ি পায়ের খানা ছিনিয়ে নিলে—বাইরের পার্টি আর একজন খুঁজে এনে, এ পার্টিও সে দাবী করতে লাগল।]

৯ম। আমাকে দাও ভাই, আমার যে এক জোড়াও নেই।

৮ম। বাঃ, আমার বুঝি আছে? ঐ পার্টিও আমাকে দাও।

[এ বলে : আমাকে দাও ও বলে : আমাকে দাও ; এই বলে দু'জনে টানা-টানি করতে লাগল।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য়। (দণ্ডায়মান একজনকে লক্ষ্য করে) তুমি কেমন মুসলমান হে, ভাইকে এক পাটি জুতাও দিতে পার না?

৮ম। এ বেটা কেমন মুসলমান, আমার মতো একজন বুড়ো ভাইকে এক পাটি পুরান জুতো দিতে চায় না? হায়, আফসোস্! (কেউ কাউকে দিলে না, কাজেই যার যার পাটি সে পায়ে দিয়ে পটাস্ পটাস্ করে হাঁটতে লাগল।)

৫ম। বেশ, বেশ!

৬ষ্ঠ। হাঁ, এই ত ভাই-এর মতো কাজ ভাই-এ ভাই-এ একেবারে সমান ভাগ! একেই বলে ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্ব! ওহো মুসলমান আমরা ভাই ভাই!

৫ম। এই ত আসল মুসলমানী, ঈমানের পরিচয় ত এখানে।

[যে যা' পেল, নিয়ে বেরিয়ে গেল—যাবার সময় ঃ]

(সমস্বরে) জয় ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্বের জয়! (বার কয়েক চেঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন লাঙ্গল কাঁধে ঢুকে পড়ল—সৈয়দের যেন হঠাৎ চমক ভাঙল।)

সৈয়দ। কী চাই?

লাঙ্গলওয়ালা। পশ্চিমের বিলে ভাই সাহেবদের ত চাষের জমি প্রায় দশ বিঘের মতো আছে।

সৈয়দ। তা' ত আছেই; তা'তে তোমার বাবার কি?

লা। আমার যে ভাই এক বিঘেও নেই।

সৈয়দ। তা'তে আমার বাবার কি, বেটা? মর্‌গে, বেরো—

লা। (টুপিটা ট্যাঁক থেকে বের করে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান।

সৈয়দ। তাতে আমার কি মাথামুণ্ডু?

লা। অমন কথা বলবেন না, ভাই! মুসলমান সব আমরা ভাই ভাই।

সৈয়দ। তা'তে হয়েছে কি?

লা। দশ বিঘে ত আর আপনার দরকার নেই, আজ থেকে বিঘে চারেক আমি চাষ করব। ভাই-এর অংশ ভাইকে না দিলে যে গুনাহ্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, ভাই! আমি বেঁচে থাকতে আপনাকে কি গোনাহ্‌গার হতে দিতে পারি?

সৈয়দ। ওরে, বেটা পাজি, হারামজাদা, শুয়ার বেরো, বেরো! (ভয়ে লাঙ্গলওয়ালার প্রস্থান। এ সময় এক সঙ্গে তিনজন লোক ঢুকে পড়ল।)

সৈয়দ। কী চাই?

১ম। আমি মুসলমান।

২য়। আমিও মুসলমান ভাই। (টুপিটা ঠিক করে পরতে পরতে)

৩য়। আমিও ভাই মুসলমান। (দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে)

সৈয়দ। মুসলমানের সাত গোষ্ঠী মরুক, কি হয়েছে তাই বল্?

১ম। আমার মোকদ্দমাটি উঠিয়ে নিন্ ভাই।

২য়। আমারটিও, ভাই। ভাই হয়ে ভাই-এর সঙ্গে মোকদ্দমা করবেন?

৩য়। মুসলমানে মুসলমানে মোকদ্দমা করা গুনাহ্—আমারটিও রফা করে দিন, ভাই।

সৈয়দ। সুদে আসলে আদায় করো, বাকী খাজনা সব দিয়ে ফেল, আর ক্ষতিপূরণ বুঝিয়ে দাও—এক্ষুণি উঠিয়ে নিচ্ছি।

১ম। অমন কথা বলবেন না ভাই—সুদ বিলকুল হারাম। ('ক' আর 'হ'কে বেশ ভালো করে উচ্চারণ করলে।)

২য়। তোবা, তোবা। ভাই হয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেবেন!

৩য়। মুসলমান ভাই ভাই সে কি শুধু মুখের কথা! ভাই-এ-ভাই-এ মোকদ্দমা করা খারাপ, শক্ত গুনাহ্‌র কাজ!

সৈয়দ। ডেম্ গুনাহ্! বেরো বেরো! (সকলের প্রস্থান।)

[আর একজনের প্রবেশ]

সৈয়দ। কী চাই শীগ্‌গির বলে ফেলো।

আগন্তুক। আমার একটি ছেলে আছে, ভাই।

সৈয়দ। তা'র কি কলেরা হয়েছে?

আ। খোদা হাফেজ; এবার সে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে।

সৈয়দ। তহশীলদারী চাও?

আ। না ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ। তবে কি চৌকিদারী ?

আ। যদি মর্জি হয়, ভাই সাহেবের মেয়েটি আমার ছেলের জন্য—

সৈয়দ। বেটা হারামজাদা, ডেম ব্লাডি ! বেটা জোলার ঘরে মেয়ে দেব ?

আ। (জেব থেকে টুপিটা বের ক'রে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান। পাক্কা মুসলমান।

সৈয়দ। তাতে কি ? বেরো, বেরো !

আ। আপনিই ত বলেছেন : সব মুসলমান ভাই ভাই, সব এক সমান !

সৈয়দ। খুব বলেছি, পাঁচশ' বার বলব। তা' বলে আমার মেয়ে জোলার ছেলেকে নাকি ? গলা ধাক্কা না খেতে বেরো বলছি। (লোকটার প্রস্থান।)

[একটি ছেলে কোলে ও আর একটির হাত ধরে একটা বুড়ো লোক এসে ঢুকল।]

সৈয়দ। কী চাই ? ভিক্ষে ? ওরে—

আগন্তুক। না ভাই। (ছেলেটিকে দুম্ করে মাটিতে রেখে নিজেও বসে পড়ে) অত ব্যস্ত হবেন না। একেবারে থাকব বলেই এসেছি,— আপনার ভাবীও ভিতরে গেছে। ঘরে খাবার নেই, হঠাৎ ভাই-এর কথা মনে হ'ল,—হেঁ হেঁ। (লোকটি দুই গাল খুলে হাসতে লাগল।)

[আর একজন বিরাট গাট্রী মাথায় এসে ঢুকল।]

২য় আগন্তুক। তা' ভাই সাহেবের তবিয়ৎ কেমন ?

সৈয়দ। তবিয়ৎ টবিয়ৎ দূর করো—

২য় আগন্তুক। (গাট্রীটা নামাতে নামাতে) ভাই-এর প্রতি ভাই-এর এ কি রকম ব্যবহার ! এ যে পবিত্র ইস্লামের খেলাপ। ওহো, কি উদার ইস্লাম ধর্ম ! (বাষ্প উদ্গীরণ করতে করতে বসবার জন্য মাথার গামছা দিয়ে জায়গা ঝাড়তে লাগল।)

সৈয়দ। ভাই টাই আমি চাই না। বেরো, বেরো, এক্ষুণি বেরো—

২য় আগন্তুক। (বসতে বসতে) আপনি না চাইলে কি হবে ? আমরা ত আর ভাই হয়ে ভাই ফেলতে পারি না !

[ছেলেপুলে নিয়ে আরও দু'তিন জন ঢুকে পড়ে এক সঙ্গে কথা শুরু করে দিলে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগন্তুক। আদাব, আদাব, ভাই সাহেব! শুনলাম ভাই সাহেব একা একা বড় কষ্ট পাচ্ছেন! আমরা থাকতে আপনি একা কষ্ট পাবেন? ভাই আর কোন্ দিনের জন্য। তাই ছেলেপুলে সব নিয়েই এলাম। ভয় নাই দাদা, এখন আর যাচ্ছি না। নেহাৎ যেতে যদি হয়, তবে এই বর্ষাটা সাবাড় করেই যাবো।

সৈয়দ। কি?

আগন্তুক। কুল্লু মুসলমান—

সৈয়দ। যাও যাও, আমি মুসলমান নই, বেরো, বেরো—

[আরও অনেকে ঢুকে পড়ে, সকলে প্রায় এক সঙ্গে ব'লে উঠল :]

সকলে। তৌবা, তৌবা, এ যে গুনাহ্, এ যে গুনাহ্। ভাই সাহেব, দূরের কথা চুলোয় যাক্, এই পাকিস্তানে আমরা দশকোটী ভাই থাকতে আপনাকে গুনাহ্র কাজ করতে দেব? (সর্দার গোছের একজন বলে উঠ্ল :) ভাইসব বসে পড়, আজ একেবারে ভাই সাহেবের এখান থেকে খেয়েই উঠব। (দাঁড়িয়ে এক এক করে গুণে নিয়ে) বেশী নয় ভাই, মাত্র পনর জনের কোর্মা পোলাওর হুকুম দিয়ে দিন। (এক জনের মুখ থেকে হুঁকাটি কেড়ে নিয়ে গড়্ গড়্ করে টানতে টানতে দূরে তাকিয়ে) ঐটি দাদা ভাইয়ের খাসী না হে? হাঁ নিশ্চয়ই, আর না হয় দাদার বারান্দায় উঠে চুপটি করে বসে থাকে! (একজনকে ইশারা করে) ওরে, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, ধরে আমরাই জবাহ্ করে এখানেই কেটেকুটে দিই—না হয়, দাদা আর ভাবী সাহেবার বড় তক্লীফ্ হবে। ভাই-এর খাসী ভাইয়েরা না খেয়ে জামাই হারামখোরের জন্য রেখে যাব নাকি? (তকলীফের 'ক'কে খ-এর মতো করে গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করল।)

একজন চেঁচিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। জামাই হারামখোরকে খাওয়ান আর বিড়াল হারমখোরকে খাওয়ান তো এক কথা।

সকলে। আলবৎ, আলবৎ।

(একজন গলায় চাদর জড়িয়ে ছাগলটিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে উৎসাহে গানই শুরু করে দিলেঃ) খাসীর গোস্ত বিলাতী আলু, পরটা খাইবানি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একজন উঠে। শালা চুপ্ রাও, সব মুসলমান ভাইরা শুনতে পেলে এক টুক্‌রা করেও পাবি না। চুপ্ চুপ্!

সকলে সমস্বরে। হাঁ চুপ্ চুপ্! (চুপ্ করার যেন সমুদ্র গর্জন শুরু হয়ে গেল। চুপ্ চুপ্ থামতে অনেকক্ষণ গেল। সত্য সত্যই যখন দা নিয়ে এসে ছাগলটিকে সকলে ধরে চিৎ করার আয়োজন করলে তখন সৈয়দের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।)

সৈয়দ। (উঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লঃ) শুয়ারকা বাচ্চা, হারামজাদা বেটারা, এক্ষুণি দেখাব। পুলিস, পুলিস!

সকলে সমস্বরে। (ভেংচি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লঃ) পিলিস, পিলিস ফিলিস—

[ছাগলটিকে চিৎ করে ফেলে, মোল্লা গোছের একজন "বিস্‌মিল্লাহ্, আল্লাহো আক্‌বর" বলে দা দেখে ওঠাতেই বিরাট লাঠি-কাঁধে লাল পাগড়ী মাথায় পুলিস ঢুকছে।]

সকলে। (ছাগল ছেড়ে দিয়ে, দা ফেলে) বাবা, আমি নই, ও হুজুর! (এ বলে সে, সে বলে এ, আর 'দোহাই' হুজুর, বাবা, করতে করতে যে যেদিকে পারল, পালিয়ে বাঁচলো। লাল পাগড়ীর রক্ত-চক্ষু একবার ঘুরপাক খেয়ে বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠল ঃ) পাক্‌ড়ো।

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা'ত হবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা'ত হবেই

প্রথম দৃশ্য

[বেলা প্রায় ন'টা ভূতেশ্বর কিন্তু এখনো চাদর মুড়ি দিয়ে খাটের উপর সটান শুয়ে আছে। স্ত্রীর প্রবেশ—রাগে তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।]

স্ত্রী। (চেঁচিয়ে) মিন্‌ষের হ'ল কি ? (ধাক্কা দিয়ে) বলি, তুমি না মর্‌তেই আমার একাদশী করতে হ'বে নাকি ?

ভূতেশ্বর। যাও, যাও। ডিস্‌টার্‌ব্‌ ক'রো না ম্যাডাম।

স্ত্রী। বেয়াক্কেল, বেহাঙ্গামা কোথাকার,—উল্টে আবার মা বাপ তু'লে গাল পাড়ে !

ভূত। কোথাকার একটা ইডিয়ট্‌ নাকি ! গাল দিলাম কোথায় ? বল্‌ছি, তোমার এই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে আমার কানের উপর এ সঙ্গীতের সঙ্গৎ ক'রো না। বুঝেছ ?

স্ত্রী। বলি, ছেলেপিলে কি উপোস করবে ! বেলা ন'টা পর্যন্ত মড়ার মতো শু'য়ে শু'য়ে আরাম করতে লজ্জা হয় না ?

ভূত। আরাম কর্‌ছি ! কে বলে, আরাম কর্‌ছি ? দেশ সম্বন্ধে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার গা দিয়ে ঘাম ছুটছে—আর আমার প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিণী বলে কিনা, আমি আরাম কর্‌ছি !

স্ত্রী। চুলোয় যাক্‌ তোমার দেশ। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এদিকে পেটের ভিতর চোঁ চোঁ কর্‌ছে—দোকানে যাবে কিনা বলো ? (বল্‌তে বল্‌তে চাদরটি কেড়ে নেওয়া।)

ভূত। আহা হা কর কি ? (চাদরটি টেনে নিতে নিতে) পতিরূপ পরম দেবতার সঙ্গে শীতকালে এমন রসিকতা করতে তোমার মতো সতী সাধ্বীর লজ্জা হয় না ? দোকানওয়ালা আমার শ্বশুর কিনা, বিনা-পয়সায় যে চা'ল দেবে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী। মিন্‌ষের কথা শুনলেও গায়ে ঘেন্না ধরে ! তোমার শ্বশুর হ'বে কেন, দোকানদার আমার শ্বশুর নিশ্চয়ই—তা' নইলে দু' দু'বার তোমাকে বাকী দেয় ? (কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে) বলি মিন্‌ষে, ছেলে-মেয়েদের কান্না কি তোমার কানে ঢুক্‌ছে না ?

ভূত। কেন খামকা ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ করছ ! সন্ধ্যায় হরিশ পার্কে 'দেশের নবজাগরণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হ'বে, তাই একটু চাদর মুড়ি দিয়ে ভাব্‌ছি ; না, অমনি চেঁ চোঁ শুরু করেছ ! আরে বক্তৃতার চোটে দেশকে এতখানি জাগিয়ে তুলেছি, খেয়ে না খেয়ে আর কিছু দিন এমনি করে বক্তৃতার হাতিয়ার চালাতে পারলেই ব্যস্‌। দেশ স্বাধীন, টাকায় আট মণ ক'রে চা'ল ! (স্ত্রীর দিকে হাত নেড়ে) কত খাবি খানা, তখন যদি তোমার পেটে রোজ একমণ ক'রে চা'ল না সেঁধি-য়েছি ত আমার নাম ভূতেশ্বর নয় বলে রাখ্‌ছি।

স্ত্রী। বলি, লক্ষ্মীছাড়া পোড়ারমুখো ! (হাতের নোয়া খুল্‌তে খুল্‌তে) আমি না হয় একাদশী করব,—ছেলেপিলে কি উপুসে মর্‌বে ?

ভূত। মঞ্জুরাণী, তখন চার আনা ক'রে হ'বে ঘিয়ের সের, এক আনা ক'রে হ্‌বে মাংস—তখন খা না কত খাবি—হা, হা। দু'দিন না হয় একটু উপুস করলেই বা। আর উপুস করা ত তেমন খারাপ নয় ! ডাক্তারেরা ত বলে, মাঝে মাঝে উপুস করলে নাকি স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকে।

স্ত্রী। বেশ ভালো কথা, সে তুমিই পালন ক'রে গামা হ'য়ে ওঠগে। উপুস করিয়ে আমি আমার ছেলেদের শরীর ভালো করাতে চাই না। যাবে কি না বলো, না হয় গলায় কলসী বেঁধে আমি ডুবে মরবো বলে রাখছি ?

ভূত। আহা, অত রাগ কর কেন ? স্বরাজ ত এই এলো বলে—

স্ত্রী। হতভাগা পোড়ারমুখো, রাগি কেন ? রাগি আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডুর জন্য। স্বরাজ এখন আমি তোমার মাথায় ভাঙ্‌ব। (ভিতরে দৌড়ে ঢুকে দড়ী কলসী নিয়ে উপস্থিত।)

ভূত। (চাদর ছুঁড়ে ফেলে উঠে) কর কি, কর কি ? থাম, থাম। (দড়ী কলসী কেড়ে নেওয়া।) কাল 'প্রলয়ঙ্কর সভা'য় বক্তৃতা দিয়েছি—এখন তার টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা। একটু সবুর করো না লক্ষ্মী ! (বাহির থেকে ডাক) ভূতেশ্বর বাবু, ভূতেশ্বর বাবু !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত। ঐ এল বুঝি, তুমি একটুখানি সর। (স্ত্রীর ভিতরে প্রবেশ।) (বাহিরের দিকে উদ্দেশ করে) আসুন, একেবারে ভেতরেই আসুন।

আগন্তুক। (ঢুকতে ঢুকতে) নমস্কার।

ভূত। ন-ম-স্কার (একটু আশ্চর্য) আপনি কি 'প্রলয়ঙ্কর সভা'র সম্পাদকের কাছ থেকে আসছেন ?

আগন্তুক। আজ্ঞে না !

ভূত। তবে ?

আগন্তুক। আমি শুধু আপনাকে দেখ্‌তে এলাম।

ভূত। (নিজের শরীরের চারদিকে তাকিয়ে) আমাকে কি মিউজিয়ামে পাঠাবার বয়স হ'ল নাকি ! তা' আপনি ত বেশ নিঃস্বার্থ লোক দেখ্‌ছি। ভলান্টিয়ার হবেন ?

আগন্তুক। ভলান্টিয়ারি করেই ত মশায় গলদঘর্ম হচ্ছি—দেশসেবাই তো আমাদের কাজ।

ভূত। তাই নাকি ?

আগন্তুক। মশায়, আমাদের দেশের লোক একেবারে অদূরদর্শী। ওহ্‌ এদেশ দিয়ে কিচ্ছু হ'বে না, হোপ্‌লেস্‌। ভবিষ্যতের ভাবনা একেবারে ভাবে না, বোঝেও না।

ভূত। কেমন ?

আগন্তুক। এই ধরুন না, আমাদের দেশের লোক যা রোজগার করে, তা' উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হ'য়ে বসে। যেই তিনি পটল তুলেছেন অমনি তাঁর স্ত্রীপুত্রের কাঁধে উঠল ভিক্ষের ঝুলি। বলুন দেখি, এমন দশা আর কোন্‌ দেশে হয় ?

ভূত। সত্যিই তো দুঃখের বিষয় তা হ'লে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই ?

আগন্তুক। একমাত্র প্রতিকার ঃ সকলে কিছু কিছু সঞ্চয় করা।

ভূত। আজকে হরিশ পার্কের সভায় এ সম্বন্ধে তা হ'লে একটি প্রস্তাব করতে হয়। আপনি সেকেণ্ড করবেন কিন্তু।

আগন্তুক। মশায়, প্রস্তাবে ট্রস্তাবে কিছু হবে না। ও শুধু গবর্নমেণ্টকে শাসানোর কাজে লাগে। ও বাদ দিয়ে প্রত্যেকে যদি আমরা কিছু কিছু সঞ্চয় করার বন্দোবস্ত করি, তা'হলেই ব্যস্‌ ! ধরুন, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে পাঁচ হাজার টাকা ইন্সিওর করেছি ; এখন আপনারাও সকলে যদি—

ভূত। (আগন্তুকের কথা শেষ না হতেই উঠে) মশায় বুঝি ইন্সিওরেন্স ক্যানভাসার—বেরোন, বেরোন। না হয় ঐ দেখছেন (দড়ি কলসীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) গলায় দড়ি কলসী বেঁধে ঐ কুঁয়োয় (বাইরের দিকে ইশারা করে) ছেড়ে দেব। ইন্সিওরেন্স ক্যানভাসারদের বিরুদ্ধে নতুন অর্ডিন্যান্স করার জন্য আমি এজিটেশন্ চালাব ভাবছি ; আর আপনি বেশ ভালো মানুষটি সেজে চোরের উপর বাটপাড়ি করতে চান ? বেরোন—

আগন্তুক। (উঠতে উঠতে বিজ্ঞাপনের ছোট একটি বই চাদরের নীচ থেকে বের করে) যাচ্ছি, মশায় ! আচ্ছা, এটি রাখতে ত কোন আপত্তি নেই ? অবসর সময়ে পড়ে দেখবেন।

ভূত। হাঁ, কোনো আপত্তি নেই। দিয়ে যান—শেভ্ করার জন্য মশায় কাগজ খুঁজে হয়রান হ'তে হয়।

[বোকার মতো একটুখানি তাকিয়ে থেকে আগন্তুকের প্রস্থান। স্ত্রীর প্রবেশ]

স্ত্রী। দাও, টাকা দাও ! তোমার কাছে থাকলে সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। এক্কেবারে একমণ চাল নিয়ে আসতে হ'বে এক্ষুণি।

ভূত। আরে, 'প্রলয়ঙ্কর সভা'র লোক এখনো আসেনি। এ বেটা এক ইন্সিওরেন্স-দালাল। দেখ দিকিন, বেটা দালালী করবার আর যায়গা পেলে না !

স্ত্রী। মিথ্যে কথা দিয়ে কা'কে ভুলাতে চাও ? শীগ্‌গির টাকা বের কর বল্‌ছি। এরি মধ্যে গুঁজ্‌লে কোথায় ? (বিছানা উল্টান, এখানে ওখানে তালাশ, ওর ট্যাঁকে হাতড়ান।)

ভূত। আরে সত্যিই, দিব্যি করে বলছি টাকা পাইনি—।

স্ত্রী। দুত্তোর দিব্যি, তোমার আবার দিব্যি। পোড়ারমুখো মরেও না। মরলে অন্তত আমার হাড় জুড়াত। ঝি-গিরি ক'রে হ'লেও ছেলে-পুলের মুখে দু'টো দানা দিতে পারতাম।

ভূত। ভদ্রে ! এখন কর না কেন ঝি-গিরি ? কে তোমাকে ধরে রেখেছে ?

স্ত্রী। পোড়ারমুখোর কথা শুনলেও পিত্তি জ্বলে ওঠে। এখন করলে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মুখ পোড়া যাবে, মুখে চুনকালি পড়বে সে আক্কেল আছে ?

ভূত। পোড়ারমুখী, এখন আমার মুখে খুব চুনকাম হচ্ছে, না ?

[দু'তিনটি ছেলে-মেয়ের দ্রুত প্রবেশ। পেটে হাত বুলাতে বুলাতে চেঁচাতে লাগ্‌ল।]

সকলে। বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে—
বাবা, পয়সা দাও, পেট পুড়ে গেল—
বাবা, চানাচুর খাব—
বাবা, পয়সা বাবা, পয়সা ; ইত্যাদি—

[ভূতেশ্বরের হাত, পা, কাপড় ধরে টানাটানি।]

ভূত। হ'য়েছে, হ'য়েছে। আমার বাবাত্বের শ্রাদ্ধ করে ছাড়লে, বাবারা। যাচ্ছি, এক্ষুণি টাকা নিয়ে আসব। (দ্রুত প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[টল্‌তে টল্‌তে ভূতেশ্বরের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের আবির্ভাব।]

স্ত্রী। দাও, টাকা বের করো—

ছেলে। বাবা, পয়সা—

মেয়ে। বাবা, খিদের চোটে বাঁচি না—

ছেলে। মা, ভাত দাও—

[ভূতেশ্বরকে ধরে সকলের টানাটানি—টল্‌তে টল্‌তে ভূতের পতন।]

ভূত। টাকা কোথাও পাইনি, আমি বিষ খেয়েছি।

স্ত্রী। পোড়ারমুখো, আমাকে বুঝি বোকা পেয়েছ ? বিষ কি বিনি পয়সায় মিলে নাকি ?

ভূত। না গো না, পয়সা যা পেয়েছিলাম, তা' দিয়ে বিষ কিনেছি। তুমি যদি সহমরণের পুণ্য পেতে চাও, তোমায় বিনি পয়সায় তা দিতে পারি ! (ট্যাঁকে হাত বাড়ানো) দেব ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী। আব্দার আর কি! হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিন্‌ষের সঙ্গে আবার সহমরণ!

ভূত। সতী! অতটুকু সতীত্বের জোরও তোমার নেই? তবে আর বেঁচে থেকে আমার কী লাভ! বাকী টুকুও আমিই খেয়ে ফেলি। (ট্যাঁক থেকে নিয়ে কি একটা মুখে পোরা আর হাত পা লম্বা করতে করতে চোখ বোঁজা) আমি তোমাদের মাফ করলাম। তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

স্ত্রী। তুমি লক্ষ্মীছাড়া মাফ করার কে? আমরা কিছুতেই তোমার অপরাধ ক্ষমা করব না!

ভূত। তা'ত জানি-ই (দীর্ঘশ্বাস)।

[ভূতের মৃত্যু ভান—কেউ তার নাড়ী দেখা, কেউ নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখা।]

স্ত্রী। টুনু, চিম্‌টী কেটে দেখ ত, মিন্‌ষের হ'ল কি? সত্যি হাড় জুড়ালো নাকি আমার?

[ছেলের চিম্‌টী কাটা,—আর একটির চুল ধরে টানাটানি করা।]

স্ত্রী। (ভূতেশ্বরের নাকে হাত দিয়ে, চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখে' পাশের ছেলেটির গায়ে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে) হতভাগা, দেখছিস্ না মরেছে। কাঁদ, লোকে কি বলবে, সকলে চেঁচিয়ে কাঁদ্ না!

(চেঁচিয়ে কান্না)

ভূত। (চট্ ক'রে উঠে) হারামজাদী, আমার সামনে আমার ছেলেকে মারিস্! আমি মরেছি বলেই ক্ষমা করব নাকি? (স্ত্রীর পিঠের উপর দুম্ দুম্ করে কিল বর্ষণ তারপর গিয়ে সটান শুয়ে পড়া।)

স্ত্রী। (কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে) শীগ্‌গির লোকজন ডেকে নিয়ে আয় শ্মশানে নিয়ে যাক্। মিন্‌ষে ত যেন মর্‌তে না মর্‌তেই ভূত হ'য়ে গেছে। তা, নইলে মরা মানুষ আবার জেগে ওঠে! সার্থক নাম, বাবা!

[ছেলে একটির লোক ডাক্‌তে প্রস্থান—বাকী সবাইর কান্নাকাটি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চার পাঁচজন লোক খাটিয়া নিয়ে হাজির। আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ভূতকে খাটিয়ায় চড়ান, তারপর 'হরিবোল' বল্‌তে বল্‌তে কাঁধে নিয়ে প্রস্থান—ভূতের স্ত্রীপুত্রের ভীষণ কান্না।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় দৃশ্য

[চিতা সাজিয়ে, কেরোসিন ঢেলে যেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে— ভূতেশ্বরের 'হরিবোল' বলে লাফিয়ে ওঠা—শ্মশান-যাত্রীদের ভয়ে 'ভূত' 'ভূত' বলে পলায়ন।]

ভূত। আমি মরিনি, মরিনি। স্ত্রী পুত্রের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শুধু একটু ভান করেছিলাম। সত্যি মরিনি আমি—

[কার কথা কে শোনে, সব পালিয়ে পগার পার।]

চতুর্থ দৃশ্য

[দু'দিন পরে ধীরে ধীরে ভূতেশ্বরের আপন গৃহে প্রবেশ।]

ভূত। ভোঁদা, অ ভোঁদা !

(অন্দরে আলাপ) এ যে বাবার গলা না—

মিনষে মরে ভূত হয়েছে—

বাবার ভূত—

ভূত। (হেসে) মঞ্জু, আমি ত এলাম।

স্ত্রী। পোড়ারমুখো, আমার মাথা খেতে এসেছ। বেরো বেরো।

ছেলেরা। বেরো, বেরো—

ভূত। ওগো, আমি মরিনি, মরিনি—

স্ত্রী। ভূত হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লো না। আমার নিজের চোখে দেখলাম, তুমি মরেছ—

ভূত। আরে সত্যিই আমি মরিনি, শুধু ভান করেছিলাম—

ছেলেরা। (লাঠির গুঁতো দিয়ে) ভূতের গা ত মা, বেশ মানুষের গা'র মতো—

স্ত্রী। আমার মাথা খাও, বেরো। পোড়ারমুখো, বেরো শীগ্‌গির। আমার ঘরের অমঙ্গল করো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত। তোমার বাবার ঘর—

স্ত্রী। ঝাঁটা মেরে পোড়ারমুখোর মুখ ভেঙে দেবো। (ঝাঁটা উত্তোলন)

ছেলেরা। (লাঠি বাগিয়ে) বেরো বেরো—

স্ত্রী। তা' নইলে এখনি আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করব। তখন না মরলেও তারা তোমাকে মেরে ছাড়বে।

ছেলেরা। বেরো, বেরো বাবা—

স্ত্রী। না মরলে মিন্‌ষে এ দু'দিন কোথায় ছিলে ?

ভূত। তোমার সতীনের ওখানে।

স্ত্রী। মর পোড়ারমুখো।

ভূত। মরেও কি তোমাদের হাত থেকে নিস্তার আছে ? (ছোট ছেলেটির চিবুকে হাত দিয়ে) খেয়েছিস্‌ বাবা ?

ছেলে। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) না বাবা, সক্কাল থেকে কিচ্ছু খাইনি।

ভূত। রসো বাবা এক্ষুণি তোমায় রসগোল্লা খাইয়ে দেব।

ছেলেরা। এ্যাঁ বাবা, রসগোল্লা, রসগোল্লা ? (জিভে জল) কই, বাবা, কই ? দাও না বাবা !

ভূত। (কাপড়ের কোণা থেকে দশ টাকার নোট খুলে নিয়ে) মঞ্জু, এই দেখ।

স্ত্রী। (ঝাড়ুটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে) তাই এতক্ষণ বল না কেন ? ভিতরে ভিতরে এত রসিক তুমি, তা ত জানতাম না। (ছেলেদের) সর্‌, সর্‌ ! (ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম।)

ছেলেরা। বাবা ত বেশ ভাল লোক দেখছি (সকলে ভূতেশ্বরের পায়ে প্রণাম।)

স্ত্রী। আরে, এস এস, বস। (আঁচল দিয়ে যায়গাটা পরিষ্কার করে দিলে।) বস, বস। আহা ঘেমে একেবারে নাইয়ে গেছো ! (আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে, আঁচল দিয়েই বাতাস করতে করতে) ভোঁদা শীগ্‌গির পাখাটা নিয়ে আয় ত। (হাস্‌তে হাস্‌তে) টাকা কোথায় পেলে, হাঁ গা ?

ভূত। সে আর বলো না। চিতা থেকে উঠে এ দু'দিন ধ'রে একটা চাকরীর খোঁজে সারা ঢাকা শহর টো টো করে বেড়ালাম। শেষকালে এক বড় বাড়ীতে ঢুকে দেখি, বড় মজা, সকাল থেকেই সে বাড়ীর বামুন ঠাকুরের খোঁজ নেই। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিতেই আমার আদর দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—বললাম, দৈনিক পাঁচ টাকা না হ'লে আমার চলবে না। তাই সই। ভাগ্যে কিছুদিন তোমার সাগ্‌রেদী করেছিলাম, মনে আছে? সেই বিয়ের পর—

স্ত্রী। হেঁ খুব আছে, খুব মনে আছে। তখন ত তুমি রান্নাঘর থেকে বেরুতেই চাইতে না। ও বাড়ীর বৌদি কত ঠাট্টা করত।

ভূত। ওস্তাদ মঞ্জুরাণীর নাম নিয়ে শুরু করে দিলাম আর কি হাঁড়ি ঠেলা।

স্ত্রী। রোজ রোজ পাঁচ টাকা দেবে ত?

ভূত। হাঁ গো হাঁ। সে একেবারে পাকা করে নিয়েছি।

স্ত্রী। রোজ এসে কিন্তু টাকাটা আমার হাতে দিয়ে যাবে।

ভূত। রোজ?

স্ত্রী। হাঁ, না দিবে ত আবার মরেছ। সবাইকে বলে দেব, তুমি মরে ভূত হয়ে গেছ। বাড়ীতেও তখন ঢুকতে পাবে না।

ভূত। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে গো, তাই হবে।

স্ত্রী। তোমার জন্য ত তা হ'লে এখানে আর রান্নাও চড়াতে হবে না?

ভূত। না তোমাদের জন্যই আমায় রান্না করে মরতে হবে সারাদিন! তোমরা আর আমার জন্য কি রান্না করবে?

স্ত্রী। বেশ, বেশ। তা হ'লে আর কোন্ শালী বলে ঃ তুমি মরেছ!

ভূত। (গম্ভীর, নিস্তব্ধ।)

স্ত্রী। আশীর্বাদ করো, যেন মাথার সিন্দুর আর হাতের নোয়া নিয়েই মরতে পারি।

ভূত। (নির্বাক)

স্ত্রী। কি ভাবছ?

ভূত। ভাবছি ঃ বাবাত্ব আর স্বামীত্ব কায়েম রেখে বেঁচে থাকতে হলে দেখছি রোজ রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেই হবে।

স্ত্রী। (নথ নেড়ে) তা'ত হবেই!

ছেলে (হাতের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘুরিয়ে) তা' ত হবেই!!

মেয়ে। (আঁচল দুলিয়ে) তা'ত হ'বেই!!

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরকা

প্রথম দৃশ্য

[মতি, মহি ও মণি—তিন বেকার বন্ধু। আদালতে লোক নে'য়া হবে শুনে রবিবার সন্ধ্যায় তিন উমেদার এস্-ডি-ও'র বাসায় এসে উপস্থিত। এস্-ডি'ও তখনো বাইরে থেকে ফেরেননি। তিন বন্ধুরই বড় বড় গোঁফ দাড়ি—চুল খাটো করে ছাঁটা, গায়ে কালো জীনের কোট, পরনে সাদা জীনের প্যাণ্ট, পায়ে তলী-ক্ষয়ে যাওয়া জুতা। এস্-ডি'ও নাই শুনে তিন বন্ধু খোলা বারান্দায় তিনখানা চেয়ার দখল করে চোঁ চোঁ করে বিড়ি টান্‌তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আলোচনায় স্থান কাল ভুলে উদ্দীপিত হয়ে উঠল।]

মণি। (গোঁফে তা দিয়ে) মতি, আমার মনে হয়, আদর্শহীন দেশ কাণ্ডারী-হীন নৌকার মতো।

মতি। না, না। বরং বলো, নৌকাহীন কাণ্ডারীর মতো।

মহি। অর্থাৎ, আজ বাঙ্গালীর নৌকাও নেই, কাণ্ডারীও নেই। সে আজ অগাধ কাল-সমুদ্রে পড়ে শুধু নাকানি চোবানি-ই খাচ্ছে।

মতি ও মণি। (একসঙ্গে) সত্যিই ; তা ছাড়া আর কি ?

মহি। জলে-পরা লোক যেমন যা দেখে তাই ধরে কূল পেতে চায় বাঙ্গালীও আজ চোখের সামনে যা দেখছে তাই গ্রহণ করে বাঁচতে চাচ্ছে।

মতি। অথচ এই বাঁচা যে মরার চেয়ে খারাপ, এ সে বুঝতে পারছে না।

মণি। বুঝতে পারলে কি তৃণারোহণ করে মানুষ সমুদ্র পার হতে চায় ?

মহি। কাজের সুবিধার জন্য ইংরেজদের কোট প্যাণ্ট না হয় নিলে ; (দাড়িগোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে) তাই বলে দাড়িগোঁফ ফেলে দিয়ে দেশের যুবকেরা সবাই মেয়ে বনে যাবে—এ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

মতি। আর মেয়েরা রাস্তায় নেমে পুরুষদের সঙ্গে ফর্ ফর্ করে বেড়াবে ! এ যে শুধু আমাদের দেশের সনাতন আদর্শের বিরোধী তা নয়, এতে দেশের সমূহ সর্বনাশও হচ্ছে।

মণি। শুধু সর্বনাশ ! রোজ রোজ কত দুর্ঘটনা যে ঘটছে তা খবর রাখ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহি। সত্যি-ই। হয়ত সাইকেল, মোটর বাইক, অথবা টেক্সী হাঁকিয়ে চলেছ ; হঠাৎ মোড় ফিরতেই সামনে এসে পড়ল এক পাল মেয়ে, হয়ত নেহাৎ মেয়েই ; কিন্তু বিলেতী পাউডার এসেন্সে, কাপড় পরার ঢঙে ও খোঁপা বাঁধার ধরনে হয়ে পড়েছে এক একটি পরী। চোখ না গিয়ে উপায় নেই ; ফলে তোমার বাহন গিয়ে পড়ল আর একজনের ঘাড়ের উপর, হয়ত ধাক্কা খেল লাইট পোষ্টে অথবা ট্রাম-কারে...

মতি। এ সব অনর্থের জন্য দায়ী কে ?

মণি। কে আবার ? দায়ী দেশের লোক।

মহি। আমার মনে হয়, আমাদের সমস্ত সর্বনাশের গোড়া হচ্ছে : চক্ষু লজ্জা।

মতি। সত্যি-ই। অনেকেই হয়ত এ-সব পরানুকরণকে নিন্দার চোখেই দেখে, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় নিজেরাই আবার সে সব কাজ নির্বিবাদে করে যায়।

মণি। কাজেই যারা দেশের মঙ্গল চায়, তাদের সর্বপ্রথম চক্ষুলজ্জা জয় করা চাই।

মহি। বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সত্ত্বেও আমরা দাড়িগোঁফ রেখে চক্ষু-লজ্জা জয়ের সর্বপ্রথম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছি ; ভবিষ্যতেও আমরাই দেশের সামনে নব নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করব।

মতি ও মণি। (একসঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমরাই ত দেশের নব-জন্মের অগ্রদূত, পাইওনীয়ার। আমরাই বাঙালীর সামনে...

[কথা শেষ হ'বার পূর্বেই ঘড়ু ঘড়ু শব্দে একখানি গাড়ী এসে গেটের বাইরে দাঁড়াল। তিন বন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে মুখের বিড়ি জুতার নীচে পিষে নিবিয়ে ফেল্লে। গেট ঠেলে একটি সুন্দরী তন্বী মেয়ে ঢুকলেন ; ইনি এস্-ডি-ও'র তৃতীয় পক্ষ। বিরাটকায় প্রৌঢ় এস্-ডি-ও গাড়ী থেকে নামবার জন্য এখনো ধস্তাধস্তিতেই আছেন।— বৌ ঢুকতেই হঠাৎ এই তিন মূর্তিমানকে দেখে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। তিন বন্ধু লাফিয়ে উঠে কোথায় যে লুকোবেন, পথ খুঁজে হয়রান। বাড়ীর দু'পার্শ্বই বন্ধ, গেট ঠেলে বাইরে যাওয়া অথবা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই। ভিতরে যাওয়া যায় না, আর গেটের সামনে ত স্বয়ং হুজুর দাঁড়িয়ে। অগত্যা তিন বন্ধু পূব কোণায় জড় হয়ে দেয়ালের দিকে মুখ গুঁজে দাঁড়ালে। তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স-সঙ্কোচ জড়সরো ভাব দেখলে মনে হয় : দে'য়ালে ঢুকে যেতে পারলেই যেন তারা বাঁচে।]

মণি। (দেয়ালের দিকে মুখ রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্লে) সিসিম্ খোল্।

[দেওয়াল ফাঁক হ'ল না। শ্রীমতী এস্-ডি-ও সেণ্ডেল উঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিন বন্ধু দেয়ালে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু তিনজনই শ্রীমতী ঢুকবার সময় ঘাড় বাঁকিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে এক চক্ষু ফিরিয়ে দেখ্তে লাগল। ততক্ষণে এস্–ডি-ও গেটে ঢুকে পড়েছেন। তিনি এই না দেখে–]

এস্-ডি-ও। (গর্জন করে) কোন্ হ্যায় ?

তিন বন্ধু। (আমতা আমতা করে) আমরা, হুজুর !

এস্-ডি-ও। কা'কে চাই !

তিন বন্ধু। হুজুরকে স্যার !

এস্-ডি-ও। কেন ?

তিন বন্ধু। (আমতা আমতা করে) আমরা হুজুর !

এস্-ডি-ও। কা'কে চাই !

তিন বন্ধু। হুজুরকে, স্যার !

এস্-ডি-ও। কেন ?

মতি। (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) এ, এ, আপনার হাতে নাকি স্যার চাক্‌রী।

এস্-ডি-ও। চাক্‌রী ? কিসের চাক্‌রী ? বেরো, বেরো।

মণি। আমরা বড় বড্ড গরীব স্যার !

এস্-ডি-ও। বেরো, বেরো বল্‌ছি। মহিলার সম্মান করতে জান না, আবার চাক্‌রী ! স্টুপিড্, রাস্কেল কতগুলি। ঘাড় বেঁকিয়ে কি দেখ্‌ছিলে ? মেয়েমানুষ দেখনি কোনোদিন ? (গেটের দিকে) অঙ্গুলি নির্দেশ করে) বেরো।

[হতবুদ্ধি বন্ধুত্রয় অগত্যা মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দরজীর দোকান। দরজী কল চালিয়ে সেলাই কাজে রত। আশে-পাশে আরও দু'তিনজন বিভিন্ন সেলাই কাজে ব্যস্ত। তিন বন্ধু দরজীর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে]

মহি। নারীর ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে আমরাই দেশে সর্বপ্রথম নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করব।

মণি। দেশের ইতিহাস একদিন আমাদের ঋণ স্বীকার করবেই।

[দরজীর দোকানের সবাই কাজ বন্ধ করে আগন্তুকদের প্রতি হা করে তাকিয়ে রইল।]

মহি। এতদিন ধরে মেয়েরা বোরকা পরেছে, এবার থেকে পুরুষেরা বোরকা পরবে।

মতি। মেয়েদের সম্মান রক্ষা করে চলতে হলে পুরুষদের বোরকা পরা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

মণি। হাটে মাঠে, পথে ঘাটে, সভায় সমিতিতে এখন পঙ্গপালের মতো শুধু মেয়ে ; এই পঙ্গপালের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলেও ত বোরকা চাই।

মতি। বোরকা পরা থাকলে কি সে-দিন এস-ডি-ও আমাদের অতখানি অপমান করতে পারতেন ?

দরজী। আপনারা...

মহি। বোরকা পূর্বকালে মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষা করে এসেছে, এ যুগে পুরুষদের ইজ্জৎ রক্ষা করবে।

মতি। ধন্য বোরকা, ধন্য হে নরনারীর বিপদভঞ্জন !

মণি। হে মহিয়সী বোরকে ! যুগ যুগ ধরে তুমি বেঁচে থাক।

দরজী। আপনারা...

মহি। যে মহাপুরুষ নরনারীর সম্মান রক্ষার এই অপরূপ যন্ত্রটি আবিষ্কার করে মানবজাতির মহাকল্যাণ সাধন করেছেন তাঁর পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের হাজার হাজার সালাম ও সহস্র নমস্কার।

মতি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের এ্যানিভারসারী হওয়া উচিত।

দরজী। আপনারা কি মনে ক'রে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণি। উচিত কাজ আমাদের দেশের লোকে কবে করেছে, শুনি ?

মহি। করে না বলেই ত এই আত্মবিস্মৃত জাতি আজও অধঃপতনের নিম্নতম গহ্বরে পড়ে আছে।

মতি। দেশের কাজ অন্য কেউ না করলেও আমাদের ত করতে হবে ! চল, আজই সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বোরকার আবিষ্কার কর্তার নাম আর জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা খুঁজে বের ক'রে আনি।

মণি। (চিন্তান্বিত ভাবে) তাঁর বুদ্ধির তারীফ করতেই হয়...

দরজি। বলি, সাহেবরা কি চান ?

মতি। (অধিকতর চিন্তিত ভাবে) শুধু বুদ্ধি ! বোরকা আবিষ্কারের কথা যতই ভাবি, ততই বিস্ময়ে আমার তাক্ লেগে যায়। কলম্বাসের আবিষ্কারের চেয়ে এই আবিষ্কারের মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। ইউরোপ নাকি খুব সভ্য ; তাদেরও কোট চাই, প্যান্ট্ চাই, সার্ট চাই, টাই চাই, হ্যাট চাই ; ভারতবর্ষেরও সেই দশা : ধুতি চাই, চাদর চাই, গেঞ্জি চাই, পাঞ্জাবী চাই, আরও কত কি চাই। বোরকা হচ্ছে পোষাকের সেরা পোষাক, আপাদমস্তক একটিতেই ব্যস্। সত্যি-ই, এই বোরকা মানব-সভ্যতার এক বিরাট বিস্ময় !

মহি। বোরকা মানব-ইতিহাসের অষ্টম আশ্চর্য !

মণি। আমার মনে হয়, যিনি বোরকা আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন বড় রকমের অর্থনীতিকও ছিলেন। বোরকাতে সুবিধা কত, ধুতি প্যান্টের মতো পরতে হাঙ্গাম নেই, বোতাম খরচ নেই, বেল্ট লাগাবার কষ্ট নেই ; মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিলেই এক সেকেণ্ডে পরা শেষ। টাকা বাঁচল, সময় বাঁচল। এ যুগে ওর বাড়া আর কি চাই ?

মহি। আর পনর-আনা ধোপা-খরচ বেঁচে গেল, সেও ত কম কথা নয়। কোট প্যাণ্ট ধুতি পাঞ্জাবী পরলেও বোরকা থাক্লে তা ত আর সহজে ময়লা হয় না।

মতি। হলেই বা কে তা দেখ্ছে ?

[দরজী অনন্যোপায় হয়ে, হুঁকায় তামাক ভরে টিকা জ্বালিয়ে তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলে। তিন বন্ধু এক সঙ্গেই হুঁকার নলটি ধরে টানাটানি আরম্ভ করলে। এ বলে : আমি আগে ; ও বলে : আমি প্রথম ; এ বলে : আমি জ্বালিয়ে দিই ; ও বলে : তুই পরে খাস্ ; ইত্যাদি।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহি। (হুঁকার নলে হাত রেখেই) দেখ, এই করলে কারোই তামাক খাওয়া হবে না—অনর্থক তামাকটা জ্বলে যাবে।

মতি। Example is better than precept. বেশ তুমি হাত ছেড়ে দাও।

মহি। হাত ছাড়া মানে আমার দাবী ছাড়া, তা আমি ছাড়তে যাব কেন? তবে আমি বলি : এ হচ্ছে pact -এর যুগ ; অটোয়া প্যাক্ট, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, নাটো প্যাক্ট, সেণ্টো ইত্যাদি প্যাক্টের উপরই আজ দুনিয়া চল্‌ছে ; চল আমরাও একটা প্যাক্ট করি, তারপর সেই প্যাক্ট-অনুসারে তামাক খাওয়া চলুক।

মণি ও মতি। তা মন্দ না, বেশ তাই হোক।

মহি। কি রকম করতে চাও বলো।

মণি। তুমিই প্যাক্টের কথা তুললে যখন, কি রকম হওয়া উচিত তুমিই বলো।

মহি। না, তোমরাই বলো।

মতি। না, তুমিই বলো।

মহি। আমি বলি কি : তামাক খাওয়ার আগে চল আমরা স্মৃতিবার্ষিকীর কর্মকর্তা ঠিক করে নেই—যে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদ গ্রহণ করবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে-ই আগে তামাক খাবে।

মতি ও মণি। বেশ বেশ, ঠিক বলেছ ভাই।

মতি। তা হ'লে আমি প্রস্তাব করি, মণি বোরকা বার্ষিকীর সভাপতি হোক, আর সে সকলের শেষেই তামাক খাবে।

মণি। বেশ, আমি তা'তে রাজী আছি। আর আমি প্রস্তাব করি, মতি বার্ষিকীর সম্পাদক হোক, এবং সে সকলের আগে তামাক খা'ক্।

[মহি হতাশভাবে একবার এর মুখের দিকে তাকায়, আবার ওর মুখের দিকে তাকায়। মতি ও মণি যখন তার নাম কিছুতেই প্রস্তাব করল না তাখন তার হতাশার সীমা রইল না।]

মহি। আ-আ-আমার নাম!

মতি ও মনি। কেন, তুমি ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

মহি। না, আমি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হ'ব না।

মতি। কেন হবে না? না হয় তুমিই প্রথম তামাক খেয়ো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহি। কথা ছিল আমরা আমাদের সম্প্রদায় ভুলে যাবো—নিজেদের সর্ব-প্রথম বাংলাদেশী মনে করব, কিন্তু দেখ্‌ছি তোমরা সম্প্রদায় ভুল্‌তে পারছ না।

মণি। কি করে বুঝ্‌লে আমরা ভুল্‌তে পার্‌ছি না ?

মহি। (স্বগতের মতো) কৌন্সিলে আমাদের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট, করপো-রেশনে ডেপুটি মেয়র, কংগ্রেসেও করা হয় এসিস্‌টেণ্ট সেক্রেটারী। (মতি ও মণিকে লক্ষ্য ক'রে) সম্প্রদায় ভুল্‌তে পারলে তোমরা আমাকে ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট হওয়ার প্রস্তাব করতে না।

মণি। ছি, ছি, তুমি মনে মনে আমাদের বিরুদ্ধে এতখানি সাম্প্রদায়িক বিষ পোষণ করো! মনে করেছিলাম, আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে তুমিও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছ, এখন দেখছি তোমার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

মহি। সব সময় আমাদেরে ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট করে রাখতে চাও, তা হ'লে আমরা যে দীর্ঘদিন জাতীয়তাবাদী থাকব না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মতি। তুমি ডেমোক্রেসী মানো ত ?

মহি। তা মান্‌ব না কেন ?

মতি। ডেমোক্রেসীর প্রথম নীতি হচ্ছে মেজরিটির হুকুম মানা।

মণি। তিনজনের আমরা দু'জনে বল্‌ছি, তুমিই ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট হবে,—Majority must be granted.

[মতি ও মণি হুঁকাটি ছেড়ে দিয়ে—তাহার পিঠে হাত বুলিয়ে—]

মতি ও মণি। এখন গোলমাল করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে, ভাই। তুমি আমাদের ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট, সাম্‌নের বার তুমিই ত প্রেসিডেণ্ট হ'বে—এখন তামাক খাও ভাই, আমরা হিন্দু মুসলমান দু'ভাই মিলে মিশে না থাক্‌লে সমস্ত দেশটাই যে রসাতলে যাবে!

[অনেকক্ষণ উদাসভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে—হয়ত ভবিষ্যতের আশায় আশান্বিত হয়েই মহি হুঁকা টানা আরম্ভ করল।]

মহি। (দরজীকে) তুমি বোরকা সেলাই করতে পার ?

দরজী। তা আর পারি না, হুজুর ? আবা, কা'বা, আস্‌কান, পা'জামা শিরওয়ানী...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতি। তোমার আবা কা'বা চুলোয় যাক্—বোরকা সেলাই করতে পার কিনা তাই বল ?

দরজী। খুব পারি, হুজুর।

মণি। খুব ভাল বোরকা : প'রে যেন সাহেব সুবা'র সঙ্গে দেখা করা যায়।

দরজী। খুব পারব, হুজুর।

মতি। তবে মাপ নাও। (ব'লে উঠে দাঁড়ালে।)

দরজী। (অবাক বিস্ময়ে) আপনাদের ?

মণি। হাঁ, আমাদের মাপ নিলেই চল্‌বে।

দরজী। অত লম্বা কি মেয়ে মানুষ হয় ?

মতি। হয় কি না হয় তার জন্য তোমার মাথা-ব্যথা কেন ?

দরজী। আচ্ছা, যো হুকুম।

[মাপ দিয়ে সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[এস্-ডি-ও'র বাসা। তিন বন্ধু বোরকা প'রে ঢুক্‌লে। এস্-ডি-ও বাসায় নেই। ভিতর থেকে দেখে এবং বোরকা-পরা মেয়েমানুষ এস্-ডি-ও'কে চায় শুনে' এস্-ডি-ও পত্নীর সন্দেহ। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি বল্লেন :]

এস্-ডি-ও পত্নী। বুড়ো মিন্‌ষে তলে তলে এত কাণ্ডও করে বসেছে ! মাগীগুলিরও এত আস্পর্দ্ধা, একেবারে বাসায় এসে হাজির !

[এস্-ডি-ও পত্নী বারান্দায় ঢুকলেন—তিন বন্ধুর বোরকাসহ সালাম করা]

এস্-ডি-ও পত্নী। (চেয়ারে বসতে বসতে) কা'কে চাই ?

মহি। এস্-ডি-ও সাহেবকে।

এস্-ডি-ও পত্নী। কেন ? তাঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন ?

মহি। তাঁর সঙ্গে আমাদের একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এস্-ডি-ও পত্নী। একেবারে বিশেষ প্রয়োজন !

মণি। হাঁ, স্যার।

মতি। (অনুচ্চস্বরে) দূর ম্যাডাম বল !

মণি। হ্যাঁ, ম্যাডাম ! জেণ্ডারটা কবে স্কুলে পড়েছি, একদম ভুলে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্-ডি-ও পত্নী। প্রয়োজনটি কি দিনে না রাতে ?

মহি। তার মানে ?

এস্-ডি-ও পত্নী। (ভেঙচি দিয়ে) তার মানে। সব কচি খুকী কি না। বুড়ো মানুষের মাথা চিবোতে লজ্জা করে না ?

মণি। বুঝতে পারলেম না, ম্যাডাম।

এস্-ডি-ও পত্নী। বুঝতে পারবে কেন ? ওকে বোকা-রাম পেয়েছ বলে মনে করেছ, আমিও বোকা-রাম, না ?

মণি। সাহেব কি বাড়ী নেই ?

এস্-ডি-ও পত্নী। তর্ সইছে না বুঝি ? বুড়ো মানুষকে নিয়ে ঢলাঢলি করতে লজ্জা করে না ? ভদ্র মহিলার মতো বোরকাও ত চড়িয়েছো ?

[সঙ্গে সঙ্গে এস্-ডি-ও'র প্রবেশ। সিঁড়িতে পা দিয়েই তিনি বলে উঠলেন :]

এস্-ডি-ও। (পত্নীকে লক্ষ্য করে) ওঁদের নিয়ে তুমি ভিতরে বস্‌লে না কেন ?

[স্বামীকে দেখ্‌তেই এস্-ডি-ও পত্নীর রাগ বুঝি মাথায় চড়ে বসল—তিনি নিরুত্তরে দুপ্ দাপ্ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিনটি বোরকাবৃতা মেয়ে মানুষ মনে করে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে এস্-ডি-ও ইতস্তত করতে লাগলেন। অগত্যা দণ্ডায়মান তিন বোরকাবৃতাকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন :]

এস্-ডি-ও। আপনারা ভিতরে গিয়ে বসুন।

[খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে, তিন বন্ধু একই সঙ্গে বোরকা মাথা পর্যন্ত তুলে, এস্-ডি-ও-কে অভিবাদন জানালে। ছদ্মবেশী পুরুষ মানুষ এতক্ষণ ধরে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ করছে বুঝতে পেরে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লেন। হাতের লাঠি উঁচিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন।]

এস্-ডি-ও। চোর, বদমাইস্ সব—শের খাঁ, শের খাঁ, বাঁধ...।

তিন বন্ধু। আমরা স্যার চা...।

এস্-ডি-ও। চুপ্ রাও, চোর ডাকু সব, এক্ষুণি পুলিশে দেব—দারওয়ান, দারওয়ান !...

[গতিক ভালো নয় দেখে তিন বন্ধু দ্রুত রাস্তায় নেমে ভোঁ দৌড়। অনেক দূর গিয়ে তবে নিশ্বাস নিয়ে থামলে। রাস্তায় বোরকাগুলি খুলে ওয়াটার-প্রুফের মতো ভাঁজ করে বাম হাতে নিলে। হঠাৎ মহি সামনের দিকে চেয়ে' থেমে পড়ে বলে উঠল—স্টপ ; রেডী। মতি মণিও সামনের দিকে চেয়ে' বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল : কি? মহি আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দেখে বল্লে—ঐ দূরে একপাল মেয়ে দেখা যাচ্ছে না! মণিও চেয়ে দেখে বল্লে—তাই ত মনে হচ্ছে। মতি জেব থেকে চশমাটি বের করে চোখে লাগিয়ে চেয়ে দেখে বল্লে—হাঁ মেয়েই, কুইক্—। বলে' তিনজন মুহূর্তে বোরকা পরে' ফেল্লে। কয়েকটি মেয়ে এসে পড়ল। মেয়েরা ওদের দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল।]

১মা। কোথাকার জঙ্গলী!

২য়া। (সুর করে) ভুতের মতন চেহারা যেমন...।

৩য়া। আঁধার রাতে দেখলে ভূতও ভয়ে পালাবে।

৪র্থা। অসভ্য!

মহি। (বোরকার ভিতর থেকে) এতদিন তোমরা অসভ্য ছিলে—কালের হাওয়ায় এখন আমাদের অসভ্য বনিয়ে ছেড়েছে।

৩য়া। কোন্ জঙ্গল থেকে?

মণি। কোন্ জঙ্গল থেকে দেখবে? দেখ তবে—। (এই বলে গোঁফ পর্যন্ত বোরকা উত্তোলন। দেখে মেয়েরা ভয়ে ডরে "বাবারে" বলে চীৎকার দিয়ে উঠল। কেউ হুমড়ী খেয়ে মাটিতে পড়ল—কারও ফিট হবার দশা, কেউ ভোঁ দৌড়। মেয়েদের চীৎকার শুনে মোড় থেকে তিন চারজন পাহারাওয়ালা মোটা লাঠি কাঁধে ছুটে এল। পাহারাওয়ালা 'কি, কি' করতে না করতেই ভীতা মেয়েরা আঙ্গুল দিয়ে বোরকা-ওয়ালাদের দেখিয়ে দিলে।)

১মা। ভূত।

২য়া। ভূত।

পুলিশ। কোন্ হ্যায়?

তিন বন্ধু। আমরা।

পুলিশ। আদমী আছে না ভূত আছে?

তিন বন্ধু। আদ্‌মী।

পুলিশ। বোরকা খোলো।

[তিন বন্ধু বোরকা খুলতেই—]

পুলিশ। তোম্ লোক্ চোর হ্যোয়, ডাকু হ্যোয়...।

তিন বন্ধু। নেই, কভি নেই, হাম্ লোগ নোকরী তালাসে গিছিল।

পুলিশ। ঝুট হে। তোমলোগ ডাকু আছে, বিপ্লবী আছে।

তিন বন্ধু। নেই, নেই, নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ। চুপ্ রাও! থানা-মে চলো।

[তিন বন্ধুকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।]

———

চতুর্থ দৃশ্য

[আদালত। এস্-ডি-ও এজলাসে উপবিষ্ট। উকিল, পেশ্কার, মুহুরী, সাক্ষী প্রভৃতিতে ঘর ভরপুর। পুলিশ ও সেদিনকার ভয়প্রাপ্তা মেয়েরাও উপস্থিত। বোরকাবৃত আসামীরা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান।]

এস্-ডি-ও। (আসামীদের প্রতি) তোমরা বোরকা খুলে দাঁড়াতে পার।

মহি। ধর্মাবতার! মেয়েরা রয়েছেন, মেয়েদের সামনে বে-পর্দা হওয়াকে আমরা মেয়েদের প্রতি অসম্মান মনে করি।

এস্-ডি-ও। তোমরা ছদ্মবেশী বদমাইশ্, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বদ্মাইশী করার মৎলবে সেদিন আমার বাসায় পর্যন্ত তোমরা ঢুকেছিলে। আর এ-সব অবলা সরলা ভদ্রমহিলাদের প্রতি তোমরা যে প্রকাশ্য দিবালোকে বেআইনী ভাবে আক্রমণ করেছিলে তাও অস্বীকার করার যো নেই,—হাতে হাতেই ধরা পড়েছ। তবুও তোমাদের স্বপক্ষে যদি কিছু বলার থাকে বল্তে পার।

মহি। ধর্মাবতার! আমরা ছদ্মবেশী, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বদ্মাইশ্ বা চোর ডাকাত আমরা নই। ধর্মাবতারের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন পূর্বে চাকরীর সন্ধানে বিনা-বোরকায় আমরা একবার হুজুরের বাসায় গিয়েছিলাম। হজুর তখন মেম সাহেবকে নিয়ে বাইর থেকে ফির্ছিলেন—আমরা লুকোবার জায়গা না পেয়ে বারান্দার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম; হয়ত বা মেম সাহেবকে আমরা দেখে ফেলেছিলাম। তা'তে হুজুর খুব রেগে আমাদের গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনই আমরা সংকল্প করি যে, ভবিষ্যতে বিনা বোরকায় আমরা আর কারো সাথে দেখা করতে যাব না। সেই দিনই অর্ডার দিয়ে তিনটা বোরকা তৈয়ের ক'রে নিই এবং সেই বোরকা পরে কাল হুজুরের সাথে আর একবার দেখা করতে যাই। মেম সাহেব মেয়েলোক ভুল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন—তখন হুজুর এসে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। পথে আসতে এই অবলা সরলা ভদ্রমহিলারা আমাদের অনর্থক গায়ে পড়ে খুব টিটকারী দিচ্ছিল—তাতে আমরা বোরকাটা মুখ পর্যন্ত তুলতেই তাঁরা চীৎকার দিয়ে ওঠেন! আর তাই শুনে পুলিশ আমাদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই হুজুর আমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস—এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমরা অবনত মস্তকে শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

[এই অপূর্ব জবানবন্দী শুনে আদালত-শুদ্ধ লোক হেসে খুন। তবে এস্-ডি-ও'র মনের বোঝা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন ঃ]

এস্-ডি-ও। মেয়েদের সম্মানের জন্য আপনাদের এই অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার দেখে আমি সত্যই আনন্দিত। শুধু খালাস দিলে আপনাদের ত্যাগের পুরস্কার হয় না ; আজই যা'তে আপনাদের চাকরী হয় আমি তার বন্দোবস্ত করব।

তিন বন্ধু। (বোরকার ভিতর থেকে) সাধু! সাধু!! সাধু!!!

পঞ্চম দৃশ্য

[তিন বন্ধু একই বাড়ীর পাশাপাশি তিনটি ঘর ভাড়া করে' থাকে। বেলা তখন ১০ ঘটিকার মতো হবে—খাওয়ার পর তিন বন্ধু বারান্দায় বসে বিড়ি ও গল্পে মসগুল। তিনটি হুকে বোরকা তিনটি ঝুলানো।]

মণি। দেখ, বোরকার দৌলতে আমাদের এই সৌভাগ্য—এমন বেকার-সমস্যার দিনে বোরকার কল্যাণে কত সহজে এক সঙ্গে তিন বন্ধুর চাকরী হয়ে গেল। (বোরকাগুলির দিকে চেয়ে) হে চিরকল্যাণময়ী বোরকে, আমরা তোমার কাছে চির ঋণী।

মহি। হে লজ্জাহারী, হে অগতির গতি, তুমি এই অধম ভক্তের সহস্র কদমবুসী গ্রহণ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতি। মা বোরকে, তুমি দীন-বান্ধবী, তুমি আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাত্রী, দীনাতিদীন সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করো মা। বলো ভাই সব : বোরকা মা-ই কী জয় !

[মণি ও মহির জয়ধ্বনিতে যোগদান।]

মহি। বাস্তবিকই যদি আমরা অকৃতজ্ঞ না হয়ে থাকি, তা'হলে আমাদের উচিত বোরকার স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মণি ও মতি। আলবৎ ! 'মানুষ আমরা, নহি তো মেষ...।'

মহি। আমি বলি, চল আমরা 'বোরকা' নামে এক পত্রিকা বের করি এবং তার দ্বারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বোরকার সর্বাঙ্গীন উপকারিতা প্রচার করি। পত্রিকা ছাড়া কোনো ভালো জিনিষের প্রচার বা কোনো অনুষ্ঠানই টিকে থাকতে পারে না।

মণি। আমি বলি : পত্রিকা বের করার আগে, চল আমরা একটা 'বোরকা-সমিতি' স্থাপন করি—সেই সমিতির প্রত্যেক সভ্যকেই বোরকা পরার শপথ গ্রহণ করতে হবে, বোরকা প্রচারের জন্য চেষ্টা করতে হবে আপ্রাণ। আজকালকার দুনিয়ায় রাজনীতিই বলো আর সমাজ-নীতিই বলো, প্রথমে সমিতি ছাড়া কিছুই হয় না।

মতি। তা তুমি মন্দ বলনি। মাঝে মাঝে সমিতির পক্ষ থেকে লেক্‌চার্ণ লেক্‌চার ইত্যাদির দ্বারা বোরকার নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক উপকারিতা সম্বন্ধে জোর প্রপাগ্যাণ্ডা চালাতে হবে।

মতি। আমি বলি : সমিতির গঠন বা পত্রিকা প্রচারে হাত দেওয়ার আগে বোরকার প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে খুব সহসা একদিন আমাদের 'অল্‌ বাংলাদেশ বোরকা দিবস' পালন করা উচিত।

মণি ও মহি। ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ।

মতি। সেদিন প্রসেশন্‌ করে সমস্ত বড় বড় রাস্তা ঘুরে 'জয় বোরকা মা-ই কি জয়' প্রচার করতে হবে। সন্ধ্যায় পল্টন মাঠে সব মিছিল একত্রিত হয়ে বোরকা Hoisting Ceremony ক'রে সকলে বোরকা ব্যবহারের শপথ গ্রহণ করতে হবে ; আর ঘোষণা করতে হবে : জনসাধারণের আদর্শ গান্ধীর চরকা নয় বরং আমাদের বোরকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণি ও মহি। আলবৎ।

মণি। (আপন মনে) পূর্ব বাংলার বোরকা, চিজ্ ঘরকা, ধন্য হউক, ধন্য হউক।

মহি। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) উঠে পড়, আফিস থেকে এসেই সব প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে। মাত্র পনর মিনিট বাকী।

[তিন বন্ধু কাপড় পরার জন্য ভিতরে প্রবেশ করল। তখন তিন বৌ একসঙ্গে বারান্দায় এসে আলাপ শুরু করলে।]

মণির বৌ। ঠাট্টা বিদ্রূপ ত আর সহ্য হয় না ভাই।

মতির বৌ। সেদিন দারগার বৌ ত শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে ফীট হওয়ার উপক্রম।

মণির বৌ। এত ক'রে বলি ঃ আমরা ত মেয়ে মহলে আর মুখ দেখাতে পারি না ঃ তা কিছুতেই শুনবে না। আরও বলে কি, ভালো কাজ করতে গেলে পৃথিবীতে ঐ রকম বহু ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতেই হয়।

মতির বৌ। ভাই, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। সেদিন হেড ক্লার্কের বাড়ী যাচ্ছি, রাস্তার সব ছেলেমেয়েরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল ঃ বোরকাওয়ালার বৌ, বোরকাওয়ালার বৌ।

মণির বৌ। আমি ত কারও বাড়ী যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।

মতির বৌ। পথে, ঘাটে, রাস্তায়, অফিসে সবখানেই লোকের হাসাহাসি ঠাট্টাবিদ্রূপ তবুও মিন্‌ষেগুলির আক্কেল হয় না।

মহির বৌ। (কি চিন্তা করে নিয়ে) আমি এক বুদ্ধি ঠাউরেছি। পার্‌বি তা করতে? পারলে কিন্তু এই লজ্জা থেকে বাঁচা যেতে পারে।

মতির বৌ ও মণির বৌ। কি, কি, খুলেই বল্ না। পারব, খুব পারব।

মতির বৌ। কেন পারব না? তোমাদের বলিনি, আমি ত মনে মনে দড়ী কল্‌সী বাঁধবার সঙ্কল্প করছিলাম। কাজেই, যতই দুরূহ হোক পারব।

মহির বৌ। চল তবে, ভিতরে এসো।

[তিন বৌ-এর ভিতরে প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধু বাইরে এসে হুক্ থেকে বোরকা নিয়ে পরে, বের হচ্ছে, তখন পিছন থেকে তিন বৌ ধীরে ধীরে তিনটে জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়ে এসে বোরকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে চুপে চুপে ভিতরে সরে পড়ল। আগুন ধরে উঠ্‌তেই তিন বন্ধু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন বন্ধু। আগুন, আগুন (লাফালাফি) শীগ্‌গির জল, জল, পানি পানি।

[তিন বৌ তিন কলস জল নিয়ে ঢুকলে।]

তিন বৌ। হায়, হায়, আগুন লাগল কি করে ? জল, জল, পানি, পানি।

তিন বন্ধু। (লাফালাফি আর বোরকা নিয়ে টানাটানি করতে করতে) শীগ্‌গির জল ঢালো, শীগ্‌গির।

তিন বৌ। বোরকা আর পরবে না বলো। না হয় জল ঢালব না।

তিন বন্ধু। আর পরব না, পরব না। তোমাদের মাথা খাই, আর কখনো পরব না, পরব না। এ নাক কান মলা খাচ্ছি।

[তিন বৌ তিন বন্ধুর মাথার উপর তিন কলস জল ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন।]

যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রগ্রেসিভ মেস'। সময়—রবিবারের বিকাল। জাফর—পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক ; এম, এ, আর ল'এর ছাত্র ; মোটা সোটা আরাম-আয়েশী চেহারা, পরিশ্রমের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও নেই ; বাটার-ফ্লাই গোঁফ জোড়া বেশ সযত্নে ছাঁটা ; ডোরা কাটা পায়জামা, আর ঐ ঝাপড়ের কোট প্যাটার্ণের শার্ট পরনে ; বাঁ হাতে সিগারেট ; ডান হাতে সংবাদপত্রের একধার তুলে অন্যমনস্কভাবে একবার সংবাদপত্রের দিকে, একবার দরজার দিকে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকাচ্ছে। একটি বালক-চাকর এক এক ক'রে খান কয়েক চেয়ার রেখে যাচ্ছে। শেষ চেয়ার রেখে চাকর বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাফর দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল :]

জাফর। (উঠে বস্‌তে বস্‌তে) আরে এস, এস।

[মনির, ওয়াহেদ, জলিল এবং আরো চার পাঁচজন মেসের ছেলে ঢুকে কেউ চেয়ারে কেউ জাফরের বিছানার উপর বসে পড়ল।]

মনির। (ঢোকা মাত্রই) কি হে, 'প্রগতি সঙ্ঘ' আবার কবে থেকে হ'ল ? অত বড় দুর্ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে গেল ?

জাফর। আজকেই হবে। সে জন্যই ত তোমাদের ডাকা হ'ল।

মনির। রাম না হতেই রামায়ণ !

ওয়াহেদ। তবে যে 'ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট' বলে নোটিশে সই মেরেছ ? কে তোমায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেছে শুনি ?

জাফর। নির্বাচন পরে হবে। এখন কাজ চালাবার, মিটিং ইত্যাদি ডাক-বার লোক চাই ত একজন !

মনির। তা হ'লে বলো, তুমি নিজেই নিজেকে নির্বাচন করে নিয়েছ !

ওয়াহেদ। তাই যদি হয় তা' হ'লে শীগ্‌গির চায়ের অর্ডার দাও। নইলে এক্ষুণি আমরা তোমার বিরুদ্ধে 'নো-কন্‌ফিডেন্স' পাশ করাবো বলে দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত সবাই সমস্বরে। আলবৎ, আলবৎ, প্রাণের কথা বলেছ ভাই। প্রাণের কথা বলেছ।

জাফর। (কিছুটা বিরক্তভাবে) এখন ও-সব কথা থাক্ না, বাপু। ঘাবড়াও কেন, চায়ের অর্ডার হবেই। ততক্ষণ না হয় যে জন্য ডেকেছি তারি জবাব দাও।

মনির। এই ত ভাই, ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত কথা হলো। তা হ'লে আমাদের আর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এবার স্বচ্ছন্দে বলে যাও তোমার বক্তব্য।

জাফর। (বেশ গম্ভীরভাবে) বলি, তোমরা কি সব মড়ার মতো চুপ করে থাকবে ?

সিকান্দর। তোমার একজনের শব্দেই মেসে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়েছে। তার উপর আমরা সবাই মিলে যদি চীৎকার করতে থাকি, তা হলে এই বাড়ী যে পাগলা-গারদ হয়ে উঠবে।

জাফর। (সিকান্দরের টিপ্পনীতে কান না দিয়ে) ঘরবাড়ী ছেড়ে, এই দূর প্রবাসে টাকা-পয়সা খরচ ক'রে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত সব যে কৃচ্ছ্রসাধন, এ-সবের একমাত্র লক্ষ্য ত সংসারে বড় হওয়া। সেই বড় হওয়ার একমাত্র উপায়, একমাত্র 'সিসেম খোল্' ঐ (বলে', তর্জনী দ্বারা দেওয়ালে টাঙানো কাঁচে—বাঁধানো এমিয়েলের দুই ছত্র লেখার প্রতি ইঙ্গিত করলে।)

জাফর। শোন, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে মনে রাখতে হবে ঃ আমাদের বড় হতে হবে। ভুললে চলবে না ঃ বড় না হলে আমরা ছোট হয়ে পড়ব। বড় হ'তে হলে প্রগতিশীল হতে হবে, নিজের ঢাক নিজেকে পিটাতে হবে। শুধু মটো মুখস্থ করলে কি ফল হবে ? ঐ লেখানুযায়ী কাজ করতে হবে ; কাজ করলেই তবে বড় হতে পারবে।

মনির। বেশ। বলো, কি করলে সহজে বড় হওয়া যাবে ? কোন শর্ট-কার্টের সন্ধান পেয়ে থাক ত বলে দাও। তবে বলে রাখছি, ডার্বির টিকেট আর কিনব না। তোমার পাল্লায় পড়ে এবারসহ পাঁচবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। আরে ডার্বি টার্বি চুলোয় দাও। বড় বাজারের ক্রোড়পতি মারওয়ারীকে কয়জনে চেনে, পান্নালাল আর ওয়াসেল মোল্লার নাম ত বিজ্ঞাপন পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনে রেখ চুপ করে থাকার দিন গত হয়েছে। আজকের দুনিয়াতে যে যত চেঁচাতে পারবে সেই তত বড় হবে।

মনির। তা হ'লে চল আমরা সকলে মিলে চেঁচাই—(বলতে না বলতেই জাফর ছাড়া আর ঘরের সবাই)—এ এ এ এঁ, ও ও ওঁ ; আ আ আঁ—(বলে চেঁচিয়ে উঠল।)

জাফর। দূর পাগল সব! ও করে কী হয়? সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেঁচাতে হবে।

মনির। তবে সবাই মিলে বলো থি চিয়ার্স ফর আস্ (us) হিপ হিপ হুর্‌রে। (সকলে সমস্বরে বার তিনেক হিপ হিপ হুর্‌রে দিলো।)

জাফর। তোমাদের আস্ (us) দূর থেকে লোকে শুনবে এস্ (ass) তারা মনে করবে যত সব ass-রাই থ্রি চিয়ার্স ফর গাধা বলে চেঁচাচ্ছে। তার চেয়ে বরং বলো—থি চিয়ার্স ফর প্রগতি সঙ্ঘ।

[সকলে সমস্বরে বার-কয়েক তাই কতক্ষণ চেঁচালে। উৎসাহের চোটে কেউ কেউ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবার চেয়ার থেকে তা'রা নেমে বসল।]

মনির। (ধপ্ করে নেমে জাফরের বিছানার উপর বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে) খুব যে চেঁচিয়েছি এখন তো কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। এখন বলো কতটুকু বড় আমরা হলাম, আর কতদূর প্রগ্রেস-ই বা করতে পারলাম!

জাফর। (বেশ জোর গলায়) নিজের ঘরের কোণায় বসে ষাঁড়ের মতো চেঁচালে এতটুকু বড়ও হতে পারবে না এবং তাতে হবে না এক কানাকড়িও লাভ। সব কিছু আইনানুগতভাবে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে। সঙ্ঘ করতে হবে, সভা ডাক্‌তে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে। আর সে-সব বক্তৃতা ও সভার বিবরণ কাগজে কাগজে ছাপ্‌তে হবে। তারপর দেখ্‌বে (বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে) অল্পদিনের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অল্ বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কেউ কেউ অল্ এশিয়ায় পেঁাছে গেছি। বাইরে রিপোর্ট পাঠাবার ও ছাপাবার ব্যবস্হা করতে পারলে, চাই কি, কন্টিনেন্টেও নাম পড়ে যাবে।

ওয়াহেদ। অত কথায় মাথা ঘামাবার আমাদের সময়ও নেই, অবসরও নেই। চায়ের যখন অর্ডার হয়ে গেছে, তখন তোমার সব প্রস্তাবেই আমরা রাজী। কি বল হে তোমরা ?

(সকলে সমস্বরে)। হাঁ হাঁ, আসল ত, চা, চা। (একজন) সঙ্গে কেক্ও চাই কিন্তু। (আর একজন) পান সিগারেট বাদ গেলেও চল্বে না।

মনির। (জাফরকে) এখন তোমার কি প্রস্তাব তাই পেশ করো দেখি।

জাফর। (গম্ভীরভাবে) আমি প্রস্তাব করি : ওয়াহেদকে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট ও মনিরকে সেক্রেটারী, বাদ বাকী মেসের সবাইকে সভ্য করে 'প্রগতি সঙ্ঘ' নামে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হউক।

সিকান্দর। (জাফর শেষ না করতেই) আমি তার সঙ্গে যোগ করতে চাই মিঃ জাফর হোসেন এই সঙ্ঘের ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট হউক...।

সকলে। (সমস্বরে) আলবৎ, আলবৎ। সে ত বলাই বাহুল্য। তা কি আর বল্তে হয়। (একজন) আগে চা'টা আসুক না। পরে জাফর betray করবে না ত? (আর একজন) veto power ত আমাদের হাতেই রইল। (আর একজন) No confidence ত যখন তখন হতে পারে।

জাফর। (অধিকতর গম্ভীরভাবে) আপনাদের (Inspired মুহূর্তে জাফর সকলকে 'আপনি' বলে) সম্মিলিত ইচ্ছাকে অবহেলা করার শক্তি বা সাহস আমার নেই। আমি নত মস্তকে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করছি। তা'হলে এই প্রস্তাবে কারোই কোন আপত্তি নেই ?

সকলে। না, না। নো আপত্তি, নো আপত্তি।

একজন। চা-টা ত এখনো এলো না !

জাফর। এক্ষুণি আস্বে, ভাই। (জোর গলায়) তা হ'লে সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে। পাশ, পাশ, পাশ!

কেউ কেউ। ফাঁস, ফাঁস, ফাঁস।

হালিম। (শুধু সদস্যপদে সে খুসী হয় নি) আচ্ছা, সঙ্ঘ করে অত সব হ্যাঙ্গামে কী লাভ? বড় হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আগে প্রমাণ করো আমরা ছোট কিসে? বড়লোকের কোন লক্ষণ আমাদের মধ্যে নেই? বেলা আটটার আগে আমরা ঘুম থেকে উঠি? উঠি না। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আমাদের সকলেরই তো আছে! ব্লাড-প্রেসার তো এরই মধ্যে কারও কারও দেখা দিয়েছে। ভুঁড়িও...

জাফর। (হালিমের কথা শেষ না হতেই) আমরা শুধু বড় হতে চাই না বিখ্যাত হ'তেও চাই।

হালিম। তা হ'লে টাকা দুই খরচ ক'রে বড় বড় হরপে "বিখ্যাত প্রগ্রেসিভ জাফর এণ্ড কোং" ছাপিয়ে, শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিলি করলেই তো পার।

জাফর। শুধু তা পড়ে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? সেই সব করার আগে রীতিমত একটা সঙ্ঘ চাই, বক্তৃতা চাই, তার প্রোগ্রাম চাই, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটা আদর্শ চাই—

হালিম। (উঠে পড়ে) তোমাদের এ সব সঙ্ঘে-টঙ্ঘে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের সদস্যপদ ত্যাগ করলাম এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি 'ওয়াক্‌ আউট' করছি। (বলে সে বেরিয়ে গেল।)

ওয়াহেদ। (রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে) "বড় হওয়ার পথের দুঃখ এখন হতেই শুরু হ'ল।"

জাফর। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। এই সামান্য আঘাতে আমাদের দমলে চলবে না।

মনির। আচ্ছা, সঙ্ঘের আদর্শ কী হবে তা ত বলনি।

জাফর। (মাথা চুলকিয়ে, ঢোক গিলে) আমাদের আদর্শ হবে, এক কথায়, আগে চল্‌, আগে চল্‌।...

করিম। জাফর ভুলে যাচ্ছ, পৃথিবীটা গোল। আগে চলার কোন মানেই হয় না। যে-দিকেই চলা আরম্ভ কর না কেন, শেষমেষ ঘুরে একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় ফিরে আসতেই হবে। এই গোলাকার পৃথিবীতে আগু পিছু কিছু নেই।

জাফর। দেখ, তোমার মতো স্থূলবুদ্ধি লোক নিয়ে প্রগতি আন্দোলন হয় না। আমরা প্রগ্রেসিভ হতে যাচ্ছি আইডিয়ায়, ভাবে, মতামতে।

মনির। আইডিয়া ও মতামতে আমরা কার চেয়ে অনগ্রসর, জিজ্ঞাসা করি?

ওয়াহেদ। কোনো সংস্কার আমাদের নেই, কারও মতামতের ধার আমরা ধারি না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করি না, তবু আমাদের অনগ্রসর বলতে চাও?

জাফর। আমি বলতে চাই না। কিন্তু আমরা যে প্রগতিশীল এ কথা পৃথিবীকে জানাতে হবে তো? আর জানাতে হলে একটা সঙ্ঘ চাই সঙ্ঘের মুখপত্র চাই। আপাতত সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে অথবা কিছু মোটা চাঁদা না পাওয়া গেলে মুখপত্র হতে পারে না। কিন্তু সঙ্ঘ হতে তো কোনো আপত্তি নেই।

মনির। সঙ্ঘ হলেই তার একটা উদ্দেশ্য চাই ত? উদ্দেশ্যটা একটু অভিনব ও নূতন হওয়া চাই। তা হলে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

ওয়াহেদ। মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে এত সঙ্ঘ, এত সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে যে কোনো নূতন আদর্শ খুঁজে বের করাই দুষ্কর।

সিকান্দার। নূতন কোনো জুৎসই আদর্শ না পাওয়া যায় ত ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শটাই না হয় আমরা নিই না কেন? তা পুরানো হলেও তার প্রতি এখনো মানুষের যথেষ্ট মোহ আছে। কাজেই ওতে আমাদের সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিরও একটা ভালো উপায় হবে।

জাফর। অগত্যামন্দের ভালো হিসাবে তাই না হয় নেয়া যাক।

মনির। কোন্‌টা? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথাই বলছ তো?

সিকান্দার। হাঁ

মনির। বেশ! কিন্তু জেলে যেতে কে কে রাজি আছ, আগে শুনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। (চক্ষু ছানা-বড়া করে) কেন ?

মনির। কেন ? সাম্য প্রচার করলে তুমি যে সাম্যবাদী, কর্তৃপক্ষের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকবে না, ফলে জেলে না গেলেও চাকরীর আশা ত্যাগ করতেই হবে। আর স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে কালাপানি যে পার হতে হবে, এ ত জানা কথাই। এই সবে যদি রাজি থাকো, বেশ স্বচ্ছন্দে সাম্য ও স্বাধীনতা করতে পারো, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আগেই বলে রাখছি ঃ আমার দ্বারা এ সব হবে-টবে না।

প্রায় সকলে। ঠিক কথা। এ আমরাও পারবো না। এতে আমাদেরও সম্মতি নেই। পুলিশের হ্যাঙ্গামে কে পড়তে যাবে, বাবা।

জাফর। আচ্ছা, মৈত্রীতে ত কোনো আপত্তি হতে পারে না।

মনির। না, উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে এটিই একমাত্র নিরীহ, নির্দোষ ও নিরাপদ। সহজ ভাষায় যাকে বলে innocent।

জাফর। তা হ'লে সাম্য ও স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু মৈত্রীকে আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি না কেন ? মৈত্রীর পথেই চল আমরা অগ্রসর হই। পৃথিবীব্যাপী দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে মারামারি ও ঝগড়া-কোন্দল চল্‌ছে তাতে এই আদর্শ হয়ত অনেকের মনঃপূতও হবে। আশা করি, এই আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে উপস্থিত কারো কোনো আপত্তি নেই ?

সকলে। না না। নো আপত্তি।

জলিল। চা না আসা পর্যন্ত আমার প্রচণ্ড আপত্তি...(জলিলের কথা শেষ না হতেই ট্রে হস্তে বয়ের প্রবেশ। সকলে ফের সমস্বরে—) পাশ, পাশ নো আপত্তি। (বলে টেবিল, কেউ কেউ বা পার্শ্ববর্তীর পিঠ চাপ-ড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

———

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সময়ের ছেদ বোঝাবার জন্য মাঝখানে গান বা নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সপ্তাহ দুই পরে। প্রগতি-সঙ্ঘের কর্মসংসদের সভা, অর্থাৎ প্রগেসিভ মেসের প্রায় সভ্যই জাফরের ঘরে উপস্থিত।]

জাফর। দেখ, কাল থেকে কিন্তু আমাদের সঙ্ঘ সম্বন্ধে আমাকে এক নতুন ভাবনায় ধরেছে। আমরা এই দুই সপ্তাহে দু'দুটা সাধারণ সভা করলাম। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কোনো সভাই সফল হয়নি।

সিকান্দর। অর্থাৎ আমরাই বক্তা, আমরাই শ্রোতা।

জাফর। ভেবে ভেবে শ্রোতার অভাবের কারণও আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হয়, শুধু সভ্যের দ্বারা কোনো সঙ্ঘই কৃতকার্য হতে পারে না। কিছু সংখ্যক সভ্যাও চাই। যে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমরা দেখছি, তা শুধু সভ্য সংখ্যার দ্বারা গড়ে ওঠেনি সভ্যাদের উপস্থিতিও তার মূলে চুম্বকের কাজ করেছে।

মনির। কথাটার পেছনে যুক্তি যেমন আছে, তেমনি তা ঐতিহাসিক সত্যও স্বীকার করি। কিন্তু আমরা মেয়-সভ্য কোথায় পাবো ?

জাফর। আচ্ছা, যে সব মেয়ে পাশটাশ করে বেরুচ্ছে, তাদের কয়েকজনকে একবার অনুরোধ ক'রে দেখলে কেমন হয়। না হয় বলব আপনারা সভায় রীতিমত না আসুন, অন্তত আপনাদের নামে আমরা যেন আমাদের সঙ্ঘের বিজ্ঞাপন দিতে পারি, এটুকু সম্মতি দিন। এ টুকু সম্মতিও যদি তাঁরা দেন, আমার মনে হয় অনেকটা কাজ হবে।

মনির। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করার জন্য আমরা সভাপতিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করছি।

অনেকে। (এক সঙ্গে) আমরা এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে অনুমোদন করছি।

জাফর। তা'হলে বলি শুনুন। এখন বলতে আপত্তি নেই। আপনাদের সম্মতি পাবো এ ভাষায় পুরোনো গেজেটে মেট্রিক, আই. এ. ও বি. এ'র রেজাল্ট্ দেখে অনেকগুলি মেয়ের কাছে আমি চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমাদের দেশের মেয়েরা পাশ করে বটে, কিন্তু এখনো তারা যে ব্যাকওয়ার্ড সেই ব্যাকওয়ার্ডই আছে। তাদের ঘরকুণো স্বভাব এখনো কিছুমাত্র কমে নি, ফলে আমার চিঠির কোনো উত্তরই পাই নি। রিমাইণ্ডার পর্যন্ত দিয়েছি, তবুও কোনো সাড়া মিলেনি। এতে অভিভাবকদের কারসাজিও থাকতে পারে। চিঠিগুলি হয়ত মেয়েদের হাত পর্যন্ত পেঁছিতেই দেয় নি ; হয়ত অভিভাবকরাই মাঝ পথে গায়েব করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের অভিভাবকরা যা ভীরু ও ব্যাকওয়ার্ড !

সিকান্দার। তাঁরা মনে করেন, আমরা এক একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

মনির। আর তাঁদের মেয়েরা এক একটি মেষ-শাবক।

ওয়াহেদ। ব্যাকরণ ভুল কর কেন হে? বলো শাবিকা, মেষ-শাবিকা (সকলের হাস্য।)

মনির। এখন উপায় ?

জাফর। Where there is a will there is a way. উপায় আছে বৈকি। আদৎ কথা, মেয়েরা মেয়েই তাদের কোনো বিষয়েই initiative নেই, সব কাজেই তাদের উপর জোর খাটাতে হয়। জোর করে লাগিয়ে দিতে পারলে যে কোনো কাজ মেয়েদের দিয়ে করানো যায়। তবে পরের বৌ ঝির উপর জোর খাটাবার কোনো অধিকার ত' আমাদের নেই। তাই আমার অনুরোধ, যে সব সভ্যের মনে এই সংঘকে সফল করে তুলবার আন্তরিক আগ্রহ আছে, তাঁরা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র বিয়ে করে ফেলেন এবং স্ব স্ব স্ত্রীকে এই সংঘের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করে দেন।

ওয়াহেদ। Example is better than precept.

মনির। আশা করি, সভাপতি স্বয়ং এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন।

সকলে। অবশ্য, অবশ্য। আলবৎ আলবৎ। We support. We support.

জাফর। আপনাদের (Inspired মুহূর্তে সে সবাইকে 'আপনি' বলে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরোধ পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। তবে আপনারাও নিশ্চেষ্ট থাকবেন না!

অনেকে। (এক সঙ্গে) আমরা নিশ্চয়ই তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

জাফর। তবে এই বিষয়ে আমার আর একটি অনুরোধ, আশা করি কন্যা পছন্দের ভার আপনারা আপনাদের অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দেবেন না। নিজের স্ত্রী নিজেই পছন্দ ক'রে ঠিক করবেন। আর দেখবেন, প্রগতি সংঘের সভ্যা হওয়ার যোগ্যতা যেন তাঁর থাকে।

অনেকে। (এক সঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

মনির। বৌ হওয়ার যোগ্যতা থাক বা না থাক, প্রগতি সংঘের সভ্যা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর থাকা চাই-ই First & foremost condition হ'ল এই-ই।

———

তৃতীয় দৃশ্য

[যবনিকা উঠতেই দেখা যাচ্ছে : প্রগতি সংঘের সবাই স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে কবি নজরুল ইসলামের "আগে চল্ আগে চল্" গানটি সুরে বেসুরে চেঁচিয়ে গাচ্ছে। গানের শেষ কলিতে জাফর ঢুকল। টুল, চেয়ার ইত্যাদি প্রস্তুত ছিল, গান শেষ হতেই সবাই বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জাফর জিজ্ঞাসা করল :]

জাফর। উঁহু ; ঠিক হয়নি।

মনির। বোধ করি, চা খাওয়াবে বলেই ডেকেছ। কেমন, না ?

জাফর। উঁহু ; ঠিক হয়নি।

ওয়াহেদ। তবে বোধ হয় সন্দেশ খাওয়াবে বলেই ডেকেছ। কেমন, এইবার ঠিক ত ?

জাফর। নেই হুয়া। (বলে সে ডানে বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল।)

ওয়াহেদ। আলবৎ হুয়া। এতদিন Thought Reading চর্চা করলাম ; না হয়ে যায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। বিয়ে করব হে, বিয়ে করব। সব ঠিক।

মনির। তা হ'লে আমাদের Thought Reading বেঠিক হ'ল কোথায়? বিয়ে মানেই ত খাওয়া, সে তোমার চা-সন্দেশই হউক, আর কোর্মা-পোলাওই হউক।

ওয়াহেদ। বাড়ীর চিঠি পেয়েছিস বুঝি?

জাফর। (বিস্মিত কণ্ঠে) বাড়ীর চিঠি ভরসা ক'রে প্রগতি সঙ্ঘের সভাপতি বিয়ে করে? করে না।

মনির। সে ত আমাদের সবারই গৌরবের কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমার যে বিয়ে, সে কথা আজকে হঠাৎ কি ক'রে আবিষ্কার ক'রে বসলে?

জাফর। কেন? আমাদের সেদিনের সভায় কি স্থির হয়েছিল? বাঃ, এরি মধ্যে ভুলে বসেছ? প্রগতি সঙ্ঘকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে বিয়ে ক'রে হলেও সঙ্ঘের সভ্য সংগ্রহ করতে হবে। এইতো ছিল সিদ্ধান্ত।

সিকান্দর। জীবনের এত বড় একটা সমস্যা, তুমি আজ এক মুহূর্তেই সমাধান ক'রে বসলে! তোমাকে ত' মহাপুরুষ, অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে Great man বলে তাই মনে হচ্ছে।

জাফর। জীবনের যত সব মহৎ কাজ, যেমন ধরো কবিতা লেখা, অনশন করা, সন্ন্যাসী হওয়া Masterpiece সৃষ্টি করা, সবই মুহূর্তের inspirationয়েই হয়ে থাকে। Inspired মুহূর্তে যাঁরা মহৎ কাজ করতে সক্ষম তাঁদেরই ত বলা হয় মহাপুরুষ। আমিও আজ বিয়ের Inspiration অনুভব করছি, আমার শিরায় শিরায়, প্রতি-পরমাণুতে। হি হি!

ওয়াহেদ। তা হলে তোমারও মহাপুরুষ হতে আর বেশী বাকী নেই, না? আশা করি, বৌটি তোমার জীবনের masterpiece হবে।

জাফর। সত্যিই। যে Pieceটি আনতে সঙ্কল্প করেছি, সেটা স্রষ্টার মেয়ে-সৃষ্টির মধ্যে masterpieceই বলা যায়।

মনির। সেই masterpiece-টির নাম ও পরিচয় আমরা জানতে পারি কি, হুজুর? (ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। কেন পারবে না ? তাঁর নাম হচ্ছে (গম্ভীর ও তন্ময়ভাবে উর্দ্ধের দিকে চেয়ে) তাহেরা, তাহেরা, তাহেরা।

ওয়াহেদ। তাহেরা ? ইতিপূর্বে ঐ নাম ত কোনদিন শুনিনি হে।

জাফর। জাহেদুল ইসলাম সাহেবের মেয়ে, যাঁর বাসায় থার্ড ইয়ারে মাস দুই আমি ছিলাম। মনে পড়ে ?

মনির। ওঃ সে মেয়ে ত' কালো বলেছিলে যেন।

জাফর। এখনো কালোই বল্‌ছি।

ওয়াহেদ। শেষ কালে একটী কালো মেয়েই masterpiece এর সার্টি-ফিকেট পেয়ে গেল।

জাফর। (সুর করে) "কালো চুল সাদা হলে কাঁদো কেন তবে ? কালো যদি এতই মন্দ হবে ?"...হ্যাঁ, মেয়ের রূপ গুণ ও যোগ্যতা বিচারের ভার আমার উপর। সে নিয়ে তোমাদের কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না। মেয়েটিকে বিয়ে আমি করবই। অন্তত প্রগতি সঙ্ঘের মুখ চেয়ে আমাকে করতেই হবে।

মনির। (আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে) পাত্রী-পক্ষের সম্মতি পাওয়া গেছে ত ?

জাফর। আমিও এখনো তাঁদেরে আমার সম্মতি জানাইনি।

ওয়াহেদ। তোমার অভিভাবকরা রাজি আছেন ?

জাফর। তাঁদের রাজি অ-রাজিতে আমার কি যায় আসে, শুনি ?

মনির। কিছুই এসে যায় না ? উত্তম। এই মাসের মনি-অর্ডারটা ফেরৎ দিয়েছ ত ?

ওয়াহেদ। যাকে বলে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। মনির, একটা মৌলভী সাহেব ডেকে নিয়ে আয় না, ওর inspiaration টা থাক্‌তে থাক্‌তেই বিয়েটা হয়ে যাক্‌ জাফর শীগ্‌গির টাকা বের করো ; হালিম গিয়ে মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আসুক।

ওয়াহেদ। এ রকম Inspired হ'লে মেয়ে উপস্থিত না থাকলেও উপ-স্থিত আছে এ-কথা মনে করে নিয়ে বিয়ে করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনির। সত্যিই বেশ হবে। জাফর বিয়ের জন্য যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, নিজেকে যে-কোনো মুহূর্তে বর মনে করতে তার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। জাফর, সুটকেশ থেকে আসকান পা'জামা বের ক'রে নিয়ে পরে বর সেজে বসো দিকিন। আর চোখ বন্ধ করে মনে করো তোমার সামনে কনে অর্থাৎ সেই Masterpiece-টী বেশ সেজে-গুজে বসে আছেন। বিয়েটা আরব্যোপন্যাসের বার্মে-সাইড ভোজের মতো হবে বটে, কিন্তু আমাদের ভোজটি বার্মেসাইড ধরনে হলে চলবে না, সে আগেই বলে রাখলাম।

মনির। এবং (বেশ জোর দিয়ে) কাল 'এসোসিয়েটেড প্রেস'কে জানিয়ে দিতে হবে ঃ "প্রগতি দলের তরুণ নেতা অমুকের সঙ্গে আধুনিকতম আধুনিকা অমুকার শুভ-পরিণয় ক্রিয়া বিনা খরচায়, বিনা শাড়ী ও বিনা গহনায় অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দারুণ দুর্দিনে ও দারুণ বস্ত্রসংকটের কালে ইহাই আধুনিকতম আদর্শ বিবাহ"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাফর। দেখ মনির, ফাজলামি রাখ্। ফাজলামি করার জন্যে তোমাদের ডাকিনি। যদি কোনো সুপরামর্শ দিতে পারিস, ভালো, নয় ত বেরিয়ে যা। আমার বিয়ে আমি একাই করতে পারব। বিয়ের ব্যাপারে আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না।

ওয়াহেদ। (কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে তর্জন ক'রে উঠল) মনির তুই থাম। বিয়ে ইত্যাদি Serious ব্যাপার তুই কি বুঝিস যে অনর্থক বক্-বক্ করছিস্! তোর বড় ভাই এখনো বিয়ে করেনি, তোর শ্বশুর বিয়ে করেছে কিনা সন্দেহ, আর তুই আসিস্ জাফরকে বিয়ে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে! আর আমি? ছাত্রজীবন শেষ না হতেই এক বৌ সাবাড় করে আর এক বৌ-এ পা দিয়েছি। বিয়ে সম্বন্ধে মতামত দিতে হয়, অর্থাৎ যাকে বলে Expert opinion তা একমাত্র আমিই দিতে পারি। কি বলিস জাফর?

জাফর। (শার্টের বুক পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে নিয়ে) ফাজলামী রেখে মনোযোগ দিয়ে সবাই শোন দিকিন্ একবার, চিঠিখানা কেমন হ'ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াহেদ। কা'কে লিখছ? একেবারে masterpiece টিকেই নাকি?

জাফর। না। ভাবী শ্বশুরকে একবার আগে এত্তেলা দিয়ে দেখি না। প্রয়োজন হ'লে বিবি মজকুরাকে পরে লিখব।

মনির। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না হে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

জাফর। দেখাই যাক না। আঙুল ত আমার নিজের, বাঁকা করতে আর কতক্ষণ। শোন (কাগজখানা খুলে সে পড়তে আরম্ভ করল)

"সবিনয় নিবেদন ঃ

বিশেষ প্রয়োজন...

মনির। ভাবী শ্বশুরকে "সবিনয় নিবেদন!" শ্রদ্ধাষ্পদেষু না, বখেদমতেষু না, লক্ষ লক্ষ সালাম না, কোটি কোটি কদমবুচী না! তোমার কপালে এই বৌ যদি জোটে আমার নাম বদলে রাখব।

মমতাজ। বৌ না যদি জোটে, বৌর হাতের সম্মার্জনী ত জুটতে পারে।

ওয়াহেদ। তোমরা চুপ করো। শোনাই যাক না, সে কি লিখেছে। পরে না হয় মতামত ঝাড়বে। পড়ে যাও দেখি জাফর।

জাফর। "সম্প্রতি আমার ধারণা হয়েছে যে, বলাবাহুল্য বিশেষ বিবেচনার পর আমি এ ধারণায় উপনীত হয়েছি—আপনার কন্যা তাহেরার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমাদের উভয়ের জীবন বিশেষ সুখের হবে। তাহেরার জন্য বিত্তশালী বরের অভাব হবে না জানি; কিন্তু আপনি জানেন, বিত্তের কিছুটা অভাব আমার থাক্‌লেও চিত্তের কোন অভাব আমার নেই। আর এ তো জানা কথা দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর করতে বিত্তের চেয়ে চিত্তেরই বেশী প্রয়োজন। তাহেরাকে আমি শুধু ভালবাসি না, তার বুদ্ধি ও স্বভাবকে আমি শ্রদ্ধাও করি। কাজেই ভ্রমরধর্মী বিত্তশালী স্বামীর চেয়ে আমার মতো চিত্তধর্মীই কি অধিকতর কাম্য নয়?

আমার গুণাগুণ ও যোগতা সম্বন্ধে এইটুকু জানালেই হয়ত চল্‌বে...

মনির। অর্থাৎ, As regards my qualifications and fitness for the job.

জাফর। B. C. S. দিচ্ছি, ডেপুটী ত হবোই। আর, হাতের পাঁচ 'ল' ত আছেই। বিয়ের সফলতার জন্যে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযোগিতাই যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এ কথা বলাই বাহুল্য ; আমার দৈহিক উপযোগিতার প্রমাণ স্বরূপ, বি. সি. এস্-এর জন্যে যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম তার একটি ট্রু কপি এই সঙ্গে দিলাম। উক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনেই আমার ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ও দু'জন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে চরিত্র-সার্টিফিকেটও নিয়েছিলাম, তারও কপি এ সঙ্গে পাঠালাম। জনহিতকর ও গঠনমূলক কার্যের যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি ঃ বলা বাহুল্য, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনও জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজেরই অন্তর্গত...

মনির। অর্থাৎ, As regards Public activity and organizing capacity.

জাফর। আমি নিখিল বঙ্গ প্রগতি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, অল্ ইণ্ডিয়া ব্যয়বিহীন বিবাহ-সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। আপনি নিশ্চয়ই তাহেরার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই আপনাকে আমার শেষ অনুরোধ, তাহেরার বিবাহিত জীবন সুখশান্তিময় হউক এ যদি আপনি কামনা করেন—পিতা হয়ে এ কামনা যে কেন করবেন না তাও বুঝতে পারছি না, তা হ'লে যে ভালবাসে তার হাতেই তাকে সমর্পণ ক'রে তাকে সুখী হওয়ার সুযোগ দিন।

পুনশ্চঃ। আশা করি চিঠিখানি তাহেরাকে দেখাবেন। তাই তাকে আমি স্বতন্ত্র চিঠি লিখলাম না। ইতি, বিনীত—

(সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে) বল এখন, কেমন লাগল তোমাদের ?

ওয়াহেদ। (অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে) নিখুঁত ও অনবদ্য ! যে কোনো প্রথম শ্রেণীর মাসিকে স্থান পাওয়ার যোগ্য। একমাত্র আধুনিক গল্পের আধুনিক নায়করাই এ-রকম চিঠি লিখতে পারে।

মনির। চিঠিখানি কি মাসিকে পাঠাবে ব'লেই লিখেছ, না সত্যি সত্যিই মেয়ের বাবাকে পাঠাবে ?

জাফর। বিয়ে টিয়ে ইত্যাদি জটিল ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে ফাজলামী করার প্রবৃত্তি আমার নেই—ঐ স্বভাবই আমার নয়। (এই বলে পকেট থেকে খাম বের ক'রে তার উপর জাহেদুল ইসলাম সাহেবের নাম ও ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পুরে খাম বন্ধ ক'রে দিলে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াহেদ। তুমি দেখছি একটা কেলেঙ্কারী না করেই ছাড়বে না।

জাফর। কেলেঙ্কারী তুমি কোথায় দেখলে ?

ওয়াহেদ। বিয়ে করা যদি তোমার এতই সখ হয়ে থাকে, আর ঐ মেয়েই যদি তোমার একান্ত কাম্য হয়, এ-রকম পাগলামি না করে তোমার মা বাবাকে লিখলেই ত পারো। মেয়ের বাবা ত শুনেছি তোমার বাবার পরিচিত ও বন্ধু।

জাফর। (উত্তেজিত কণ্ঠে) তোমরা একটা যা-ইচ্ছে-তা, কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞানের বালাই যদি তোমাদের থাকত ? এতদিন ধরে এত Prograssive movment করলাম, 'প্রগ্রেসিভ' বলে 'আধুনিক' বলে 'মডার্ণ' বলে কত কী-ই না আমরা দাবী করে থাকি—আর বিয়ের সময় পুর্ণ-মুষিকভবো মামুলী ধরনে সেই পিতামাতার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবো, তৃতীয় পক্ষের মারফৎ তাঁদেরে আমার মতলব জানাবো, পিতা হয়ত শুনে গোড়াতেই 'না' করে দিবেন, অথবা কন্যা-পক্ষের দুয়ারে করযোড়ে দাঁড়াবেন, তারা হয়ত হাজার কয়েক টাকার অলংকার ও ততোধিক টাকার কাবিন চেয়ে বসবে—শুনে হয়ত পিতা ম্লান মুখে বাড়ী ফিরে আসবেন। নতুবা দীর্ঘকালব্যাপী দর-কষাকষি চল্‌বে। ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে ছিঁড়তেও পারে, না ছিঁড়লেও না ছিঁড়তে পারে। বাবাকে বল্লে এই ত হবে। চিরকাল ধরে এই ত হয়ে এসেছে। মেয়েকে যে আমি ভালবাসি তাকে যে আমি বিয়ে করতে চাই, এ খবর হয়ত মেয়ের কান পর্যন্ত পেঁছলই না—বাইরে থেকেই পত্রপাঠ বিদায়। যারা প্রগ্রেসিভ্ ও আধুনিক বলে দাবী করে, তা'রা অন্তত এ-রকম হৃদয়হীন ব্যাপার কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। যাকে বিয়ে করার সংকল্প করেছি, তাকে পাবার শেষ চেষ্টা না দেখে আমি অন্তত ফিরব না— এতখানি coward অতখানি ভীরু আমি নই। এখনো বোধ হয় ডাক নিয়ে যায় নি—দিয়ে আসি। (দ্রুত প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জাফরের ঘর। পাশের ঘর মনিরের। জাফর উচ্চরবে মনিরকে ডাক দিলে।]

জাফর। মনির, মনির।

মনির। (ব্যঙ্গস্বরে) জি হুজুর।

জাফর। শিগ্‌গীর শুনে যা।

[মনির একগালে সাবান আর একগালে অর্দ্ধশেভ্‌ করা অবস্থায় ক্ষুর হাতে আবির্ভূত হতেই—]

জাফর। দেখ, তোরা যাই বলিস্‌ আমি কিন্তু রাজনীতি থেকে গাহস্থ্য নীতি পর্যন্ত কোথাও 'আবেদন আর নিবেদনে' বিশ্বাস করি না।

মনির। আবার কোথায় আবেদন পাঠালে ?

জাফর। সেই যে সেদিন আমার ভাবী শ্বশুর সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

মনির। উত্তরে দু'খানা ছেঁড়া জুতো খামে ভরে' পাঠিয়ে দেয়নি তো !

জাফর। তিনি মনে করেছেন : আমি নাবালক, একেবারে খোকাটী, পিঠে হাত বুলিয়েই তিনি আমাকে বিদায় ক'রে দেবেন।

মনির। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করেননি।

জাফর। দেখ্‌, আমি চিরদিন সব ব্যাপারে বামপন্থী ; যাকে বলে— Leftwinger

মনির। (ক্ষুর চালাতে চালাতেই আলাপ চলছে) বামপন্থী তোমাকে কে বলে ? বামাপন্থী বল্লেই বরং ঠিক হয় !

জাফর। শুধু ভদ্রলোকের তথাকথিত ইজ্জতের খাতিরেই আমি তাহেরাকে না লিখে তাঁকে লিখেছিলাম। নয় তো আমার বিয়েতে যেমন আমার পিতা-মাতার মতামতের কোনো মূল্য নেই, তেমনি আমি জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহেরার বিয়েতে তার মাতাপিতার মতামতেরও এক কানাকড়ি দাম নেই।

মনির। ভদ্র মহিলার সম্মতির বয়েস হয়েছে ত? নয় তো বিপদে পড়বে।

জাফর। তা ঠিক আছে, অত কাঁচা ছেলে পেয়েছ আমাকে? ঐ ত আমার যাকে বলে ব্রহ্মাস্ত্র।

মনির। জাহেদ সাহেব কী উত্তর দিয়েছেন?

জাফর। ভদ্রলোক তাঁর বিশ লাইনের চিঠিখানিতে অন্তত দশবার আমাকে 'বাবা' সম্বোধন করেছেন। তাঁর 'বাবা' পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভয়ে হাম্বা হাম্বা করছেন। আমার মা বাবা ভাই বোন চৌদ্দ পুরুষকে জানিয়েছেন তাঁর সালাম, দেওয়া, আশীর্ব্বাদ, অর্থাৎ ঐ ধরনের অবান্তর যত কিছু হতে পারে। লিখেছি বি. সি. এস্. দিচ্ছি, তবুও পড়াশোনার উপদেশ দিয়েছেন; মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি দিয়েছি, তবুও জিজ্ঞাসা করেছেন: কেমন আছি! মোট কথা আগাগোড়াই beating about the bush. সব চেয়ে হাস্যাস্পদ কথা লিখেছেন, তাঁর মেয়ে নাকি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো ভক্তি করে—কথাটা পড়ে এক চোট একা একাই হেসেছি। চৌদ্দপুরুষ ধরে দুই পরিবার কোনদিন এক ঘাটের পানি খাইনি; চার বছর ধরে তাহেরার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা নেই; আজ হঠাৎ একি শনি মহুরার মুখে! সেই তাহেরা নাকি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো ভক্তি করে। ভালো যে বাসে, সে কথাটা লিখ্‌তে এত আপত্তি কেন? ভালবাসা ছাড়া ভক্তি হয় নাকি? আর এই বুড়োগুলো ফাঁকিবাজও নেহাৎ কম নয়। এইদিকে আমাকে লিখছে, তাহেরা এইবার আই. এ. দেবে, আর দু' বছরের জন্যে তার বি. এ.-টা তিনি নষ্ট করতে চান না, একেবারে বি. এ.-র পরেই তার বিয়ে দেবেন। অথচ আমি সরজমিন থেকেই জেনে এলাম, আমার চিঠি পাওয়ার পর তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

মনির। তুমি কী ক'রে জেনে এলে? তুমি দেখি গভীর জলের মাছ।

জাফর। গতবার যে দিন চারেকের জন্য বাড়ী গিয়েছিলাম মনে আছে? বাড়ী ত যাইনি, গিয়েছিলাম ঢাকায়। দূর থেকে দেখে এলাম মানসীকে আর জেনে এলাম মানসীর মুরুব্বীদের হাবভাব, গতিবিধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনির। কি বুঝলে ?

জাফর। ঐ ত চিঠিতেই প্রকাশ। এইবার আমি সোজা তাহেরাকে চিঠি লিখ্‌ছি। সে রাজি থাকলে স্বয়ং আজরাইলেরও সাধ্য নেই আমাকে বাধা দেয়। সে রাজি না থাকে, ব্যাস্‌, এখানেই শেষ।

মনির। চিঠি লিখেছো ?

জাফর। ড্রাফ্‌ট একটা খাড়া করেছি, শুনবে ?

মনির। দাঁড়া, ওয়াহেদকে ডেকে নিয়ে আসি। এক সঙ্গে শোনা যাবে।

[মনির গালের সাবান মুছে, ওয়াহেদকে নিয়ে চুকল দু'এক মিনিটের মধ্যেই।]

ওয়াহেদ। কি হে, আর এক Bomb-shell ছুঁড়বে নাকি ?

জাফর। Bomb shell কি, এইবার একাধারে এটম আর H. Bomb.

মনির। Target কি জাহেদ সাহেব, না তাঁর কন্যা ?

জাফর। এইবার কন্যার হৃদপিণ্ড। বাজে কথা রাখ, শোনো তারপর বলো : চিঠি এটমের কাজ করবে, না রাডারের ?

[জাফর চিঠি বের ক'রে পড়তে আরম্ভ করল।]

"রাণী, মিথ্যাকে প্রচার করতে বিজ্ঞাপনের ভেরী-তুরী বাজাতে হয়, ভেরী-তুরীর আওয়াজে সত্যের মুখের জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। তোমাকে আমি ভালবাসি, এতদিন এ-কথা প্রকাশ করা দূরে থাক, কোনোদিন মনের ভিতরও উচ্চারণ করেছি বলে ত মনে হয় না। অথচ আমার শিরা-উপশিরা থেকে আমার শিয়রে বালিশগুলি পর্যন্ত জানে যে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

জীবনের দুর্লভ সম্পদ এই প্রেমকে অবহেলা করো না, লক্ষীটি এই প্রেমের ফলেই হয়ত একদিন তোমার জীবনে সোনা ফলতে পারে।"

মনির। তা'হলে অলঙ্কারের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হয় না, না ?

জাফর। "যে ফুল কোনো নারীর জীবনে ফোটেনি, এই প্রেমের স্পর্শে তোমার জীবনে হয়ত সেই ফুল ফুটে উঠবে।"

ওয়াহেদ। যোগ কর আল্লার মেহেরবাণীতে অচিরে ফলও ধরবে !

জাফর। "এমন দুর্লভ সৌভাগ্য এদেশের কয়জন নারীর ভাগ্যে জোটে ? দেশে নারীর জীবনে ভালবেসে ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমিই হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pioneer —রেকর্ড প্রতিষ্ঠাত্রী। কাজেই এর গৌরব থেকে তোমার নিজেকে ও তোমার দেশকে বঞ্চিত করো না।"

মনির। আর বঞ্চিত করোনা আমাদেরে, অর্থাৎ প্রগতি সঙ্ঘের সভ্যদের।

জাফর। "আমি জানি তুমি অসাধারণ ; প্রভূত শক্তি তোমার মাঝে ঘুমিয়ে আছে। আমাদের প্রগতি সঙ্ঘের প্রেরণায় সেই সুপ্ত শক্তি হয়ত পুষ্পের মতো বিকশিত হয়ে উঠবে, বাণীর মতো বেজে উঠবে। প্রগতি সঙ্ঘের সভানেত্রীর আসন তোমার অপেক্ষায় শূন্য পড়ে আছে।"

ওয়াহেদ। এবং আমাদের সভাপতির হৃদয় সিংহাসনও। (হাসি।)

জাফর। চিঠিটা কেমন হয়েছে তাই বল্।

মনির। এ চিঠি পড়ে যে কোনো পাষাণ-হৃদয় মেয়েও sure হার্টফেল্ করবে।

[ওয়াহেদের হাসি না থামতেই মেসের জন কয়েক ছেলে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল : চল্, চল্, খেলার সময় হয়েছে ; গিয়ে হয়ত টিকেটই পাওয়া যাবে না।]

ওয়াহেদ ও মনির। চল্ রে চল্ রে চল্।

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তাহেরা কলেজের ঠিকানায় জাফরের চিঠি পেয়েছে। বাসায় ফিরে হাতের বইগুলি টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে সে ফর ফর করতে করতে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই পাশের দোদুল্যমান কেশগুচ্ছ কানের উপর তুলে দিয়ে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে স্কিপিং শুরু করে দিলে। যবনিকা উঠ্বার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, তাহেরার ছোট ভাই—যার বয়স দশ বার বছরের বেশী হবে না, স্কিপিং করছে। তাহেরার পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ কলেজ-গার্লের মতো। হঠাৎ এতবড় ধিঙ্গি বুবুর স্কিপিং দেখে ফারুক তো হেসেই কুটিকুটি। মা পাশের কামরার বারান্দায় সবে তরকারী কুটছিলেন। ফারুকের হাসি শুনে মা ব'লে উঠলেন :]

মা—কি রে ফারুক, অত হাসছিস কেন ?

ফারুক—মা, দেখ না এসে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহেরা। চুপ, বাঁদর বলিস না।

ফারুক। (চেঁচিয়ে) বুবু, স্কি-ই-ই—

তাহেরা। চুপ বাঁদর কোথাকার! (ব'লে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ফারুক তাহেরার ব্লাউজের ভিতর রক্ষিত চিঠিখানা টেনে নিয়ে ছুটে টেবিলের ও-পাশে চলে গেল। টের পেয়ে তাহেরাও মণি-হারা ফণীর মতো তাকে ধরতে ছুটে গেল। টেবিল চেয়ারের চতুর্দ্দিকে ভাই-ভগ্নিতে কিছুক্ষণ বেশ ছুটাছুটি চল্ল। তাহেরা ছুটছে আর মিনতি করছে: দে ভাই, দে ভাই লক্ষীটি ফারুক বলছে: দেব না, কিছুতেই দেব না। বালকের সঙ্গে তাহেরা পারবে কেন, অচিরেই হাঁপাতে লাগল।]

তাহেরা। [অত্যন্ত মিনতির সঙ্গে] দে ভাই, তোকে চকলেট কিনে দেব।

ফারুক। কার চিঠি বলো! আমি একবার পড়ে দেখি। (বলে সে চিঠি-খানি খুলতে চেষ্টা করল। তাহেরা তাকে ধরবার জন্যে আবার ছুটল। এইভাবে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি চল্ল।)

মা। (পাশের ঘর থেকে) ফারুক, কি হয়েছে? অত গোলমাল কিসের?

তাহেরা। দে না, লক্ষীটি! তোকে সিনেমা দেখার পয়সা দেব।

ফারুক। পয়সায় হবে না। টাকা একটা দিতে হবে।

তাহেরা। আচ্ছা, তাই দেব, দিয়ে দে।

ফারুক। নগদ দিতে হবে, বাকি হ'লে ফাঁকি দেবে। তাতে আপা, আমি রাজি নই। এক হাতে টাকা নেব, অন্য হাতে চিঠি দেব।

তাহেরা। আচ্ছা নে। (ব্লাউজের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি মানিবেগ বের করে একটি টাকা নিয়ে ফারুকের দিকে বাড়িয়ে দিলে ; ফারুকও সন্ধি-শর্ত্ত মতো এক হাতে টাকা নিলে ও অন্য হাতে চিঠি দিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্ত্তন। দেখা যাচ্ছে, তাহেরার মা জোহরা বেগম তরকারি কুটছেন, তাহেরা হাসি ও খুশী ছড়াতে ছড়াতে ঢুকল!

তাহেরা। (ঢুকেই) মা সরো তুমি, আমি কুটে দিচ্ছি। (বলে সে বঁটিটা টেনে নিয়ে তরকারি কুটতে লেগে গেল।)

জোহরা। (বিস্মিত কণ্ঠে) ওকি, কাপড় ছাড়বি না? হাত মুখ ধুবি না? হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহেরা। (আনন্দোৎফুল্ল মুখে) এখন খাব না, মা। আজ খিদে পায়নি। (ক্ষিপ্র হস্তে সে তরকারী কুটতে লাগল।)

ফারুক। (ঢুকে, দূর থেকেই) বুবু, মা'কে বলে দেব ?

জোহরা। কি ?

ফারুক। (তাহেরার দিকে চেয়ে) বলব ? বলব ? চি—ই—ঠি—ই।

তাহেরা। (বঁটি হাতে উঠে) বাঁদর কোথাকার, বেরো এখান থেকে।

[ফারুক বাইরের দিকে ভোঁ দৌড় দিলে। কিছুক্ষণ মা মেয়ে উভয়েই নীরব। মা তাহেরার মুখের দিকে চেয়ে যেন তার মন পড়বার চেষ্টা করলেন।]

তাহেরা। (কিছুক্ষণ নীরবে তরকারি কুটবার পর) মা, বাপজান আসেন নি ?

জোহরা। না, কেন বল ত।

তাহেরা। (একটুখানি নীরব থাকার পর নতমুখে) আজ জাফর ভাই এক চিঠি লিখেছেন।

জোহরা। জাফর ? তোমাকেই ?

তাহেরা। (অধিকতর নতমুখে) হাঁ।

জোহরা। তোমার বাবাকেও নাকি কিছুদিন আগে এক চিঠি দিয়েছিল। ও'র চিঠি পাওয়ার পর থেকে তোমার বাবা ত তোমার বিয়ের জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি যে এবার ঢাকা গেছেন, আমার বিশ্বাস, আমজাদ সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা বলার জন্যই গেছেন। ওরা বিলাতের খরচ চাচ্ছিলেন, এতদিন তিনি রাজি ছিলেন না, এবার বোধ হয় রাজি হবেন। তা, ও কি লিখেছে ?

তাহেরা। (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) অ—নে—ক ক—থা।

জোহরা। তা, তোর মনে আছে জাফরের কথা ? সে ত আমাদের বাসায় মাত্র অল্পদিন ছিল। আমার বেশ লাগত ছেলেটিকে। তোমার বাবা কিন্তু ওকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

তাহেরা। বেশ মনে আছে। বাঃ মনে থাকবে না ? দু'তিন মাস ধরে পড়ালেন ; বাপজান যেতে পারলেন না বলে ইডেনে ভর্তি হওয়ার দিন তিনিই ত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোহরা। হাঁ, ঠিক। আমারও মনে পড়েছে। জরুরী ক্লাস ছিল বলে সে দশটায় কলেজে চলে গিয়েছিল, বলেছিল গাড়ী ক'রে তোমাকে সেখান দিয়ে পাঠিয়ে ক্লাস থেকে ওকে ডেকে নিতে, না ?

তাহেরা। হাঁ, মন্নান ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি ক্লাস থেকে বেরুতে বড্ড দেরী করেছিলেন বলে আমি তাঁকে সেদিন খুব বকেছিলাম।

জোহরা। (হাসতে হাসতে) সত্যি ?

তাহেরা। (লজ্জাবনত মুখখানি আরো নত করে) হাঁ।

যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

[ওয়াহেদের ঘর। সে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম নিয়ে পেঁ পোঁ আর কণ্ঠে আ-া-া-া করছিল। হঠাৎ মূর্তিমান ঝড়ের মতো জাফর আবির্ভূত হয়ে হারমোনিয়মটা কেড়ে নিলে।]

জাফর। তুই আবার কি গান করবি ? দে আমায়—।

ওয়াহেদ। (বিস্ময় প্রকাশ ক'রে) তুমি গান করবে ? (জাফরের কণ্ঠস্বর কর্কশ। তার কথা শুনলেই মনে হয় তার বুঝি বার মাসই সর্দ্দি করে আছে।) ওরে মনির, সবাইকে ডেকে নিয়ে আয় শীগ্‌গির, গান হচ্ছে, ওস্তাদের গান। (চেঁচিয়ে সে বল্ল। সঙ্গে সঙ্গে মনির ও আরো অনেকের প্রবেশ।) বস, আর মডার্ণ তানসেনের গান শোন।

মনির। (ঠোঁট থেকে সিগেরেট নামিয়ে) তুমি যদি গান ধর, সবাই মনে করবে, এখান থেকে ছাত্রদের মেস্ উঠে গেছে এবং ধোপারাই এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছে।

জাফর। (উচ্চরবে) আলবৎ আমি গান করব। ওয়াহেদ কি গানের monopoly পেয়ে গেছে নাকি ?

মনির। প্রিয়ার হৃদয় লক্ষ্য ক'রে তুমি ছুঁড়ছ চিঠির উড়ন্ত বোমা, আর প্রিয়ার হৃদয়তল লক্ষ্য করে ওয়াহেদ চালাচ্ছে অনবরত গানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টর্পেডো। কে আগে ঘায়েল করতে পারো দেখি—I mean your respective প্রিয়াকে।

জাফর। দেখে নিও, আমিই আগে successful হব। (এই বলে সত্যই যখন জাফর মুখব্যাদান করল, ওয়াহেদ চেঁচিয়ে উঠল।)

ওয়াহেদ। দোহাই, একটু থাম্ একটু থাম্। আগে কানে তুলো দিয়ে নিই, না হয় কানে তালা লাগ্‌বে যে। (এখানে ওখানে বিছানার নীচে তুলা সন্ধান, তুলার অভাবে সবাই দু'হাতের আঙুল দিয়ে কর্ণ বিবর বন্ধ করল।)

জাফর। (উচ্চরবে সুর করে)

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

[হারমোনিয়মের সঙ্গে তার গলার শব্দের কোনো মিলই হচ্ছে না, তবুও সে বেসুরোভাবে এই লাইন দুইটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ওয়াহেদ কান থেকে আঙুল নামিয়ে—]

ওয়াহেদ। ওরে ধোপার গাধা, ঐটি কি গান ?

জাফর। গান কা'কে বলে স্যার, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

ওয়াহেদ। যাকেই বলুক, অন্তত তুমি যা আবৃত্তি করলে তা কিছুতেই গান নয়।

জাফর। কেন নয় শুনি ?

ওয়াহেদ। কেন নয়, তা অবশ্য বুঝিয়ে বলা শক্ত। তবে তুমি যা এই মাত্র চেঁচালে, তা কবিতা। গানে সুর থাকে, কবিতায় না থাকলেও চলে।

জাফর। বেশ, তা হলে কবিতায় সুর দিলেই ত গান হয়ে গেল। এই ত সোজা নিয়ম জানি।

মনির। সুর কা'কে বলে জানিস্ ?

জাফর। এই মাত্র সুরের একটা Practical demonstration দেওয়ার পরও জিজ্ঞাসা করছিস, সুর কা'কে বলে জানি কিনা ?

মজিদ। অর্থাৎ, গলা ছেড়ে দিয়ে খুব টানতে পারলেই সুর হয়ে গেল, না ? যেমন—হৃ-ই-ই-ই-ই দ-অ-অ-অ-অ-য় আ-া-া-া-া জ-ই-ই-ই-ই, ঈ ঈ, তাই না জাফর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। আলবৎ ; তা ছাড়া আর কি। লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় কত ওস্তাদই ত দেখলাম, সবই ত আ-ই-ই-ই—(সে রাজহংসের মতো গ্রীবা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করে স্বরটাকে কিছুক্ষণ ধরে কণ্ঠনালীর ভিতর কাঁপিয়ে ওস্তাদী আ-ই-ই-ই'র একটা demonstration দিয়ে দিলে। তারপর হঠাৎ সুর বদলিয়ে বলল ঃ) চল, বেরিয়ে আসা যাক।

ওয়াহেদ। সিনেমায় নিয়ে চল ত যেতে পারি।

জাফর। বেশ, স্বচ্ছন্দে।

মজিদ। খাওয়াটাও হবে ত ?

মনির। আলবৎ হবে।

জাফর। দেখা যাবে, চলই না। (জেবটা এবার সজোরে নাড়া দিলে ; ঝন-ঝনাৎ শব্দ হ'ল। বাইরে ভিখারীর শব্দ শোনা গেল ঃ "একটো পয়সা দেলা দে, বাবা, একটো পয়সা দেলা দে। লা-ইলাহা...। জাফর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নিয়ে একখানা সিকিই ছুঁড়ে দিলে।)

মনির। (জাফরের অপ্রত্যাশিত ঔদার্য্যে বিস্মিত হ'য়ে) এতই যখন দাতা সেজেছিস্, চার আনা পয়সা একজনকে না দিয়ে অন্তত আটজন ভিখারীকে দিতে পারতিস্।

জাফর। ওতে শুধু ভিক্ষা দেওয়ার ভান করা হত, কা'কেও সাহায্য করা হত না।

মনির। ও লোকটা এখনি গিয়ে হয়তো পেট ভরে তাড়ি খাবে।

জাফর। চার আনা পয়সা আটজনকে দিলে কারো পেট ভরত না ; একজনকে দিলে সে তাড়িই খাক আর ভাতই খাক, অন্তত পেট ভরে খেতে পারবে।

(জাফর কিন্তু সব সময় তার শার্টের বুক-পকেটে হাত দিচ্ছে একটা জিনিষ স্পর্শ ক'রেই আবার হাত বের করে নিচ্ছে। হঠাৎ হাতের অর্ধ-সমাপ্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে একটা দশ টাকার নোট মজিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল ঃ) এক দৌড়ে ভালো একটিন সিগারেট নিয়ে আয় ত, best in the market হওয়া চাই, কাছে না পেলে রেলওয়ে stall পর্যন্ত দেঁাড়াবে ; দরকার হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যাক্সিতে যাবে আসবে। (কৈফিয়ত স্বরূপই যেন সে আপনা-আপনিই বল্লে ঃ) শুধু সাহেবগুলোই দুনিয়ার সব ভালো জিনিষ ভোগ করে যাবে, তার কি মানে আছে? আমাদের কি মাঝে সাঝে মুখ পরিবর্তন করার সখ জাগে না?

মজিদ। তোমরা এইদিকে আমাকে ফেলে সিনেমায় চলে যাবে না ত।

মনির। দূর পাগল! দুপুরে সিনেমা দেখে ত বাসায় ঝি চাকরেরা, ভদ্রলোক আবার দুপুরে সিনেমা দেখে নাকি?

জাফর। (ধীরে ধীরে বুক-পকেট থেকে একখানা সবুজ খাম বের করে তার দু'দিকে দু'টো দীর্ঘ চুমো দিয়ে ওয়াহেদ ও মনিরের দিকে খামটি উঁচু করে ধরে জিজ্ঞাসা করল ঃ) কার চিঠি বল ত? বলতে পারলে মবলগ কুড়ি টাকা বাজি।

মনির ও ওয়াহেদ। (সমস্বরে উৎফুল্লকণ্ঠে) তাই বল! অত স্ফূর্তির কারণ এতক্ষণেই বোঝা গেল।

ওয়াহেদ। বলছি, টাকাটা আগে মনিরের হাতে জমা দে। (জাফর দু'খান নোট মনিরের হাতে দিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেদ চেঁচিয়ে উঠল) ঃ তাহেরার, তাহেরার।

মনির। কবে পেলে?

জাফর। আজ সকালের ডাকে।

ওয়াহেদ। দেখি হাতের লেখাটা।

জাফর। (একটু দূরে সরে গিয়ে) নো, নেই হোগা। আগে অজু করে পবিত্র হয়ে এস, তারপর এই (তন্ময়ভাবে বুকের উপর রেখে) সুপবিত্র বস্তুতে হাত দিতে পারবে!

মনির। পড়, শোনা যাক্। প্রগতি সঙ্ঘের সন্তানেত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা, বিচার করে দেখতে হবে ত।

জাফর। সব শোনাবো না; কিছু কিছু শুনতে পারো।

ওয়াহেদ। তোমার যা ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা পড়ে যাও। আমরা বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে পাবো।

জাফর। (চিঠি পাঠ)..."যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, সেদিনই দেখেছি তোমার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনির। (ব্যস্ত-সমস্তভাবে) থাম, আমরা একটু দেখে নিই (ওয়াহেদের চশমাটা কেড়ে নিয়ে, শার্টের প্রান্তে মুছে) বিদ্যুৎ দূরে থাক্, আমরা ত একটা খদ্যোৎও দেখতে পাচ্ছি না তোমার চোখে বা চোখের আশেপাশে।

জাফর। ..."হাসিতে চাঁদের আলো..." (পড়তেই মুখে হাসি ফুটে উঠল।)

ওয়াহেদ। (চশমাটা মনিরের চোখ থেকে নিজের চোখে লাগিয়ে) আমরা ত তোমার হাসিতে একটা বাতির আলোও দেখছি না। শ্রীমতীর চশমার পাওয়ার কত হে? ধন্য মেয়ে, এমন ডাহা মিথ্যা কথাও লিখতে পারে!

জাফর। তোমরা গোলমাল করলে আমি এই পড়া বন্ধ করলাম। (চুপ করে রইল ও কিছুক্ষণ।)

মনির ও ওয়াহেদ। আচ্ছা, আমরা চুপ করলাম। এইবার পড়।

জাফর। "বাক্যে ফুলের সুরভি, (মনির ও ওয়াহেদ নাক দিয়ে বাতাস শুঁকে, মুখ বিকৃত করে নাকে রুমাল দান।) দেহে যৌবনের বসন্তোৎসব, তোমার চরণে দেখেছি মুক্তি—"

মনির। আর আমরা দেখেছি সেণ্ডেল, আর মাঝে মাঝে পাম্পসু—

জাফর। (উপেক্ষার ভঙ্গিতে)—"গতিতে দেখেছি ফাল্গুন উষার দক্ষিণা বাতাস! তুমিই ত আমার ধ্যানের রাজা, কল্পলোকের সুন্দর। তোমার চিঠির উত্তর একমাত্র চোখের জলেই দেওয়া যায়। চোখের জল তোমার কাছে পেঁাছাবার কোনো উপায় নেই বলে কাগজে কলমে মনের ব্যথাকে কথার আকার দেবার চেষ্টা করছি। প্রিয়তম, বুক চিরে দেখাবার কোন উপায় নেই, না হয় দেখতে পেতে: আকৈশোর একটু একটু করে কার ধ্যান-মূর্তি গঠন করে হৃদয়ের নিভৃত অন্তরে লালন করেছি, পূজা দিচ্ছি।"

ওয়াহেদ। এই ত রীতিমত পৌত্তলিকতা। শেষকালে একটা পৌত্তলিক বিয়ে করে দোযখে যাবে নাকি?

মনির। বাবা রে বাবা! স্বার্থের খাতিরে মেয়েরা এত মিথ্যা তোষামোদও করতে পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। চুপ, শোন কি লিখেছে···, "অভিভাবকের ভয়ে তুমি এত সন্ত্রস্ত হচ্ছ কেন? বুড়ো অন্ধের দল আজ যৌবন-ধর্মকে যদি ভুলে গিয়ে থাকে, যৌবনের রঙীন স্বপ্ন, চল-চঞ্চল গতি, শক্তি ও আলো-কে যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে বসে, তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে তাদের কুসংস্কারকে বরং করুণা করাই উচিত।"

মনির। বেড়ে বলেছে ত।

ওয়াহেদ। অর্থাৎ বাবাকে বাপান্ত করে ছেড়েছে, এই ত?

জাফর। বাবাটিও কম চালাক নাকি? এই দিকে আমাকে লিখেছেন: এখন তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না, বি. এ. পাশ করার পর দেবেন; ঐদিকে তলে তলে কি ঠিক করেছেন, তা তাঁর মেয়ের জবানীতেই শোন—"আমার পায়ে বেড়ী লাগাবার জন্যে খুব তোড়জোড় চল্‌ছে, বাবা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে উঠে পড়ে লেগেছেন। কাজেই, হে সুন্দর তুমি এসে আমায় মুক্ত করো। শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, কাজেই শুভস্য শীঘ্রং হে প্রিয়তম, !"... বলো, এই আবেদনে আমি সাড়া না দিয়ে পারি, কোনো পুরুষ পারে? জাহেদ সাহেবের চিঠিও তোমাদের দেখিয়েছি। তিনি শুদ্ধ রাজি হয়ে যে ভালয় ভালয় বিয়ে হবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই এখন আমাকে নিজের পথ দেখ্‌তে হবে।

মনির। তোমার বাবাকে লেখ না। তিনি গিয়ে ধরে পড়লে জাহেদ সাহেব হয়ত 'না' করতে পারবেন না

জাফর। একে ত প্রগতিশীল হিসেবে, প্রোগ্রেসিভ্ হিসেবে, সেই ধরনের বিয়েতে আমার ঘোরতর আপত্তি; তার উপর মেয়ে যখন রাজি তখন আমি খামখা কাপুরুষের মতো ব্যাক-ডোর পলিসি গ্রহণ করতে যাব কেন?

ওয়াহেদ। তবে কি করবে?

জাফর। মেয়ের মতিগতি বুঝ্‌লে ত? ইচ্ছে করলে এখন আমি যা তা করতে পারি, অন্তত elope যে করতে পারি তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তা আমি করব না, কারণ তাতে আমাদের 'প্রগতি সঙ্ঘের' বদনাম হবে। তার উপর, মেয়েদের ব্যাপারে unchivalrous হওয়া আমি উচিত মনে করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনির। কী উচিত মনে কর, তাই না হয় বলো, শুনি।

জাফর। ইচ্ছে করেছি, তোমাদের দু'জনকে নিয়ে এই week end-এ জাহেদ সাহেবের কাছে যাবো এবং মুখোমুখী তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটার একটা হেস্তনস্ত করে ফেলব। তারপর নিজেদের plan ঠিক করে, যা করবার হয় করব।

ওয়াহেদ। তা অবশ্য নেহাৎ মন্দ হয় না তবে আমরা কেন? বিয়ে করবে তুমি, পিঠে যদি তোমার হাতুড়ীও ভাঙ্গে তাতেও তোমার দুঃখ করবার থাকবে না, কিন্তু আমরা কেন ফর নাথিং মার খেয়ে বেইজ্জৎ হতে যাবো? কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়; পেটে না খেয়ে আমাদের পিঠে সইবে না, ভাই।

জাফর। মার খাওয়া অত সোজা ব্যাপার নয় হে। তোমরা বাংলা দেশের বয়স্থা মেয়ের পিতার মনস্তত্ত্ব জান না বলেই অত ভয় পাচ্ছ। মারা-মারি কি কোনো গণ্ডগোল করতে গেলেই ত কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে পড়বে, হয়ত আদালত পর্যন্ত গড়াতেও পারে, গণ্ডগোলের কার্যকারণ খুঁজতে তখন কত উর্বর মস্তিষ্কই ত গবেষণায় লেগে যাবে। ফলে মেয়েকে কেন্দ্র করে কত সম্ভব অসম্ভব কাহিনী রচিত হবে, যাকে বয়স্কা কন্যার পিতা যমের চেয়েও বেশী ভয় করেন। কাজেই নির্ভয়ে তোমরা আমার সহযাত্রী হতে পারো। আমি একা গেলে জাহেদ সাহেব হয়ত আমাকে আমল দিতেই চাইবেন না, দু'তিন জন একসঙ্গে থাকলে অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবেন না, কোনো গোলমাল হলে তোমরা অন্তত আমার পক্ষে সাক্ষী ত হতে পারবে। ঘটনা যেভাবে turn নিচ্ছে, তারও ত প্রয়োজন হতে পারে।

মনির। চা-টা আগে আন; খেয়ে দেয়ে সুস্থির হয়ে ভেবে দেখি।

জাফর। এক্ষুণি আনাচ্ছি। সন্ধ্যায় সিনেমা, পরটা আর চপ্ কাটলেট বুঝেছ? কুড়ি টাকায় না কুলোয়, আরো মঞ্জুর করা হবে। 'বয়' 'বয়'.....

সকলে—থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার প্রেসিডেন্ট, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জাহেদ সাহেব তাঁর আফিস-ঘরে বসে ডাক দেখছেন। এমন সময় জাফর, ওয়াহেদ ও মনির সেই ঘরে ঢুকে তাঁকে সালাম করে দাঁড়ালো। চোখ তুলে দেখে জাহেদ সাহেব ত যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়ের আতিশয্যে হাত তুলে সালাম গ্রহণের ভদ্রতাটুকুও যেন ভুলে গেলেন। প্রকৃতিস্থ হতে তাঁর মিনিট দুই লাগল। তারপর বল্লেন ঃ]

জাহেদ সাহেব। বস, কখন এলে ?

জাফর। [সকলে আসন গ্রহণ করার পর] কাল সন্ধ্যায় এসেছি !

জাহেদ সাহেব। কোথায় উঠেছ ?

জাফর। ডাক-বাংলোয়।

জাহেদ সাহেব। ডাক-বাংলোয় উঠলে কেন ? কারও সঙ্গে এসেছ বুঝি ?

জাফর। না। আমার এই বন্ধু দু'টি আমার সঙ্গে এসেছেন।

জাহেদ সাহেব। এই পথে অন্য কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো তা'হলে ?

জাফর। না। আপনার কাছেই এসেছি।

[জাহেদ সাহেবের মুখ অধিকতর কালো হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বল্লেন ঃ]

জাহেদ সাহেব। তবে এখানে না উঠে ডাক-বাংলোয় উঠলে কেন ? চাকর-টাকে নিয়ে জিনিষপত্র না হয় আনিয়ে নাও না।

জাফর। না, থাক্ ! আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে আমরা আজকেই ফিরে যাবো।

জাহেদ সাহেব। এঁরা তোমার সঙ্গে পড়েন বুঝি ?

জাফর। হাঁ ; এঁরা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁদের সামনে অসঙ্কোচে আলাপ করা যাবে, কিছু গোপন করবার দরকার হবে না।

জাহেদ সাহেব। চা খাবে ?

জাফর। না, এইমাত্র চা খেয়ে বেরলাম। (জাফর গলা খাকারি দিয়ে কথাটা পাড়বে ভাবছে, এমন সময় জাহেদ সাহেব বলে উঠলেন ঃ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহেদ সাহেব। পড়াশোনা কেমন চল্‌ছে ?

জাফর। ভালই। আপনার চিঠি পেয়েছিলাম।

জাহেদ সাহেব। তোমার বাবা মা কেমন আছেন ?

জাফর। (হতাশভাবে) ভালোই। (তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে আবার বলে উঠল) আমি বলছিলাম বিয়েটা হলে এমন কি আর ক্ষতি হ'ত ?

জাহেদ সাহেব। তোমার বাবা অবসর নিয়েছেন ?

জাফর। (মরিয়া হয়ে) তাহেরার সঙ্গে···

হয় ভালো হয়। (সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা করলেন) প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে,

জাহেদ সাহেব। তিনি কি এখন তোমাদের দেশের বাড়ীতেই থাকেন ?

জাফর। (অধিকতর মরিয়া হয়ে) আমাদের বিয়েটা হলে এমন কি আর ক্ষতি হ'ত।

জাহেদ সাহেব। এ সব ব্যাপার তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলেই বোধ না চাকরী-বাকরীর তদ্বির করবে ভাব্‌ছ ?

জাফর। আগে বি. সি. এস্‌টা দিয়ে দেখব, নয় ত অগত্যা বার ত খোলাই রয়েছে। (সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠল) আমার মতে, বিয়েটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর ভিতর বাপ মাকে টেনে আনা উচিত নয়। কারণ, বৌ ত আমার জন্যই, বাবার জন্যেত নয় যে বাবা পছন্দ করবেন বা মতামত দেবেন। দরকার হলে তাঁর পরামর্শ নিতে পারি।

জাহেদ সাহেব। দেখ, আমরা সেকেলে লোক। (বড় অসহায়ভাবেই তিনি বল্লেন। কারণ, পোষাক-পরিচ্ছদে তিনি কিন্তু একেলে।) আমরা বিয়ের ব্যাপারটা উভয় পক্ষের বাপের মধ্যে আলোচনা হওয়াই বলে উচিত মনে করি।

জাফর। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার মেয়েও একেলে, আর যে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে সেও একেলে ; কাজেই একেলে ধরনেই তাদের বিয়ে হওয়া উচিত।

জাহেদ সাহেব। একেলে ধরন মানে যদি এ রকম বেহায়াপনা হয়, তবে তাকে আমি অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারব না।

জাফর। বুঝতেই পারছেন জন্মের বিরুদ্ধে কিছু করবার আমাদের হাত ছিল না। কি করব আমরা একালে জন্মেছি, কাজেই আপনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে যত বেহায়াপনাই মনে হউক না কেন, একালের ধরন-ধারণ আমাদের মেনে চলতেই হবে।

ওয়াহেদ। যদি অপরাধ না নেন, জিজ্ঞাসা করি, সেকালের দোহাই দিয়ে আমরা একালের বিষাক্ত গ্যাস্ বা বোমার আতঙ্ক থেকে, অর্ডিনান্সের হাত থেকে, এমন কি বীমা দালালের কবল থেকেও রক্ষা পাচ্ছি কি?

ওয়াহেদ। গাল জ্বালা করলেও কন্‌কনে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে গালে ধারাল বা ভোঁতা রেজার বা ব্লেড যা থাকে তাই ঘষতে হয়, কেননা এইটি একেলে সভ্য মানুষের একটি অভ্যাস। আপনি নিজেকে যতই সেকেলে বলুন, একালের হাত থেকে কি নিজেকে বাঁচাতে পারেন?

জাফর। কাজেই মেয়ের ব্যাপারেও আপনাকে একেলেই হতে হবে।

জাহেদ সাহেব। [উত্তেজিত কণ্ঠে] অত কথা কাটাকাটির কি দরকার, বাপু? এম. এ. আর ল' পড়ছ, এই সোজা কথাটা বুঝতে পার না? তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আদৌ আমার ইচ্ছা নেই।

জাফর। আপনার ইচ্ছা না থাকলেই ত সমস্ত ব্যাপার ফুরিয়ে গেল না। আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আপনার বা আমার বাবা মা'র ইচ্ছা অনিচ্ছা ত গৌণ ব্যাপারে। এই ব্যাপারে তাহেরা ও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই ত, যাকে বলে deciding factor

জাহেদ সাহেব। আমার মেয়ে কিছুতেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না।

জাফর। এ-কথা কি আপনি জেনে শুনে বল্‌ছেন?

জাহেদ সাহেব। জানার দরকার নেই। আমার মেয়ে আজন্ম কোনদিন আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, আজও কর্‌বে না।

জাফর। অন্য বিষয়ে না করতে পারে, কিন্তু বিয়েটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ-বিষয়ে পিতার অন্যায় রুলিং সে না ও মানতে পারে।

জাহেদ সাহেব। আমার মেয়েকে বোধ করি অন্যের চেয়ে আমিই ভালো জানি।

জাফর। সেটা সত্য নাও হতে পারে। না জেনে, মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা ও ভীরুতার সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের যেখানে সেখানে পাত্রস্থ করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ ও চির নিরানন্দ করে রাখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহেদ সাহেব। অত সব বাজে কথায় লাভ কি? আমি ত বলেই দিয়েছি: তোমার হাতে আমি মেয়ে দেব না।

জাফর। আপনার মেয়ে যখন স্বয়ং আমার হাতে আসার জন্যে এ-রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে, তখন আপনি কেন তাকে আমার হাতে দিতে ফর্‌মাথিং আপত্তি করছেন বুঝতে পারছি না।

জাহেদ সাহেব। বুঝবার শক্তি থাক্‌লেই বুঝতে পারতে!

জাফর। অমত করবার আগে আপনার উচিত কোথায় আমার অযোগ্যতা সেটা আমাকে দেখিয়ে দেওয়া। আমার সার্টিফিকেটের কপিগুলি সম্বন্ধে যদি আপনার কোন সন্দেহ থেকে থাকে তবে যাচাই করে নিন্‌, অরিজিন্যাল কপিগুলো আমার সঙ্গেই রয়েছে মিলিয়ে দেখে নিন্‌ না। [পকেট থেকে সে কয়েকটি কাগজ বের করলো।]

জাহেদ সাহেব। ও-সব রাবিশ আমি দেখ্‌তে চাই না।

জাফর। [রেগে] আপনি যদি নেহাৎ হৃদয়হীন না হতেন, তা'হলে বুঝ্‌তে পারতেন—দুইটি যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবেসে যদি বিবাহাবদ্ধ হ'তে চায় তাতে কিছুমাত্র অসম্মান নেই—তাদেরও না, তাদের পিতামাতারও না।

জাহেদ সাহেব। আমার মেয়ে তোমাকে ভালবাসে এটা স্রেফ্‌ গাঁজাখুরী গল্প ছাড়া আর কিছুই না। এ-রকম গাঁজাখুরী গল্প যে বিশ্বাস করে, পাগলা-গারদই তার উপযুক্ত স্থান।

[জাফর ধীরে ধীরে পকেট থেকে তাহেরার চিঠিখানি বের করল, তারপর সেখানি সাম্‌নে খুলে ধরে বল্লে—]

জাফর। হাতের লেখা বোধ করি চিনতে পারছেন?

[হতভম্ব জাহেদ সাহেব মুহূর্তে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসলেন। মুখ তাঁর মরার মতো সাদা হয়ে গেল। জাফর চিঠিখানি তাঁর সামনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বল্লে:] পড়ে দেখুন, কোন আপত্তি নেই। ওতে ভালবাসার কথা ছাড়া অন্য কোন আপত্তিকর কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে পড়ে দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তাহেরাও এতে আপত্তি করবে না।

[অত্যন্ত অনিচ্ছায়, নেহাৎ বিমর্ষভাবে, খুব নিরানন্দ মনে, অতি তাচ্ছিল্য নিয়ে জাহেদ সাহেব চিঠিখানি পড়ে গেলেন। কন্যার অপঘাতমৃত্যু-সংবাদেও বুঝি তিনি এতখানি আঘাত পেতেন না। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে ম্লান মুখে বল্লেন :]

জাহেদ সাহেব। এত সব আমি কিছুই জান্‌তাম না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি মন স্থির করে তোমাকে চিঠি লিখে আমার মতামত জানাব। আচ্ছা, আজ তা'হলে এসো। আমাকে এক্ষুণি একটু বের হতে হবে কি না! [উঠে দাঁড়ালেন । জাফরেরা সালাম ক'রে বেরিয়ে যাওয়ার পর জাহেদ সাহেব ইজি চেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিলেন—তাঁর দু'চোখের কোণায় দু'টি বৃহৎ অশ্রু-ফোঁটা চক্‌চক্‌ করে উঠল। তারপর—যবনিকা—]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শুক্রবার সন্ধ্যার পর। জাহেদ সাহেবের বাড়ী—বিবাহ-মজলিস্‌। বিবাহ পড়াবার জন্যে আচকান জোব্বা পরে ও পাগড়ি মাথায় মৌলবী সাহেব বসেছেন। তাঁর সামনে বর এবং উভয় পক্ষের ছেলে বুড়ো বহু লোক উপবিষ্ট। জাহেদ সাহেবও একপাশে আছেন।]

মৌলবী সাহেব। মেয়ের এজিন (সম্মতি) নিয়ে সাক্ষীরা এখনো এলো না যে? [তখন দু'জন লোক ঢুকল।] এই ত আপনারাই এজিন নিতে গিয়েছিলেন না?

দু'জনের একজন—হাঁ।

মৌলবী সাহেব। মেয়ে এজিন দিয়েছে?

[সাক্ষী দু'জন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর—]

একজন। তুমি বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরজন। তুমি বলো।

প্রথম জন। না, তুমিই বলো।

দ্বিতীয় জন। না, তুমিই বলো।

মৌলবী সাহেব। আপনাদের দু'জনকেই বলতে হবে। সাবালিকা মেয়ের এজিন ছাড়া বিয়ে হতে পারে না এবং তা দু'জন সাক্ষীর সাম্‌নেই দিতে হয়।

দু'জন এক সঙ্গে। মেয়ে রাজি আছে, এজিন দিয়েছে।

[সঙ্গে সঙ্গে জাফর, মনির, ওয়াহেদ, আরো তিন-চারজন যুবক ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল।]

জাফর। [বাইর থেকেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল :] জনাব, সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বলছে, এই বিয়েতে পাত্রী রাজী নেই।

[ঘরের সমস্ত লোক বিস্ময়ে হতবাক্, জাহেদ সাহেবের মুখ লজ্জায় এতটুকুন হয়ে গেল।]

এক ব্যক্তি। [উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে] আপনি কে ?

জাফর। [বিস্মিত কণ্ঠে] আমাকে চেনেন না ? [সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বল্লে) এই বলে দে না আমি কে।

ওয়াহেদ। এঁর নাম জানতে চান, না পরিচয় ?

পূর্বোক্ত ব্যক্তি। নাম এবং পরিচয় দুই জানালে উপকৃত হ'ব।

ওয়াহেদ। ইনি স্বনামধন্য মিঃ জাফর হোসেন বি. এ. এবং সুবিখ্যাত 'নিখিল বাংলাদেশ প্রগতিসঙ্ঘে'র সভাপতি।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি। [জাফরকে] তা আপনি কি করে জানলেন যে, মেয়ে এই বিয়েতে রাজী নেই ?

জাফর। আমি যে জানি সে-বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাক্‌তে পারে, কিন্তু পাত্রীর পিতার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। থাক্‌লে এই প্রশ্ন আপনি না করে তিনিই করতেন।

[ঘরের ভিতর কানাঘুষা চলতে লাগল। কেউ কেউ মন্তব্য করল—মাথা খারাপ। কেউ কেউ বল্ল—মাথায় ছিট আছে।]

পূর্বোক্ত ব্যক্তি। (নরম হয়ে ভদ্রভাবে) আপনি বসুন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের মতো দেশ-বিখ্যাত লোক আজ এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হয়েছেন। আচ্ছা, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, পরে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে।

জাফর। (বিদ্রূপ-মিশ্রিত কণ্ঠে) আপনি ত বেশ লোক দেখছি! (গম্ভীর-ভাবে) ইসলামের বিধান হ'ল সাবালিকা মেয়ের সম্মতি নিয়েই তার বিয়ে দিতে হবে, আর আপনারা সব মুসলমান হয়েও এক সাবালিকা মেয়ের মতের বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিচ্ছেন! আর আমরা তা চুপ করে সহ্য করব, এ কি করে আপনারা আশা করেন? আমরা প্রগতি আন্দোলন করছি কি শুধু লোক দেখাবার জন্যে?

হায়দার ইমাম। (বর উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠল:) আপনি দয়া করে আপনার প্রগতি আন্দোলন বাইরে প্রশস্ত মাঠে গিয়েই করুন; ঘরের ভিতর স্থান এত সংকীর্ণ যে বেশী অগ্রসর হতে গেলেই দেয়ালে ঠোকর খাবেন!

[বরের মন্তব্যে উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে উঠল।]

জাফর। (হাসির রোল থামতেই) বাইরে আপনাকেই যেতে হবে। পরের টাকায় বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত করেছেন; একটা মেয়েকে তার বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে লজ্জা হয় না? সেখানকার মেয়েরা শুনলে যে শেম্ শেম্ করবে।

হায়দার ইমাম। আরও কিছুদিন ভদ্রতা শিখে কথা বলতে আসবেন। আপনি কি করে জানেন যে, বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে চাচ্ছি?

জাফর। আমি জানি না ত কে জানে? এই দেখুন, (বলে,' জেব থেকে সে এক চিঠি বের করে দেখালো।) আজকের ডাকেই পেয়েছি। আপনার জন্যে তাহেরার ঘুম হচ্ছে না কিনা, তাই লিখেছে: "শুক্রবার আমাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচান।"

[উপস্থিত সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগল। জাহেদ সাহেব লজ্জায় মুখ তুলতেই পারলেন না।]

জাফর। আর এই চিঠি জাল বা মিথ্যা বলে যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তবে তাহেরা ত' এখানেই রয়েছে, তাকে ডেকে আপনারা জিজ্ঞাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারেন (মৌলভী সাহেবকে লক্ষ্য করে) মৌলভী সাহেব, সাবালিকা মেয়ের বিয়ে তার সম্মতি ছাড়া কি জায়েজ হয় ?

মৌলভী সাহেব। নাউজুবিল্লাহ, তা কি করে হবে ? এটা ত শরিয়তের হুকুম।

জাফর। (বরকে) দেখলেন হায়দার সাহেব। আমাকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনাকে এত বড় গোনাহ্‌র কাজ থেকে বাঁচিয়েছি।

ওয়াহেদ। শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না, ভালো করে খাইয়েও দিতে হবে।

মৌলভী সাহেব। (জাহেদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে) এখন কি করা যায় ?

জাফর। (কেউ উত্তর দেবার আগে বলে উঠল :) কেন, বিয়ে পড়াতে এসেছেন, বিয়েই পড়াবেন। বিয়ে আজ হতেই হবে ?

মৌলভী সাহেব। মেয়ে রাজী না হলে কি ক'রে বিয়ে হবে ?

জাফর। মেয়ে যার সঙ্গে রাজী তার সঙ্গে বিয়ে হতে ত' কোনো আপত্তি নেই ? সে ভদ্রলোক ত' আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়াহেদ। (সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠল :) বসে পড় হে, কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে ! ওঁরা ভদ্রতা করে বস্‌তে নাই বল্লেন, আমাদের ত ভদ্রতা জ্ঞান আছে ! অতএব বসে পড়। (সবাই বসে পড়ল।)

জাফর। (মৌলভী সাহেবের সামনে এগিয়ে এসে বরকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন) কাইনণ্ড্‌লি একটু সরে বসুন ত, কিছু মনে করবেন না। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর একটু সরে বসল। জাফর কিছুমাত্র দেরী না করে বরের পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ল।) মৌলভী সাহেব, তাড়াতাড়ি বিয়েটা পড়িয়ে দি'ন। আমাদের দশটার ট্রেন ধরতেই হবে। বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবেন। (মৌলভী সাহেবকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে ফের বলে উঠল :) পাত্রী যে সর্বান্তঃকরণে রাজী, তাতে যদি আপনাদের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে এই চিঠিগুলি পড়ে দেখুন। (এই বলে পকেট থেকে এক তাড়া চিঠি বের করে সে সামনে রাখলে।)

মৌলভী সাহেব। চিঠির সম্মতিতে বিয়ে জায়েজ হবে কিনা ভাব্‌ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর। ভাববার কী দরকার ? তাহেরা নিজ মুখে বল্লে জায়েজ হবে ত মৌলানা [সঙ্গে সঙ্গে সে তাহেরা তাহেরা তাহেরা বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পর্দার অন্তরালে চুড়ির মৃদু রিনি ঝিনি শব্দ শোনা গেল। বরের ধৈর্য্যের বাঁধ যেন এবার ভাঙল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল ঃ)

হায়দার ইমাম। আপনার বিরুদ্ধে আমি ডিফামেশন আনবো।

জাফর। জাহেদ সাহেবের পয়সা ত ?

হায়দার ইমাম। আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

জাফর। আপনারাই ত এইমাত্র বে-আইনী কাজ করে পুলিশে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করছিলেন। ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলাম। যাক্, ও-সব পুরোনো কথা। আমার মনে হয়, সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা— forgive & forget. (পর্দার দিকে তাকিয়ে) তাহেরা এসেছো ?

তাহেরা। (মৃদু উত্তর ভেসে এল ঃ) হাঁ।

জাফর। সবই ত শুনেছ ? তোমার বয়স হয়েছে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার বুদ্ধি ও মননশক্তি অসাধারণ, কাজেই আশা করি কোনো প্রকার লজ্জা-সংকোচ ও ভয় না করেই তুমি তোমার মতামত জানাবে। আমার সঙ্গে বিয়েতে তুমি রাজি ?

তাহেরা। সর্বান্তকরণে রাজি।

[মৌলবী সাহেব কোরাণের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াৎ পাঠ করার পর, যথোপযুক্ত দেন-মোহরে উভয়ে পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে রাজী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। উভয়েই সম্মতি জানাল। তারপর মৌলবী সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে স্বামী-স্ত্রীর সুখময় দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।]

জাফর। (দাঁড়িয়ে তাহেরাকে লক্ষ্য করে) চলো, বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। (হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ফের বল্ল ?) মাত্র আধ ঘন্টা সময়, জিনিষপত্র বাজে লটবহর নিয়ে কি হবে ? জীবনের নতুন অধ্যায়, একেবারে নতুন জিনিষপত্তর দিয়েই আরম্ভ করা ভালো। এসো, মাকে সালাম করে এসেছ ত ? চলো, বাবাকেও সালাম করে নেওয়া যাক্ ! (তাহেরা ও জাফর জাহেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি পা সরিয়ে নিলেন না বটে, কিন্তু মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। জাফর বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে হায়দার ইমামের হাত নিজের হাতে নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে ঃ) নেভার মাইণ্ড্। অত বিমর্ষ হলে চল্‌বে কেন? চিয়ার আপ ইয়ংম্যান। জীবনে এ রকম কত নৈরাশ্যই ত আসবে। সে-সবকে মনে রেখে চিরস্থায়ী করে রাখলে ত জীবন চলে না। নৈরাশ্য ও দুঃখকে পর মুহূর্তে ভুলে গিয়ে নতুন আশায় নীড় বাঁধতে হয় এবং এই ত মানবজীবন। ঢাকা থেকে কখন রওয়ানা দিচ্ছেন জানাবেন, যদি পারি তাহেরাকে নিয়ে আপনাকে 'ভন ভয়জ' জানিয়ে আসব। আচ্ছা (আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে) গুড্ বাই। (অন্য সকলকে) আদাব, আদাব, আসি তা হ'লে (বলে তাহেরার হাত ধরে বাইরে দণ্ডায়মান মোটরের দিকে অগ্রসর হ'ল। মোটর দেখা না গেলেও চলবে ; বাইরে শুধু হর্ণের শব্দ করলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা, হয়ত সেই সঙ্গে উপস্থিত তরুণ দলও চেঁচিয়ে উঠল :) থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার প্রেসিডেন্ট এণ্ড হিজ ব্রাইড্ হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে।

এক কিশোর। থ্রি চিয়ার্স ফর প্রগ্রেসিভ বৌ, হিপ হিপ হুর্‌রে।

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~